১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

মাখন চোর নয় কৃষ্ণ
কৃষ্ণকে কিছুতেই মাখন চোর বলা যাবে না। আপত্তি প্রকাশ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শ্রীকৃষ্ণকে এক বিদ্রোহীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। ১১

আমেরিকায় যাবে না পার্সেল
আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। চলতি মাসের শেষ থেকেই কার্যকর হচ্ছে নতুন নিয়ম। ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২৬°	৩১°	২৬°	৩১°	২৬°	৩১°	২৬°

ধস নেমে চামোলিতে মৃত ১
দুর্যোগের বিভীষিকা আবার ফিরে এল উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে। শুক্রবার রাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১০

৭ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 24 August 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 97

নাবালিকার সন্তান প্রসবে বাড়ছে রহস্য

হাজার সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০ থেকে ২২ শতাংশ নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। অভিভাবকের অসচেতনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী।

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : বাবা কে? ভয়ে বা সংশয়ে উত্তর দিতে পারছিল না বছর পনেরোর নাবালিকা। সদ্য মা হয়েছে সে। নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীর বালুরঘাট হাসপাতালে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলেও।

আর ওই নাবালিকার গর্ভধারণ হওয়ার পরেও কেন তার পরিবার চুপ ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওই নাবালিকা বিষয়টি নিয়ে চুপ রয়েছে কেন? তার ভেতর কোনও ভয় রয়েছে কি না, সে সব দিকও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সে ধর্ষিত হয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠছে। সন্দেহের তির ওই নাবালিকার সৎবাবার দিকেও উঠছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার সৎবাবাকে আটক করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায়ের বক্তব্য, 'এটি একটি পকসো মামলা। ওই নাবালিকা প্রসূতি একটু সুস্থ হলে, তার সঙ্গে কথা বলে পুরো ঘটনা জানা যাবে। আমরা পুরো বিষয়টির ওপর নজর রেখেছি।' ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বললেন, 'এখনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

নবম শ্রেণির ওই অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকাকে গতকাল রাতে লুকিয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে আসে তার পরিবার। আর এরপরেই বিষয়টি জানাজানি হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফেই বালুরঘাট থানা ও প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। শুরু হয় তদন্ত। পাশাপাশি ওই নাবালিকা একটি পুত্রসন্তানও জন্ম দেয় বালুরঘাট হাসপাতালে। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ রয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা, গয়না লুট

মোজমপুরে আনারুল গোষ্ঠীর হামলা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৩ অগাস্ট : ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালিয়াচকের মোজমপুর। দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। আসাদুল্লাহ বিশ্বাস গোষ্ঠীর একজনের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে মোজমপুরের বর্তমান 'ডন' আনারুল হক গোষ্ঠীর দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় মোজমপুর এলাকা থেকে চার দুষ্কৃতীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

শুক্রবার রাতে আতি শেখের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় আবদুল শেখের বাড়িতে বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীরা বাড়িতে ঢুকে আলমারি, খাট, শোকেস, চেয়ার, টেবিল এবং বাড়ির বেশ কিছু অংশে ভাঙচুর চালায়। আবদুল শেখের স্ত্রী নারুনা বিবির কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকা সহ সোনার গয়না লুটপাট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আবদুল শেখকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

আসাদুল্লাহ বিশ্বাস বিভিন্ন মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই তাঁর বাড়িঘর সহ জায়গা জমি দেখভাল করতেন আবদুল শেখ। আসাদুল্লাহর লোক বলেই তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।

ব্রাউন সুগার ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন কারবারের আঁতুড় হচ্ছে মোজমপুর। এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে কয়েক বছর ধরেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে গ্রামটি। ওই গ্রামে একসময় আসাদুল্লাহ বিশ্বাসের রাজ চলত।

আটক চার
- আসাদুল্লাহ বিশ্বাস গোষ্ঠীর একজনের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়
- ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে মোজমপুরের বর্তমান 'ডন' আনারুল হক গোষ্ঠীর দুষ্কৃতীরা
- আসাদুল্লাহ জেলার বাইরে থাকার সুযোগে আনারুল গোষ্ঠী চাঙ্গা হয়ে ওঠে
- চার দুষ্কৃতীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ

কয়েক বছর জেল খাটার পর আসাদুল্লাহকে জামিন দিলেও তাঁকে জেলার বাইরে থাকার নির্দেশ দেয় আদালত। আসাদুল্লাহ জেলার বাইরে থাকায় এই সুযোগে আনারুল গোষ্ঠী চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অবৈধ কারবারের দখল করে নেয় আনারুল গোষ্ঠীর লোকেরা। তবে দুই গোষ্ঠী তৃণমূলের সমর্থক।

মাস ছয়েক আগে শাহিদুল শেখ নামে একজনকে কুপিয়ে খুন করা হয়। সেই খুনের মামলায় নাম জড়ায় আসাদুল্লাহ বিশ্বাসের। ফলে ফের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় আসাদুল্লাহ বিশ্বাস। খুনের ঘটনার পর আসাদুল্লাহ গোষ্ঠীর লোকজন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই পুরোপুরি এলাকার দখল নেন আনারুল। তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই মাঝেমধ্যে অশান্ত হয়ে উঠছে মোজমপুর গ্রাম।

আনারুলের বিরুদ্ধে ব্রাউন সুগারের কারবার, আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার সহ কয়েকটি মামলা রয়েছে। পুলিশের খাতায় আনারুল ফেরার রয়েছেন। কিন্তু তাঁর অবৈধ ব্যবসা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে তার গোষ্ঠীর লোকজন। এমনকি মাঝেমধ্যেই মোজমপুরে আতঙ্ক তৈরি করে তাদের ক্ষমতা বহাল রাখছে।

আবদুল শেখ বলেন, 'রাতে ১৫-২০ জনের একটি দুষ্কৃতীর দল আমার বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়িঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ভাঙচুর করে, টাকাপয়সা, সোনার গয়না লুট করে পালিয়ে যায়।' তাঁর স্ত্রী নারুনা বিবি বলেন, 'দুষ্কৃতীরা ঢুকেই আমার বাড়িতে ভাঙচুর করতে শুরু করে। আমার স্বামীকেও মারধর করে। আমি বাঁচাতে গেলে আমার কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে বাড়ির টাকাপয়সা, গয়না সব লুট করে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় হুমকি দিয়ে যায়, যদি আমরা মামলা করি তাহলে প্রাণে মারা হবে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সরকারি কর্তাকে পেটালেন তৃণমূল নেতা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৩ অগাস্ট : পরিযায়ী শ্রমিকদের গোপন সরকারি নথি না দেওয়ায় কালিয়াচক-৩ ব্লকের লেবার ইনস্পেকটর মোহাম্মদ আলিকে অফিসের মধ্যেই বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিরুপমা ঘোষ মণ্ডলের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা তরুণ ঘোষ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কালিয়াচক-৩ ব্লক শ্রমিক কল্যাণ সহায়তাকেন্দ্রে।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাদেশি বলে অপদস্থ হওয়া বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে এলে তাঁদের প্রত্যেককে এককালীন ৫০০০ টাকা এবং পরবর্তীতে প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। অভিযোগ, মালদার বৈষ্ণবনগরে সেই ভাতা ঘোষণার পরই শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও নথি সংগ্রহে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ একটি গোষ্ঠী। আর সরকারি সেই নথি দিতে অস্বীকার করাতেই লেবার ইনস্পেকটরের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় তরুণ ঘোষ দলবল নিয়ে কালিয়াচক-৩ বিডিও অফিসে ঢোকেন। প্রথমে স্ত্রীর চেম্বারে কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করেন। ব্লক অফিস সূত্রে খবর, ছুটির পর অধিকাংশ কর্মচারী বেরিয়ে গেলে তিনি সটান চলে যান লেবার ইনস্পেকটর মোহাম্মদ আলির দপ্তরে। অভিযোগ, সেখানে গিয়ে তিনি সরকারি গোপন তথ্য চান। আলি তা দিতে অস্বীকার করতেই তরুণ তাঁকে ধমক দিয়ে কিল-ঘুসি-লাথি মারতে শুরু করেন। তরুণের কয়েকজন সহযোগী তখন ঘরে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ইনস্পেকটরকে ঘিরে ছিলেন।

মোহাম্মদ আলির বক্তব্য, 'তরুণ ঘোষ আমার গলা চেপে ধরে আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেন। সহকর্মী কয়েকজনের চিৎকারে অন্যরা ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করেন।' দপ্তরের কর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে বেদারাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও মাথা ও বুকে চোট রয়েছে বলে পরিবারের দাবি।

তরুণ অবশ্য দাবি করেছেন, 'এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাজনৈতিক কারণে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কৈশোর ও দায়িত্ব

কারও খেলার সময়, কারও আড্ডা দেওয়ার। কেউ আবার ছুটে চলে পেটের তাগিদে। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

'নেই' নিশ্চয়যান, ট্রলিও অমিল রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ মেডিকেলের সামনে রোগীর আত্মীয়দের জটলা।

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : নিশ্চয়যান প্রকল্পের অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়ায় রাতভর বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন রোগীর পরিজনরা। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চত্বরে টানা ভোররাত পর্যন্ত বিক্ষোভের জেরে উত্তেজনা ছড়ায়। অবশেষে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে শনিবার সকাল ছ'টা নাগাদ নিশ্চয়যানের অ্যাম্বুল্যান্স মেলে পাঁচ মাসের একরত্তি শিশু নুরাজ আলির জন্য। তাকে এদিন আশঙ্কাজনক অবস্থায় সকাল ৮টা নাগাদ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়।

শিশুটির বাড়ি রায়গঞ্জ থানার গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশাহার গ্রামে। শুক্রবার বিকেলে প্রবল জ্বর, শ্বাসকষ্ট সহ একাধিক উপসর্গ নিয়ে তাকে ভর্তি করা হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগে। ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি হলে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার পর রাতেই তাকে শিশু ওয়ার্ডের সিসিইউতে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। তবে রাত ১টা নাগাদ কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই শিশুকে অন্য মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেন।

অভিযোগ, এরপর ওই শিশুর অভিভাবকরা বারবার ১০২ ডায়াল করে এমনকি নিশ্চয়যান প্রকল্পের অফিসে গিয়েও অ্যাম্বুল্যান্স পাননি। এদিকে, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির শারীরিক অবস্থারও অবনতি ঘটতে থাকে। অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে চরম উদ্বেগের মধ্যেই রাত ২টো থেকে ভোর সাড়ে ৫টা পর্যন্ত হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান পরিজনরা। খবর পৌঁছায় হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের কানে। তড়িঘড়ি নির্দেশ দেওয়া হয় প্রকল্পের সুপারভাইজারকে। অবশেষে সকাল ছ'টা নাগাদ অক্সিজেন মাস্কে ভরসা করেই শিশুটিকে মালদার উদ্দেশে রওনা করানো হয়।

মেডিকেলে সমস্যা
- সময়মতো নিশ্চয়যান অনিশ্চিত
- ১০২ ডায়াল করে, এমনকি নিশ্চয়যান প্রকল্পের অফিসে তদ্বির করেও যথাসময়ে অ্যাম্বুল্যান্স পায়নি এক মুমূর্ষু শিশুর পরিবার
- রাতভর বিক্ষোভ দেখিয়ে পাঁচ ঘণ্টা পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে অ্যাম্বুল্যান্স পায় ওই পরিবার
- রায়গঞ্জ মেডিকেলে ট্রলি ও হুইলচেয়ারেরও সংকট
- মহকুমা শাসকের উদ্যোগের পরেও ট্রলি ও হুইলচেয়ারের অভাব মেটেনি বলে অভিযোগ

এরপর চোদ্দোর পাতায়

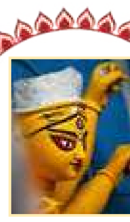

মা আসছেন
৩৫
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

আলোকবন্দি খেলায় জয় বাঙালির
পাঁচের পাতায়

অনিল আম্বানির বাসভবনে সিবিআই হানা
দশের পাতায়

মেডিকেলে থ্রেট কালচার

মালদায় ফের অধ্যক্ষ ঘেরাও, সরব পড়ুয়ারা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৩ অগাস্ট : আরজি করের ঘটনার পর রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ থেকে থ্রেট কালচারের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল। চিকিৎসকদের দীর্ঘ আন্দোলনের পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়েছিল। কিন্তু মালদা মেডিকেলে ইন্টার্নকে মারধরের অভিযোগে ফের সামনে এল সেই থ্রেট কালচারের অভিযোগ। ইন্টার্নকে মারধরের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে শুক্রবার সারারাত ঘেরাও থাকেন মালদা মেডিকেলের অধ্যক্ষ। শনিবার দুপুর থেকে ফের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করা হয়। ঘেরাও হন মেডিকেলের সুপারও। বিকেলের দিকে অধ্যক্ষের ঘরের দেওয়ালে নানা স্লোগান লিখে দেন বিক্ষোভকারীরা। তাতে থ্রেট কালচারের অভিযোগও রয়েছে।

মেডিকেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। অভিযোগ, সেদিন সার্জিক্যাল বিভাগে কর্মরত ছিলেন ময়ূরাক্ষী ঘোষ। মিজানুর নামে এক ইন্টার্ন ময়ূরাক্ষীর হাত থেকে মোবাইল কাড়তে গেলে ময়ূরাক্ষীর মাথায় সামান্য আঘাত লাগে। এরপর ময়ূরাক্ষীর ঘনিষ্ঠ আরেক ইন্টার্ন নবদ্বীপ শীল মিজানুরকে রেস্ট রুমে ঢুকিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এনিয়ে গত বৃহস্পতিবারই দু'পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি তখনকার মতো মিটিয়ে দেন মেডিকেল সুপার। শুক্রবার মিজানুর মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তারপরেই দু'পক্ষকে ডেকে পাঠায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। দু'পক্ষই ই-মেল করে কর্তৃপক্ষকে নিজেদের অভিযোগ জানায়। কিন্তু তারপরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

অধ্যক্ষের ঘরে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। মালদা মেডিকেলে। -সংবাদচিত্র

তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী পৃথা রায় বলেন, 'আমরা কোনওরকম সুবিচার পাইনি। শুক্রবার দুপুর তিনটে থেকে আমাদের অবস্থান শুরু হয়েছিল। সকাল পর্যন্ত আমরা প্রিন্সিপালের দপ্তরের সামনে অবস্থান চালিয়ে গিয়েছি। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ফুটেজে দুই অভিযুক্ত নবদ্বীপ শীল ও ময়ূরাক্ষী ঘোষকে দেখতে পান। নবদ্বীপ শীল যে আরেক ইন্টার্নকে ধাক্কা দিচ্ছেন, কলার ধরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন, সেসবও ফুটেজে দেখা গিয়েছে। এত প্রমাণ থাকার পরেও এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ব্লাইন্ড ডেটে ফাঁদ, পকেট গড়ের মাঠ

মন দিয়ে অজান্তে প্রতারণার ফাঁদেও যে পড়তে হয়, তার হাতেগরম কিছু উদাহরণ রয়েছে শহর শিলিগুড়িতে। 'ব্লাইন্ড ডেটে' সঙ্গিনীকে নিয়ে পাবে যাওয়ার কথা ভাবলে সাধু সাবধান।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : 'কত কি যে সয়ে যেতে হয়, ভালোবাসা হলে...' অখিলবন্ধু ঘোষের গাওয়া গানটিতে হয়তো অপেক্ষা, বিরহ, হারিয়ে ফেলার ভয় ইত্যাদি সহ্য করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মন দিয়ে অজান্তে প্রতারণার ফাঁদেও যে পড়তে হয়, তার হাতেগরম কিছু উদাহরণ রয়েছে আমাদের শহর শিলিগুড়িতে। 'ব্লাইন্ড ডেটে' সঙ্গিনীকে নিয়ে পাবে যাওয়ার কথা ভাবলে সাধু সাবধান। সঙ্গিনী আর পাব কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে খসতে পারে হাজার হাজার টাকা।

কীভাবে?

একটি গল্প বলি আসুন। লেখাপড়ার চাপে এতদিন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে ছিল সাগ্নিক। উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোতেই বাবার থেকে স্মার্টফোন আদায় করে দু'তিনটে সমাজমাধ্যমে একসঙ্গে অ্যাকাউন্ট খুলেছে সে। তারপর বন্ধুত্বের অনুরোধ, টানাটানা চোখ দেখে পিছলে পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। উলটোদিক থেকেও আশকারা মিলছে পুরোদস্তুর। কিন্তু যার সঙ্গে দিনরাত কথা হচ্ছে, তাকে একটিবার দু'চোখ ভরে তো দেখতে হয়।

ঠিক হল তারিখ। সাগ্নিক প্রধাননগরে নতুন ক্যাফের কথা বলেছিল, তরুণী সটান না করে দেয়। সে-ই ঠিকানা দিয়েছিল সেবক রোডের পাবটির। অবশেষে এল সেই দিন। টেবিলে বসে দূর থেকে লাল ওয়ানপিসে তাকে দেখামাত্রই কিউপিডের তির বিঁধল হৃদযন্ত্রে। গুনগুনিয়ে উঠল সে, 'নাম ছিল তার গুলবাহার, দেখতে ভারী চমৎকার...'

কিন্তু বেচারা এতদিন ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি। একের পর এক দামি খাবার, পানীয় আসতে শুরু করল টেবিলে। সাগ্নিক প্রথমদিকে পাত্তা দেয়নি। হুঁশ ফিরল যখন, ততক্ষণে সাড়ে সর্বনাশ। বিল দেখে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়।

শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকজন তরুণ এমন ফাঁদে পা দিয়েছেন। পাবে বসে একের পর এক দামি মদের 'পেগ' অর্ডার দিচ্ছেন তরুণীরা। রীতিমতো একটি চক্র বানিয়ে লোক ঠকানোর কারবার চলছে। অভিযোগ, পানীয়ের সঠিক দাম বলা হচ্ছে না। বিলে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে পাব কর্তৃপক্ষের থেকে লাভের অংশ নিচ্ছেন তরুণীরা। অন্য বড় শহরে এধরনের ঘটনা ঘটেছে আগে। শিলিগুড়ি অবশ্য খুব একটা পরিচিত নয় বিষয়টির সঙ্গে।

চলতি সপ্তাহে শান্তিনগরের বাসিন্দা পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এক তরুণ ব্লাইন্ড ডেটে গিয়ে ২০ হাজার টাকার বিল মেটাতে বাধ্য হয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নানারকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে সপ্তাহটি কাটবে। বিদ্যায় আশানুরূপ সাফল্য মিলবে না। হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। সামান্য কথা নিয়ে পারিবারিক অশান্তি। সপ্তাহের শেষদিকে ভালো খবর পেতে পারেন।

বৃষ : বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। রাজনীতিক, সমাজসেবীগণ জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে বাড়তি বিনিয়োগে যাবেন না। সপ্তাহটিতে শরীর নিয়ে নানা সমস্যা চলতে পারে।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে অকারণ বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। মানসিক চাপ কমাতে ঈশ্বরের আরাধনায় মনঃসংযোগ করুন। আপনার কোনও নিকটাত্মীয় সংসার ভাঙানোর খেলায় পরাস্ত হবেন। বিদ্যার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবেন।

কর্কট : কোনও বিদেশি বন্ধুর সহায়তায় ভালো চাকরি পেতে পারেন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর পরামর্শে বিকল্প আয়ের পরিকল্পনা সফল হবে।

সিংহ : আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। ভবিষ্যৎ নিয়ে মানসিক চিন্তা সরিয়ে ফেলুন। সপ্তাহের শেষদিকে দারুণ খবর পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিনরাজ্যে যাওয়ার বাধা কাটবে।

কন্যা : এ সপ্তাহে পথেঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে লাভবান হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে সপ্তাহজুড়ে চিন্তা থাকবে।

তুলা : দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ হবে। পারিবারিক কোনও ঘটনার জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। পেট বা সর্দিকাশিতে সামান্য সমস্যা হতে পারে। সৃজনশীল কোনও কাজে সম্মানিত হবেন।

বৃশ্চিক : শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরোনো মামলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিল্পী প্রমুখের কর্মে প্রসার এবং সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। একাধিক সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও ব্যয় বাড়বে।

ধনু : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। অসংযমী কথাবার্তার জন্য পরিবারে আপনার গুরুত্ব কমবে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুলের জন্য সমালোচিত হতে পারেন। বাড়ির কোনও পুরোনো জিনিস হারিয়ে যেতে পারে।

মকর : অপ্রিয় সত্যি বলতে গিয়ে সংসারে অপদস্থ হতে পারেন। ধৈর্য ও বুদ্ধির বলে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। জমি কেনার আগে কাগজপত্র যাচাই করে নিন।

কুম্ভ : সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক খরচ বাড়বে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। জনহিতকর কোনও কাজে অংশ নিয়ে মনে শান্তি পাবেন। লটারিতে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

মীন : আপনার শ্রম, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সপ্তাহটি খুব আনন্দে কাটবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও পারিবারিক বিবাদ মিটে যেতে পারে। পরিবারপরিজন নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন।

পুজোর আগে সাজছে হোমস্টেগুলি

পর্যটকের অপেক্ষায় ডুয়ার্সের গ্রাম

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ অগাস্ট : পুজোর আগে পর্যটক টানার লক্ষ্যে সেজে উঠছে ভুটান সীমান্ত লাগোয়া কুমারগ্রাম ব্লকের ময়নাবাড়ি এলাকার হোমস্টেগুলি। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে রয়েছে পাহাড়, নদী। হরিণ, হাতি, ময়ূরের মতো হরেক রকম পাখি আর রংবেরঙের প্রজাপতির হাতছানি। এসব কিছু খুব কাছ থেকে দেখার জন্য ময়নাবাড়িতে রাত্রিযাপনের সুযোগ করে দিতে চান এই হোমস্টের মালিকরা। পুরোপুরি বাড়ির পরিবেশে রাত্রিযাপন করে প্রকৃতিকে উপভোগ করার সবরকম ব্যবস্থা রয়েছে।

ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প পূর্ব বিভাগের জঙ্গলঘেরা ময়নাবাড়ি, কাঞ্জালিবস্তির দুর্গা রাউথ ছেত্রী, বিন্দা ছেত্রীর মতো মহিলারা গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে শুরু করেছেন হোমস্টে ট্যুরিজম। সারা বছর এই হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকছে। তবে পুজোর সময় কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ছাড়াও ভিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে ডুয়ার্সে। ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ময়নাবাড়ির পরিবারগুলি হোমস্টে করে সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে। দুর্গা রাউথ ছেত্রী জানালেন, সামান্য কয়েক বিঘা জমি ছিল তাঁদের। তবে একসময় হাতির হানায় চাষবাস করে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। স্বামী রাজকুমার ছেত্রী ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। রাজকুমার সেই কাজ ছেড়ে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী মিলে হোমস্টের ব্যবসা শুরু করেন। এখন এই হোমস্টে দিয়েই সংসার চলে তাঁদের। পুজোর আগে সেজে উঠছে তাঁদের হোমস্টে।

ময়নাবাড়িতে এখন আটটি হোমস্টে রয়েছে। কাছেই ভুটানঘাট, জয়ন্তী, ফাঁসখাওয়ার মতো অপরূপ সৌন্দর্য-মাখা পর্যটনকেন্দ্র। আরেক হোমস্টের মালিক বিন্দা বলেন, 'পুজোর সময় ভিড় বাড়ে চোখে পড়ার মতো। সেবিষয়টি মাথায় রেখে হোমস্টেকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পর্যটকরা বেড়াতে এসে নির্বিঘ্নে থাকা-খাওয়া করার পাশাপাশি প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারবেন।'

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২ ভাদ্র, ২৪ অগাস্ট, ২০২৫, ৭ ভাদ, সংবৎ ১ ভাদ্রপদ সুদি, ২৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।১। রবিবার, প্রতিপদ দিবা ১১।২৩। পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।৪৫। শিবযোগ দিবা ২।১৯। ববকরণ দিবা ১১।২৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৩৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২।৪৫ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১১।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।৪৫ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১১।২৩ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ১০।৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ১।৫ গতে ২।২৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৫ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।৪৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৫ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

ব্যবস্থা রেলের

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ট্রেনের কোচ উন্নত করার পাশাপাশি অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা চালু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ১ হাজার ২২৩টি অত্যাধুনিক এলএইচবি বা লিংক হফম্যান বুশ কোচের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার ভেতর ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম বসানো হয়েছে। এরোসলভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বসানো হয়েছে। অন্যদিকে ৯৫৬টি এলএইচবি এসি কোচেও এরোসলভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বসানো হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাংসদের গাড়ি

দিল্লি থেকে ফেরার পথে বিপত্তি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সড়কপথে দিল্লি থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনার শিকার হল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্রনাথ রায়ের গাড়ি। শনিবার কাকভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে ধাক্কা মারলে একটি মাছ বিক্রির ঠ্যালাগাড়ি সহ মোট তিনটি দোকানের ক্ষতি করে দুমড়ে যায় সাংসদের ব্যক্তিগত গাড়িটি। যদিও দুর্ঘটনার সময় নগেন্দ্রনাথ নিজে গাড়িতে ছিলেন না। দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও অল্পের জন্য রক্ষা পান বছর সত্তরের নিরঞ্জন দত্ত। ঘটনার সময় ধূপগুড়ি কলেজ মোড়ের কাছে একটি মুদির দোকানে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নিরঞ্জন বলেন, 'দোকানের ভেতর চৌকির ওপর শুয়েছিলাম। গাড়ির ধাক্কায় তা প্রায় উলটে যায়। চোট পেলেও কীভাবে প্রাণে বেঁচে গেলাম, বুঝিনি। কোনওমতে বেরিয়ে এসে টের পাই, গাড়িটি দোকানের ভেতর ঢুকে গিয়েছে।'

'নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে' ফেলাই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে চালকের দাবি। ঘটনার সময় গাড়িতে চালক ছাড়াও ছিলেন নারায়ণ বর্মন নামে এক তরুণ এবং নিজেকে 'সাংসদের আপ্তসহায়ক' পরিচয় দেওয়া অনন্তপন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদিকা নমিতা বর্মন। বাদল অধিবেশন চলাকালীন দিল্লিতে থাকার পর শুক্রবার ভোরে তাঁরা গাড়ি নিয়ে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ মোড়ে পৌঁছোয় ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড ও থানার পুলিশ। ক্রেন দিয়ে টেনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থানায় নিয়ে আসা হয়। ধূপগুড়ি থানার তরফে জানানো হয়েছে, গাড়িটির বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলা রুজু হয়েছে।

ধূপগুড়ির কলেজ মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাংসদ নগেন রায়ের গাড়ি।

> চোট পেলেও কীভাবে প্রাণে বেঁচে গেলাম, বুঝিনি। কোনওমতে বেরিয়ে এসে টের পাই, গাড়িটি দোকানের ভেতর ঢুকে গিয়েছে।
>
> **নিরঞ্জন দত্ত**
> *ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার*

ক্ষতিগ্রস্ত তিন দোকান মালিক মোট ৩২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দিনভর কয়েক দফায় আলোচনায় কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন তাঁরা। যদিও তা নিতে চাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিক নিরঞ্জনের ছেলে উত্তম দত্ত বলেন, 'থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে ওঁরা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। মাছের খাটিয়া এবং দুই দোকানের মেরামতি মিলে ন্যূনতম খরচ হিসেবে আমরা একটি প্রস্তাব দিই। ওঁরা চরম দরাদরি শুরু করেন। বিষয়টি অপমানজনক মনে হয়েছে।'

শেষপর্যন্ত শনিবার দিনভর ধূপগুড়ি থানায় থাকে একাধিক বড় ব্যাগবোঝাই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। ব্যাগ নিয়ে নানা জল্পনা ছড়ালেও সেগুলোয় পোশাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী রয়েছে বলে খবর। ক্ষতিগ্রস্ত তিন দোকানির তরফে রবিবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হতে পারে বলে আভাস মিলেছে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-4", শিলিগুড়িতে রেলে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ কঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/117846)

■ কায়স্থ, 27+/5'-0", B.Tech. (IT) পাশ, একমাত্র সন্তান, পিতা-অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী (৩০-৩২ মধ্যে) সুপাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/ময়নাগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন-9002865739, 7478568128. (C/117848)

■ পাত্রী দুই বোন, SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/117503)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 26+, একমাত্র কন্যা, সরকারি কলেজে গেস্ট লেকচারার, উপযুক্ত সরকারি পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 8972838426. (C/117851)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/117059)

■ বৈশ্য সাহা, 33/5'-2", সুশ্রী, ফর্সা, W.B.Govt.-এ চাকুরে, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, যোগ্য সরকারি চাকুরে বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। অভিভাবক কথা বলবেন। (M) 9339693371. (U/D)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5', M.A., B.Ed., বেসরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত, শ্যামবর্ণা। সরকারি চাকরি (উত্তরবঙ্গ), ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 7076008834. (C/117865)

■ পাত্রী রাজবংশী, বয়স ২৭, উচ্চতা ৫'-২", বিএ, এলএলবি, প্র্যাকটিসিং আইনজীবী। ফালাকাটা/আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ : ৯৭৩৪০৩০৫৪৬. (K)

■ Age 35, বিধবা, নিঃসন্তান, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6289645809. (K)

■ বয়স 54, বিধবা, ব্যাংকে কর্মরত, পিতা-মাতা মৃত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, দেবারি, ৩১/৫'-৩", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বিবিএ স্কুলে চাকরিরতা, একমাত্র সন্তান, পিতা Retd. ব্যাংক অফিসার, শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব ৩৭, উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9830119717. (C/117883)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/117921)

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা (2010), জলপাইগুড়ি সদরে কর্মরতা, 35/5'-3", সুশ্রী, কায়স্থ, M.A., B.Ed., উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 9475895979. (C/117447)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ২৯, ঘরোয়া, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/117921)

পাত্র চাই

■ বয়স 28, উচ্চতা 5'-3", রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ জন্ম ১৯৯৭, সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ ৩৫, বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117921)

■ Devorce, 32/5'-4", M.Sc., সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/117921)

■ 34+/5'-3", শিক্ষিতা, অবিবাহিত, ভদ্র ফ্যামিলি, পাত্রীর জন্য অবিবাহিত/Divorce পাত্র কাম্য। 9635026555. (C/117921)

■ কায়স্থ, 26+/5'-2", M.Sc., সরকারি উচ্চপদে কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/117921)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, MBA পাশ। বর্তমানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/117921)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪ বছর বয়সি, M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Tech., MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ জন্ম সাল ১৯৯৫, শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। এইরূপ প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/117921)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., সরকারি স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/117921)

■ দেবনাথ, 22/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, দেবগণ, ভালো পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734488572. (C/117921)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A., B.Ed., ভদ্র ফ্যামিলির পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/117921)

■ 26/5'-3", LLB, কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভদ্র ফ্যামিলির যোগ্য পাত্র চাই। 8653243203. (C/117921)

■ EB, 25/5'-3", Convent B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9836935367. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, পূঃ বঃ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালে ম্যানেজার, পাত্রের জন্য ৩৪-র মধ্যে শিক্ষিত পাত্রী চাই। 8170028064. (C/117842)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, NF Rail, NJP সিনিয়ার ক্লার্ক, 31/5'-3", গুহ কায়স্থর জন্য অনূর্ধ্ব 26-এর সুপাত্রী কাম্য। 6296449813. (C/117812)

■ Dr. Vikash Vaid, 45/5'-5", Palampur HP BP Siliguri, 1.5 Lac. No Caste. 7908738992. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, H.S. পাশ, বৈশ্য সাহা, Job undertaking of G.V., পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। অন্য বর্ণ চলবে। (M) 8101980562, 8250456552. (C/117845)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ওষুধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/117357)

■ EB ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, ৩৯/৫'-8", বালুরঘাট নিজস্ব বাড়ি, M.A., B.Ed., পেশা-বিজনেস (MCX Govt. of India), ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ পাত্রী চাই, পিতা রিটায়ার্ড হাইস্কুল টিচার। ফোন- ৯৫৬৩৩৪১৪০০, (ঘটক নিষ্প্রয়োজন)। (C/117858)

পাত্রী চাই

■ মালদা গাজল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 34/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, 5'-3", পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/117860)

■ কায়স্থ, 32+/5'-10", B.Tech., Hydrabad MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9933966545. (U/D)

■ কায়স্থ, 38/5'-6", B.E. (Civil), সঃ চাঃ (অবিবাহিত বোন আছে), পাত্রের উচ্চশিক্ষিতা, অদেবারি, প্রকৃত ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। শীঘ্র বিবাহ। মালদা। 9609919160, 8918723719. (C/117861)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 48-এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ বয়স 52, বিপত্নীক, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, নিঃসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি, 28+/5'-8", সুদর্শন, M.Sc., সরকারি পদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9874802904. (K)

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 39/5'-11", সুদর্শন, 40,000/- PM, 18-34, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8902552680. (C/117888)

■ Age 38+, অফিসার-সরকারি Bank, Brahmin, Fair, Divorce, issueless পাত্রের জন্য fair, upto 32 yr., 5 ft. 4 inch., Brahmin/Kayastha, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 8900048021. (K)

■ দত্ত, 30, B.Tech., 5'-8", ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে জব করে। এই পাত্রের উঃ বঃ/অসমের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/117876)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, বিটেক (NIT), 5'-7"/30, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন পাত্রের জন্য উপযুক্ত, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 9476138940. (C/117878)

পাত্রী চাই

■ ডাঃ সাহা, BDS, MDS, 32/5'-6", পিতা ডাঃ সাহা, একমাত্র ছেলের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। (M) 6291238826. (C/117165)

■ বণিক, ২৮/৫'-8", কলকাতা TCS-এ কর্মরত, ২৫-এর মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434490654.

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত, 29 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M.-10 P.M.). (C/117064)

■ কায়স্থ, 30/5'-2", MBA, শিলিগুড়ি নিবাসী। গুরুগ্রাম-হরিয়ানা MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M/W : 9434350447. (C/117922)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্র কুলীন কায়স্থ, H.S. পাশ, নিজস্ব ব্যবসা আছে। নিরামিষাশী। মা-বাবা আছেন। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8900534619. (C/117889)

■ কোচবিহার নিবাসী, কাশ্যপ গোত্র, 31/5'-7", B.Tech., SBI Bank Manager, নিজ বাড়ি। পাত্রের জন্য কোচবিহার, Alipur এবং জলপাইগুড়ি সংলগ্ন উপযুক্ত সরকারি কর্মরত পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। M.No. 9735909356.

■ দিল্লি নিবাসী, ৩১/৫'-৬", কায়স্থ, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার (M.Tech./MBA) নিরামিষভোজী পাত্রের জন্য কায়স্থ, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী (বয়স ২৭-৩০) কাম্য। Ph : 7797680460. (C/117166)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, দেবগণ, 31y/5'-6", M.Tech., GHY IIT, বরোদা গুজরাটে কর্মরত, Astt. Mgr.-Design পদে Sheron Engg Ltd.-এ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9893611319. (C/117167)

■ Gene. 43/5'-10", MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, Divorce পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., Cent. Govt. Officer, ভদ্র পরিবারের সুপাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। 9432076030. (C/117921)

■ পাল, 31/5'-9", M.Tech. IIT, কেন্দ্রীয় সরকারি ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9733066658. (C/117921)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনে ডিভোর্সি, ইস্যুহীন। ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা, B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/117918)

■ পাত্র ময়নাগুড়ি নিবাসী, বারই, বয়স 42/5'-3", MBA, রাজ্য সরকারের কর্মরত, পিতা-মাতাহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুন্দরী, পাত্রী কাম্য, সরকারি বা বেসরকারি কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9933775011. (C/117444)

■ কায়স্থ, 41/5'-7", সরকারি চাকরি, ইঞ্জিনিয়ার, বিপত্নীক, 11 বছরের ছেলে আছে। সন্তানহীন 35 বছরের ডিভোর্সি/বিধবা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7679223151. (C/117441)

■ বয়স ৪৫, বিজ্ঞানের স্নাতক, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, নিজ ব্যবসা, নেশামুক্ত, সুচরিত্র পাত্রের জন্য ৩০+ বয়সি, স্নাতক, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9434337622. (D/S)

■ সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩৮, স্টেট গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ জন্ম ১৯৯০, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এর ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ জন্ম ১৯৮২, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, M.Sc., Ph.D., স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, B.Tech, MBA পাশ। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা হাইস্কুল টিচার। এইরূপ পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/117921)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৮, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/117921)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৩, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ বয়স ৩৪, জলপাইগুড়ি-এর বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার পদে কর্মরত (RFO) পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কোনও দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/117921)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ২৯, MBA, উত্তরবঙ্গ নিবাসী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/117921)

■ ব্রাহ্মণ, 49/5'-8", M.Tech., Ph.D., সরাসরি WB Govt.-এর নিজস্ব স্থায়ী রেগুলার পেনশনযোগ্য চাকরি, সিনিয়ার পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক, Gr-A গেজেটেড অফিসার র‍্যাঙ্ক 7th পে-স্কেল, WBHS, কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র সন্তান, নামমাত্র বিবাহে আইনত দায়হীনভাবে ডিভোর্সি ও নিঃসন্তান (পাত্রীর মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে একদমই সংসার হয়নি)। কেবলমাত্র 38 অনূর্ধ্বা ও সম্পূর্ণরূপে ঘরোয়া, স্নাতক, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, নিঃসন্তান পাত্রীই শুধুমাত্র বিবেচ্য। সরাসরি পাত্রপক্ষের সহিত সত্বর যোগাযোগ : M, W/App : 9330595758, 7003202340, 9002434107 (8 P.M. - 10 P.M.). (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/117921)

■ পূঃ বঃ বারুজীবী, 35/5'-4", এমবিএ, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, নামমাত্র ডিভোর্সি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। উঃ বঃ অগ্রগণ্য। মোঃ নং-9474591756, 9832394342. (C/117921)

■ হিন্দু বাঙালি, ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8101254275. (C/117921)

ঘটক চাই

■ শঙ্কর চ্যাটার্জী (ফাটাকেষ্ট) শিব ঘটক, (১০০০ টাকা ফিস), জলেশ্বরী বাজার, শিলিগুড়ি। Ph.No. 9800584841. (M/G)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/117902)

ALLEN

Be Recognized
Be Rewarded*
Be a TALLENTEX Star

ALLEN's TALENT ENCOURAGEMENT EXAM
FOR CLASS 5th TO 10th STUDENTS

EXAM DATE
12 OCTOBER 2025

Scholarships worth*
₹ 250 CRORE

Cash Prizes*
₹ 2.5 CRORE

Recognized
NATIONAL RANK

*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.

Start your journey
www.tallentex.com
0744-3510202, 0744-2750202

SCAN TO REGISTER

Champions Start their Success Journey with TALLENTEX

Rajit Gupta
TALLENTEX 2022
AIR 27
JEE (ADV.) 2025
AIR 1

Saksham Jindal
TALLENTEX 2023
AIR 19
JEE (ADV.) 2025
AIR 2

Keshav Mittal
TALLENTEX 2023
AIR 226
NEET (UG) 2025
AIR 7

ALLEN SILIGURI
95137-84242
allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA
0744-3556677
allen.ac.in

ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned here were enrolled on full-time paid courses.

দুই দেশেরই ভোটার

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের ভোটার তালিকায় নাম এক ব্যক্তির! এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের একটি পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে। শনিবার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে দু'দেশের নাগরিক পরিচয়পত্রের ছবি পোস্ট করেন সুকান্ত। সেই পোস্টেই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

এদিনের পোস্টে সুকান্ত লেখেন, 'বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ বিধানসভার ১০১ নম্বর বুথের ভোটার রাজ্জাক সরকার কি একই ব্যক্তি?' এই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কার্যকর হওয়া নিয়েও জোর সওয়াল করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকার জন্য এই শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি।'

শুক্রবার রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সেই সফরের পরদিনই নিজের নির্বাচনি এলাকায় অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি। এদিকে, বিষয়টি সামনে আসতেই কুমারগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী সমজিয়া পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া গ্রামে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সুকান্তর অভিযোগ অনুযায়ী, সমজিয়ার বাসিন্দা রাজ্জাক সরকারের বাংলাদেশের ফুলবাড়ি থানার পশ্চিম কাঁটাবাড়ি এলাকায় একটি বাড়ি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর নামে বৈধ বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) থাকারও দাবি করেছেন তিনি। যদিও যে দুটি পরিচয়পত্রের ছবি একই ব্যক্তির বলে দাবি করা হচ্ছে সেই দুটি একই ব্যক্তির কি না তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্য নীলিমা ভুঁইমালির মতে, 'দুটি পরিচয়পত্রে যে ছবি রয়েছে তা এক ব্যক্তির নয়।'

সুকান্তর পোস্ট

রাজ্জাক সরকারের ছেলে রাব্বি সরকারের বক্তব্য, 'আমাদের কাগজপত্র একবার পুলিশ, প্রশাসন যাচাই করেছে। আমাদের কারও নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নেই। পারিবারিক গণ্ডগোলকে হাতিয়ার করে কেউ মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে।' তাঁর আরও দাবি, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা সমজিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ধনো রায় জানিয়েছেন, এর আগে একবার তদন্ত হয়েছিল। তবে তখন কিছু মেলেনি। বিএসএফ জানিয়েছে, কয়েকমাস আগে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ উঠেছিল। পরে কাগজপত্র যাচাই করে ছেড়ে দেওয়া হয়। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'একবার অভিযোগ এসেছিল। তখন সমস্ত কাগজপত্র দেখে প্রশাসন সন্তুষ্ট হয়। তবে পরে যদি প্রমাণিত হয়, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' রাজ্জাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ডাম্পার চলাচল বন্ধ রাখার দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের

গজলডোবায় আপাতত শুধু ছোট গাড়ি

অনুপ সাহা

জলপাইগুড়ি ও ওদলাবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : জরুরি সংস্কার চলছে তিস্তা ব্যারেজ সেতুর। অগাস্ট শেষ হওয়ার আগেই সেতু খোলা হতে পারে বলে জেলা শাসক সম্প্রতি জানিয়েছেন। সেতুর ওপর দিয়ে ছোট যানবাহন চলাচলের অনুমতি আগামী সপ্তাহের যে কোনও দিন দেওয়া হতে পারে। সেতু খুলে দেওয়ার কথা জেলা শাসক বললেও ডাম্পার নিয়ে কোনও মন্তব্য তিনি করেননি। তবে সাধারণ মানুষ চাইছেন ডাম্পার চলাচল বন্ধ থাকুক।

শুক্রবার পুনরায় বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক শামা পারভিন বললেন, 'গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ সেতু এ মাসে খুলে দেওয়া হবে। টেকনিকাল কমিটির রিপোর্ট এলে কবে খুলবে, তা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি গেটবাজারের ব্রিজকিষান সিং এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত ক্রান্তি যাতায়াত করেন। তিনি বললেন, 'একবার সেতু সংস্কারের জন্য ১২০-১২৫ দিন ভুগতে হচ্ছে। ভারী ডাম্পার চলার পর পুনরায় সেতুর ক্ষতি হলে তখন যে কতদিন ভুগতে হবে কে জানে? তার চেয়ে ডাম্পার এই মুহূর্তে বিকল্প যে পথে চলছে, সেই পথে চলুক। গুরুত্বপূর্ণ তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে হালকা যানবাহন চলাচল করাই ভালো।'

সেচ দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, আপাতত শুধুমাত্র চার চাকার ছোট গাড়ি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যারেজ সেতুর ওপর দিয়ে চলতে দেওয়া হবে। লোডেড ডাম্পার বা অন্য ভারী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সবদিক বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবে জেলা প্রশাসন। এতেই আশঙ্কার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে ডাম্পার মালিকদের মধ্যে। তবে এই রাস্তার নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ছোট গাড়ির চালক সকলেই জানিয়েছেন, সেতুর ভারবহন ক্ষমতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা। চলতি বছর এপ্রিলের ২৭ তারিখ থেকে সেতুর ওপর দিয়ে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়। যদিও সেতুর ওপর দিয়ে ভারী ডাম্পার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল গতবছর পুজোর আগে থেকে। এদিকে নির্ধারিত ১৪০ দিন সময়সীমার আগেই সেতু সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ায় স্বস্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা।

তিস্তা ব্যারেজের ওপর ডাম্পারের সারি। - ফাইল ছবি

যদিও ওদলাবাড়ি টিপার মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রবণকুমার গুপ্তার কথায়, 'গত প্রায় এক বছর ধরে ব্যারেজ সেতু পেরিয়ে বালি, পাথরের ডাম্পার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার ফলে অনেকটা ঘুরপথে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে।' গজলডোবা ডাম্পার মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, সেতু খুলে দেওয়ার সময় গজলডোবা, ওদলাবাড়ির প্রায় পাঁচ শতাধিক ডাম্পার মালিকের দুর্দশার কথাও বিবেচনায় রাখুক প্রশাসন।'

সংস্কার শেষে তিস্তা ব্যারেজ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর এবিষয়ে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন, তিস্তা ব্যারেজের সেই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার মুখে কুলুপ এঁটেছেন। জেলা প্রশাসনের তরফেও এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

> একবার সেতু সংস্কারের জন্য ১২০-১২৫ দিন ভুগতে হচ্ছে। ভারী ডাম্পার চলার পর পুনরায় সেতুর ক্ষতি হলে তখন যে কতদিন ভুগতে হবে কে জানে?
>
> **ব্রিজকিষান সিং**
> স্থানীয় বাসিন্দা

আক্রান্ত মহিলা

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : কুমারগঞ্জের বিএলএলআরও অফিসে শুক্রবার জমির রেকর্ড করাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বটুনের তহমিনা মণ্ডল। শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

QUOTATION

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation:
1) Quotation no: 55/2025-26 Memo: 2075/M Date: 22/08/2025
Last date of bidding dated: 29/08/2025 at 3.00 P.M. Details of which are available in the official notice board.

Sd/- Executive Officer, Jalpaiguri Municipality

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No-Din-I P.S./06/25-26, dated-18.08.2025 & NIT No.-Din-I P.S. /07/25-26, dated-22.08.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme under PMJVK & BEUP fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 30.08.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

নগদ রাশি এবং সরঞ্জামের সংগ্রহ

টেন্ডার নং. ক্যাশ-পিকআপ-০৩-এমএলজি-এনএফআর-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ০৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ৪০০ (চারশো) টি স্টেশন/স্থানে নগদ ধন এবং সরঞ্জামের সংগ্রহ। টেন্ডার রাশিঃ ২৩,৮২,৯৯,৬০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৩,৪১,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/পিএম এণ্ড পিএস, গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 07/SOIL/NMEO/2025-26 dated 18/08/2025
(https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/at par/above) in Two Cover System (E-procurement) for different soil conservation works in Two Cover System (E-procurement) as Site Specific Activities of Soil and **Water Conservation** under **NMEO**- Oilseeds on watershed basis of Coochbehar District from resourceful & bonafide agencies. Last date of application for Online tender is 26/08/2025 14:00 Hrs. For Details, please visit the site or Office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION
NIT No. 01/JFCD/2025-26 dt. 22.08.2025

Work Details	Estimated Amount	Remarks
Repair and Maintenance of Murti (Banani) old building by painting, varnishing, repair of door and window, plumbing works etc. under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	Rs. 12,46,312.00 (Including all Taxes)	Bidding Starting date- 23.08.2025 (01:00 pm) Bidding Closing date- 06.09.2025 (05:00 pm)

For all details and online submission visit- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager, Jalpaiguri Forest Corporation Division, Jalpaiguri
Dated, Jalpaiguri 23rd August, 2025

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
ধূমকেতু
শ্রেঃ দেব, শুভশ্রী
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
A.C. / Dolby Digital

আজ টিভিতে

সোনার যাত্রা বিকেল ৩.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.৩০ মহাগুরু, রাত ৮.০০ আই লভ ইউ, ১১.০০ বিবাহ অভিযান

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ ককপিট, দুপুর ১.৪৫ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.৩০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.৩০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৩০ হিরোগিরি

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ১২.০০ প্রধান, রাত ৯.০০ বহুরূপী, ১২.৩০ বস-টু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : দুপুর ৩.০৫ অনুরোধ

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ গীতাঞ্জলি-টু, বিকেল ৩.০০ বিশাল ইন লাঠিচার্জ, ৫.০০ যোদ্ধা, রাত ৮.০০ বাড়ি, ১০.৩০ সত্যভামা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫২ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.২০ আরআরআর, সন্ধে ৬.৫৫ পুষ্পা-টু-দ্য রুল, রাত ১১.৩০ আচার্য

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ কেদারনাথ, দুপুর ১.৪৫ বিবাহ, বিকেল ৪.৫৬ তেরে নাম, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ আইপিসি ৩৭৬

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.১০ ডাঙ্কি, বিকেল ৩.৫৫ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, ৫.৫৭ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ আলিগড়

মুভিজ নাউ : বিকেল ৩.২১ রাশ আওয়ার, ৫.০১ পিরানহা-থ্রি ডিডি, রাত ৮.৪৫ ব্লু বিটল, ১০.৫৫ রকি-ফোর

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার

বহুরূপী রাত ৯.০০
জি বাংলা সিনেমা

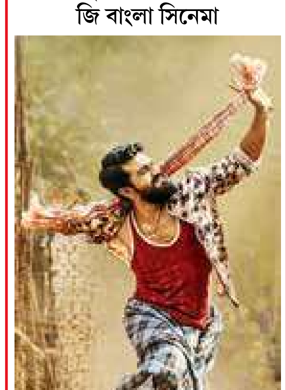

রঙ্গস্থলম রাত ৮.০০
গোল্ডমাইনস

পুষ্পা-টু-দ্য রুল সন্ধে ৬.৫৫ জি সিনেমা

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ। সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রাকৃতিগত দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৮৯,০৮,৬১৬ (টাকা ঊননব্বই লক্ষ আট হাজার ছয় শত ষোলো মাত্র) (১৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে ১। মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন মালিক- শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা)- ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ ব্যবসা করেন। ২। শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানাইয়ালাল খটিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)-এর পুত্র ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩ এ বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	২ কাঠা ১২ ছটাক অথবা ০.০৪৫ একর জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাক অংশে জুড়ে ভবন সমেত এটি মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, খতিয়ান নং- ৪৫২/২, প্লট নং- ৪২৭, জে.এল নং- ১১০, তৌজি- ৩ (জেএ), থানা- প্রধাননগর, এডিএসআর এবং মহকুমা- শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং- ৩, গুরুং বস্তি, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ অবস্থিত। মূল বিক্রয় দলিলটি, এডিএসআর-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত, শিলিগুড়ি, নিবন্ধিত বুক নং- I, সি.ডি ভলিউম নং- ৬২, পৃষ্ঠা ৬৭ থেকে ৭৬ পর্যন্ত, স্বত্ব নং I- ২১০১, ২০০৬ সালের জন্য, শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের স্বত্বাধিকরণে রয়েছে। জমিটির সীমানা (দলিল অনুসারে) : উত্তর - শ্রী প্রভু দয়াল আগরওয়ালের জমি। দক্ষিণ- হিমালয়ান ফ্রি চার্চের বিল্ডিং। পূর্ব- ১২ ফিট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা। পশ্চিম- ছত্র বাহাদুর সন্ন্যাসীর জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১,২০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি কুড়ি লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অ্যামাউন্ট	টাঃ ১২,০০,০০০/- (টাকা বারো লক্ষ মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১,০০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৫/০৯/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) এবং আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt Ltd.-এ পরিদর্শন করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com-এ পরিদর্শন করুন এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt Ltd.-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ২০.০৮.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট https://baanknet.com	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) অমরেন্দ্র কুমার ঝা, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৪০০৫১১৯৮০

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Tuition

■ সিগমাতে স্পোকেন ইংলিশ, ইংলিশ VI-XII, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কম্পিউটার, আর্ট বাংলা শেখানো হয়। 98323-41603. (C/117921)

ভাড়া

■ Rent/Lease @ Marwari Patty, Alipurduar. Bank/Office. M : 9641532132. (U/D)

■ 3 BHK flat for rent with Car parking near Khelaghar More, Siliguri. Arun Deep Apartment. Ground floor front side. Call : 94340-57616. (C/117926)

■ Lease/rent 700 sq.ft 1st floor terrace with shed Hakimpara, Siliguri. 94771-80684. (C/117850)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Manisha Lama, D/o Mahindar Lama গ্রাম- বাগবাড়ি, পো: ঝলঝলিয়া রেলওয়ে কলোনি থানা- ইংরেজ বাজার, জেলা মালদা পিন- 732102. গত 22/08/2025 তারিখে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ নোটারি পাবলিক হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manisha Lama (হিন্দু) থেকে Ayesha Biswas (মুসলিম) ধর্মে রূপান্তরিত হইলাম। বর্তমানে উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117892)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Kanchana Ghosh, স্বামী- Late Govind Kumar Ghosh, ঠিকানা - নেমারুজোত, লালমান, গোঁসাইপুর, বাগডোগরা, ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ কোর্ট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, এর Affidavit দ্বারা Kanchan Debi নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট তারিখ ১৯/০৮/২০২৫। অতএব Kanchana Ghosh এবং Kanchan Debi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117886)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)- কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C-117920)

আজ হলদিবাড়ী
২৫/২৬ ময়নাগুড়ি
২৭/২৮ ধূপগুড়ি
২৯/৩০ ফালাকাটা
৩০/০১ আলিপুরদুয়ার
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

কিডনি চাই

■ কিডনি প্রয়োজন, যে কোনও গ্রুপের। পরিচয়পত্র এবং অভিভাবক সহ যোগাযোগ - 9832028159. (C/117894)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ আপনার চোখের সামনে আপনার স্বপ্নের নতুন বাড়ি নির্মাণ ও Renovation করে থাকি। শিলিগুড়ি - 9733903555. (C/117917)

লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। M : 9775137242.(C/117921)

ডিস্ট্রিবিউটার

■ গুজরাট base ঔষধ কোঃ 300+ প্রোডাক্ট, সমগ্র পঃ বঃ জন্য এলাকাভিত্তিক PCD চায়। M : 9051396505. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে গ্যারাজ সহ Flat বিক্রয়, কেবলমাত্র ক্রেতা যোগাযোগ করবেন। M : 9477076830. (C/117922)

■ বেলাকোবা মেইন রোডে ১৯ ডেসিমাল জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৩৭৮৫৮০, ৯৮৩২৫০৯৪০২. (C/117919)

বিক্রয়

■ জমি বাড়ি বিক্রয়, শিলিগুড়ি, ঝংকার মোড়, জ্যোতিনগর ৩ কাঠা এবং ১.৫ কাঠার উপরে। M : No-9832532596 সত্বর যোগাযোগ করুন। (C/117879)

■ শিলিগুড়ি কর্পোরেশন - অপোজিট দোয়ারিকা রোকমণি প্লাজা-1st floor-570 S.Ft. দোকান বিক্রয়। 7908792654. (C/117886)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮½' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮½'। M : 9735851677. (C/117917)

■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেন রাস্তার উপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, সোলার লাইট সহ ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে, 93324-92359. (C/117894)

■ Siliguri Khudiram Pally, Wholesale Medicine Market, 210 sq.ft. Ground floor shop for sale. M : 94344-65060. (C/117920)

■ ২.৮ কাঠা জমির উপরে-G+2 বাড়ি ও দোকান সহ বিক্রয়। কলেজপাড়ায় কমার্সিয়াল এরিয়া। M : 9832378006. (C/117922)

বিক্রয়

■ আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্ট মোড়ে মেইন রোডের পাশে দোতলা দোকানঘর বিক্রয় হবে। সরাসরি ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। M : 8670928544. (C/117065)

■ জলপাইগুড়ি, রায়কতপাড়ায় চার কাঠা জমি সহ দ্বিতল বাড়ি বিক্রয় হইবে। M : 8918367926, 9734170951. (C117451)

■ বানারহাট আদর্শপল্লি ২ নং কলোনিতে। ২ কাঠা খালি জায়গা বিক্রি। যোগাযোগ M : 9434879550. (C/117920)

■ 230 sft Hill Cart Road Salami shop sale 82 Lakhs. Cont : 9647277731. (C/117922)

কর্মপ্রার্থী

■ গার্ড বা মালির কাজ করতে ইচ্ছুক লোকাল বা বাইরে। Ph. 9883050508. (C/117893)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির লেডিস পার্লারের জন্য সব কাজ জানা বিউটিসিয়ান চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন - 9749306120. (C/117922)

■ শিলিগুড়ি সেবক রোডে রেস্টুরেন্টে Chinese, নর্থ & সাউথ ইন্ডিয়ান রান্না জানা Cook চাই। M : 94343-76715/7908575016. (C/117922)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিতে B.A.M.S Doctor, Chemist, Marketing, Factory Workers চাই। যোগাযোগ - 7584051017. (C/117882)

■ হোটেলের জন্য Indian Cook চাই। মহিলা/পুরুষ, বেতন: 7K-15K, আলিপুদুয়ার-M: 9830111088. (C/117060)

■ ক্যানভাস-এ Acrylic Painting-এ দক্ষ আর্টিস্ট ও সেলসম্যান চাই। sonaimetals@gmail.com (C/117867)

■ Innova Crysta গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ Driver চাই। M - 9434059042.(C/117877)

■ Wanted Sales Officers for Cattle medicines, Bike and rural knowledge mustinfohip16@gmail.com 8279551525.(K)

■ রেস্টুরেন্টের জন্য বিরিয়ানি তন্দুর, চাইনিজ জানা অভিজ্ঞ Cook চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M - 7001447847.(M/M)

■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company, বিভিন্নপদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/117921)

■ Reputed CA firm requires a Computer Expert upto age 22, Salary-7000/- M : 8101233334. (C/117922)

কর্মখালি

■ কাউন্টার সেল ও মার্কেটিং এর জন্য কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা প্রয়োজন। বয়স 25 থেকে 35, বেতন : 8-20 K, কমপক্ষে 12 পাশ। যোগাযোগ :- 'মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং, এন.টি.এস মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/117921)

■ U&T Boutique -এর জন্য সেলাই কাজ জানা অভিজ্ঞ টেইলার চাই। জলপাইমোড়, শিলিগুড়ি। 9933634290. (C/117922)

■ One person urgently required with basic computer knowledge for ReeCab. Contact 7501813331, 9083838330.(C/117924)

Garden Manager and Assistant Manager Required

For an ESTABLISHED TEA ESTATE in Uttar Dinajpur region. Should have efficient knowledge of various field works, Labour Management & excellent pest management skills . Applicants having 15 to 20 years of experience and who have worked in estates of Upper Assam to be preferred . WhatsApp no.9474344444 (only whatsapp application will be accepted) .

কর্মখালি

■ All over North Bengal hiring Akasa Finance Ltd. E-Rickshaw EMI Collection. Teamleader Coochbehar, Alipurduar. WhatsApp- 8388951121. Mail - hr@akasafin.com (C/117923)

অফিস বয় চাই

■ শিলিগুড়িতে নামী অফিসে লোকাল ছেলে চাই। বেতন 15000/- to 17000/-, নিজস্ব টুহুইলার আবশ্যক। ইন্টারভিউ সোমবার 25/08/25 4P.M. to 6P.M., যোগাযোগঃ- প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস। 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (C/117921)

APPOINTMENT

Applications invited within 7 days for the post of Accountant for all the units of ASHWINI CHOUDHURY EDUCATIONAL TRUST, having knowledge in accounting software and basic computer with minimum 5 years of working experience including GST, PF, ESIC, PTAX, TDS, IT etc. Eligible shortlisted candidates to be called for interview. Send your resume at iilsappointment@gmail.com or WhatsApp – 62969 03459.

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোকে আটকানো দুঃসাহস ৩ বাঙালির

পুলকেশ ঘোষ

২৩ অগাস্ট : ছায়া ধরার অভিনব ব্যবসার কথা শুনিয়ে গিয়েছেন সুকুমার রায়। তাঁর 'ছায়াবাজি' কবিতায় রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া সবরকমের পুঁজির হদিস দিয়ে গিয়েছেন তিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আলোয় ভরা ভবনে প্রাণের মাঝে আলোর নাচের কথাও তুলে ধরেছেন। কিন্তু গতিতে যাকে হার মানানো দায়, সেই আলোকে বন্দি করার কথা এতদিন চিন্তার বাইরে ছিল। এর আগে বিজ্ঞানীরা তার গতি কমাতে সমর্থ হয়েছেন। এবার তাকে বন্দি করার দাবি করলেন কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী।

সম্প্রতি বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল 'দ্য জার্নাল অফ অপটিক্স'-এ এই সম্পর্কে ওই বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞানীদের দলে রয়েছেন রাজশাহি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অলোককুমার পাল এবং টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটির সহকারী গবেষক শাহরিয়ার মোস্তাফা। এই গবেষণা দলের নেতৃত্বে ছিলেন হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কিশলয় চক্রবর্তী।

কিশলয়বাবু উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'সূর্যের কিরণকে ধরা এক প্রাচীন কবিসুলভ আকাঙ্খার পূর্ণতা। কিন্তু আমরা ফোটনিক ক্রিস্টালের নিখুত গণিত এবং মেটামেটিরিয়ালের সুক্ষ্ম প্রকৌশল দিয়ে আলোর জন্য একটি ঘর তৈরি করেছি। আলো সেখানে প্রবেশ করলে তা শুধুমাত্র ধীর হয় না, সেখানে বন্দি হয়ে যায়। ফোটন নামক ক্ষুদ্র শক্তিকণা জন্ম থেকেই গতিময়। এক অবিশ্বাস্য গতিতে মানুষের একবার হৃদস্পন্দনের মধ্যে সে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে। তাই আলোকে থামিয়ে রাখার কথা বলা মানেই ছিল অসম্ভবের কথা বলা।

কিশলয়বাবুর দাবি, তাঁরা এমন এক পথ আবিষ্কার করেছেন যেখানে আলোকে রাজি করানো যায় থামার জন্য। খালি চোখে অদৃশ্য একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তাকে আটকে থাকতেও রাজি করানো যায়। তবে এই বাড়ি ইটপাথরের নয়, এমন একটি অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টাল প্যাটার্ন দিয়ে তৈরি যে ওই ক্রিস্টাল একটি সূচের অগ্রভাগের বেশ কয়েক বিলিয়ন থাকতে পারে। কিশলয়বাবু এই অদ্ভুত মানব নির্মিত গঠনগুলির তরঙ্গের পথকেই বদলে দিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম ভেঙে দেয়। এটি সৃষ্টি করে এমন প্রভাব যা এর আগে কোনও প্রাকৃতিক স্ফটিক কোনওদিন দেখায়নি। এটি সৃষ্টি করে ঋণাত্মক প্রতিসরণের অস্বাভাবিকতা। কাচ বা জলে প্রবেশ করলে আলো যেভাবে বাঁকে এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে বাঁক নেয় আলো। সেখান থেকেই আলোকে ভাঁজ করার ক্ষমতা তৈরি হয়। তা আর মুক্তভাবে দৌড়োয় না। বরং স্থির হয়ে ঘরে থাকে, ভেসে থাকে, ঝুলে থাকে। এটিকেই বলা হয় পজিশন চার্পিং।

কিশলয়বাবুর দাবি, সূর্যের কিরণকে এভাবে ধরতে পারায় তা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক কাজে আসবে। উন্নত ফাইবার অপটিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি ইন্টারনেটের গতি বাড়াতে সাহায্য করবে। ফোন ও টিভি স্ক্রিনকে আরও উজ্জ্বল করবে কম বিদ্যুৎ খরচে। এছাড়া সোলার প্যানেলকে আরও বেশি সূর্যালোক শোষণ করতে সক্ষম করবে, যাতে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়।

সুদীপ্তর বাড়িতে হঠাৎ সিবিআইয়ের তল্লাশি

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুর্নীতি কাণ্ডে ফের শুরু হল সিবিআই হানা। এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

শনিবার দুপুরে সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক শ্রীরামপুরের বিধায়কের বাড়ি সংলগ্ন প্রাইভেট নার্সিংহোমে তল্লাশি চালান। যদিও ওই মুহূর্তে বাড়িতে ছিলেন না সুদীপ্ত। সিবিআই সূত্রে খবর, তিনি ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হতে পারে।

আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন সুদীপ্ত। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর চেয়ারম্যান পদে সুদীপ্তকে সরিয়ে আনা হয়েছিল শান্তনু সেনকে। সেই সময় থেকেই সিবিআইয়ের নজর ছিল সুদীপ্তর ওপর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও অভিযোগ করেছিলেন, সুদীপ্ত সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নিজের নার্সিংহোমে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যান। এই বেআইনি কাজের কোনও হিসেব নেই। শুভেন্দু প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন, যে কেউ গিয়ে এই কাজের তথ্য যাচাই করতে পারে। তারপর গত সেপ্টেম্বরে সুদীপ্তর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। তখন সুদীপ্ত দাবি করেছিলেন, ১৯৮৪ সালে নিজের নার্সিংহোম তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর পালটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যে কেউ তাঁর নার্সিংহোমে এসে যাচাই করে দেখুক তিনি আদৌ বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত কি না।

এবার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের জেরে আবার কী তথ্য উঠে আসে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে চিকিৎসক মহল। যদিও তৃণমূল কোনও মন্তব্য করেনি।

Anuja Herbaceuticals Pvt. Ltd.
urgently required
TERRITORY EXECUTIVE
For
SILIGURI & MALDA HQ.
Salary-Negotiable.
Candidates must be experienced in Ayurvedic Field (Ethical).
Sent CV at
anujaherbaceuticals@gmail.com
or W'app: 8697020410

মদ্যপানে আপত্তি, মার শিক্ষককে

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : সাতসকালে বাড়ির সামনে বসে মদ্যপান করছিলেন একদল তরুণ-তরুণী। তাঁদের সেখানে দেখে প্রতিবাদ করে ওঠেন পেশায় আঁকার শিক্ষক নিরুপম পাল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয় ওই মদ্যপের দল। বেধড়ক মারধর শুরু করেন নিরুপমকে। শনিবার বেলঘরিয়ার নন্দননগর এলাকার এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। বহিরাগতদের দাদাগিরির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। ঘটনায় এলাকার কাউন্সিলার তপন আচার্যের দাবি, এর আগেও এলাকায় কিছু তরুণ-তরুণী রাস্তার ওপরে প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন। তপনের হস্তক্ষেপেই তাঁদের এলাকাছাড়া করা হয়। অবশ্য স্থানীয় সিপিএম ও বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, শাসকদলের প্রশ্রয়ে এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম ক্রমশ বাড়ছে।

আক্রান্ত নিরুপমের অভিযোগ,

রাস্তায় মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় মারধর করা হচ্ছে শিক্ষককে।

অভিযোগ দায়ের হয় ওই ৫ জন তরুণ-তরুণীর বিরুদ্ধে। নিরুপমের দাবি, অভিযুক্তরা তাঁকে মেরে নাক-মুখ ফাটিয়ে দেয়। আঘাত করা হয় চোখে ও বুকে। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তদের। তবে ওই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

কামারহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওই এলাকায় এর আগেও 'বহিরাগত'দের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ উঠেছিল। ফের একজন শিক্ষককে এভাবে মারধরের ঘটনায় রাতে কালীপুজোর নিমন্ত্রণ সেরে বাড়ি ফেরার সময় প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে দেখেন তিনি। প্রতিবাদ করতেই কথাকাটাকাটি শুরু হয় ওই দলের এক তরুণের সঙ্গে। তখনই দৌড়ে আসেন দলের এক তরুণী। তাঁর হাতে ছিল জলন্ত সিগারেট। ওই অবস্থাতে তিনি নিরুপমের ওপর চড়াও হলে তরুণীর সঙ্গীরা চড়, ঘুসি চালাতে শুরু করেন। সকাল ৬টায় কীভাবে এমন ঘটনা ঘটে সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। যদিও তপনের দাবি, অত সকালে কে কোথায় বসে মদ খাচ্ছেন, তা কোনও জনপ্রতিনিধির পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

ট্রেন বাতিল

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর ডিভিসনে চাঁপা ও ঝাড়সুগুদা শাখায় রায়গড় স্টেশনে ৪র্থ লাইনের কানেক্টিভিটি চালু করার জন্য ৩১.০৮.২০২৫ থেকে ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রি-নন-ইন্টারলকিং, নন-ইন্টারলকিং এবং পোস্ট নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে : (১) ২২৫১২ কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাল কর্মভূমি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২৫) (২) ২২৫১১ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-কামাখ্যা কর্মভূমি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২৫) (৩) ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২৫) (৪) ১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২৫) (৫) ১৭৩২১ ভাস্কো দা গামা - জসিডি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২৫) (৬) ১৭৩২২ জসিডি - ভাস্কো দা গামা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২৫) (৭) ২২৮৪৩ বিলাসপুর-পাটনা সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২৫) (৮) ২২৮৪৪ পাটনা-বিলাসপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২৫)। চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা শুভঙ্কর দত্ত - কে 08.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80B 46679 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিততে সাহায্য করার জন্য যা আমাকে জীবনে অনেক বড়ো কিছু অর্জনে সাহায্য করবে। আমি এখন চিন্তামুক্তভাবে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর বেশি মনোযোগ দিতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এত বিএলও কোথায়, চিন্তায় কমিশন

১৪ হাজার বুথ বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ১২০০-র বেশি ভোটার কোনও বুথে রাখা যাবে না বলে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রায় ১৪ হাজার বুথে নির্দিষ্ট সংখ্যকের বেশি ভোটার রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে বুথভিত্তিক সমীক্ষা করতে শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। তার আগে আগামী শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওইদিনই বিকেল ৫টার মধ্যে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে হবে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে। একই সঙ্গে এখন যে প্রায় ৮০ হাজার বুথ রয়েছে, সেখানে বুথ লেভেল অফিসারের তালিকাও চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। কিন্তু এত সংখ্যক বুথ লেভেল অফিসারের তালিকা তৈরি করা এই কয়েকদিনের মধ্যে আদৌ কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে নির্বাচন কমিশন।

শুক্রবারই কমিশনের পক্ষ থেকে নবান্নে চিঠি দিয়ে অফিসারদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। আগামী বুধবারের মধ্যে জেলাভিত্তিক ওই তালিকা চূড়ান্ত করে কমিশনে পাঠাতে হবে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু করা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নির্দেশ না দিলেও তার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি বুথের জন্য বিএলও নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর হলে বুথ প্রতি ভোটারের সংখ্যা কমতে বা বাড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভোটারের মৃত্যু হয়েছে বা ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। আবার নতুন ভোটারও রয়েছেন। ফলে নতুন করে বুথের সংখ্যা কত দাঁড়াবে, তা ওই সংস্কারের আগে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। বুথের সংখ্যা বাড়লে বিএলও-র সংখ্যাও বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে আরও অফিসারের প্রয়োজন হবে।

কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ নবান্নের কর্তারা। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে ভোট হলে এখনও আট মাস বাকি আছে। এখন থেকে জেলাভিত্তিক অফিসারদের নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত করা হলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবেন। পুজোর পরই দুয়ারে সরকার শিবির বসার কথা আছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজে অফিসাররা ব্যস্ত আছেন। এখন থেকে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত হলে ওই কাজে ভাটা পড়বে। এই পরিস্থিতিতে নবান্ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসারদের নামের তালিকা কমিশনে পাঠাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ফলে কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ফের সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নবান্নের কর্তারা বলেছেন, 'এই নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। দপ্তরগুলির কাছে এখনও অফিসারদের তালিকা চাওয়া হয়নি। ফলে বুধবারের মধ্যে কমিশনে তালিকা জমা পড়া নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।'

অভিষেকের ক্লাবের সমর্থনে গোটা দল

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : খেলার সঙ্গে রাজনীতি এখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডুরান্ড কাপের ফাইনালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ডায়মন্ড হারবার এফসি ওঠার পর থেকেই বাঙালি আবেগকে সামনে রেখে মাঠে নেমে পড়েছে গোটা তৃণমূল দল। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের নিজস্ব ক্লাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও 'বাঙালি ক্লাব'কে জেতাতে সমাজমাধ্যমে গত তিনদিন ধরে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন নেতা-মন্ত্রীরা। প্রত্যেকেই সমাজমাধ্যমে 'বাংলার সমর্থনে' যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সকলকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার বিকালে ম্যাচ শুরুর আগে রীতিমতো সংগঠিতভাবে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মাঠে জড়ো করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। সকলে যাতে ম্যাচ দেখতে পারেন, তার জন্য টিকিটের ব্যবস্থাও করেছেন তাঁরা। এত আয়োজন সত্ত্বেও ৬-১ গোলে ধরাশায়ী হয়ে বিফল মনোরথে ফিরতে হয় ডায়মন্ড সমর্থকদের।

ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে তৃণমূল। এই নিয়ে সংসদেও সরব হয়েছে ঘাসফুল শিবির। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালি অস্মিতা যে মূল ইস্যু হতে চলেছে, তার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ডুরান্ড ফাইনালেও বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করে রীতিমতো ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থনে গলা ফাটিয়েছেন শাসকদলের নেতা, মন্ত্রীরা। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মোহনবাগানের কর্মকর্তা। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এফসি ফাইনালে ওঠার পর থেকেই তিনি নিজেকে ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থক বলে ঘোষণা করে সমাজমাধ্যমে 'বাংলাকে জেতাতে যুবভারতী চলুন' স্লোগান দেওয়া শুরু করেছেন। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব বলে পরিচিত সুরুচি সংঘ কলকাতা লিগ খেলছে। কিন্তু অরূপবাবুও ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থনে তাঁর এলাকার সমর্থকদের রীতিমতো গাড়ি করে যুবভারতীতে নিয়ে গিয়েছেন।

জট কাটল এমবিবিএস-এ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : সুপ্রিম নির্দেশের পর এমবিবিএস, এমডিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়ার জট কাটায় শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। সুন্দরবনের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের সৌমিক মণ্ডল প্রথম রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পেলেন ডায়মন্ড হারবার সরকারি মেডিকেল কলেজে। ওই স্কুলেরই স্নেহা নাটুয়া সুযোগ পেলেন আরামবাগের প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিকেল কলেজে।

মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি শুক্রবার মেধাতালিকা প্রকাশ করে। শনিবার দুপুর ১২টা থেকে শুরু হল ভর্তি প্রক্রিয়া। সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তর জানায়, রাজ্যের ওই কলেজগুলিতে আইনি জটিলতায় স্থগিত থাকবে কাউন্সেলিং সহ সমগ্র ভর্তি প্রক্রিয়া। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে এদিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলেছে। ২৫ ও ২৬ অগাস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত চলবে বাকি ভর্তি প্রক্রিয়া। দন্ত চিকিৎসার স্নাতকোত্তর ক্ষেত্র বা এমডিএস-এর তৃতীয় রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ের যাচাইকরণ পর্বও শুরু হয়েছে এদিন।

বৃষ্টিতে চিন্তায় থিমশিল্পীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : হাতে আর মাত্র এক মাস। সেজে উঠছে তিলোত্তমা। প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কুমোরটুলি। থিমের পুজোর অর্ডার আসতে শুরু করেছে ডোমপাড়াতেও। এমন সময় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দফায় দফায় বৃষ্টি। গিরীশপার্ক থেকে বিডন স্ট্রিটের দিকে হাঁটলে বাঁদিকে পড়ে রাজা গুরুদাস স্ট্রিট। থিম সাজানোর কাজ সবটাই হয় এখানে। শনিবার পড়ন্ত দুপুরে ওই রাস্তায় ঢুকতেই দেখা গেল জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তার মধ্যেই ওপরে নীল ত্রিপল খাটিয়ে একমনে বাঁশের কঞ্চি কাটছেন শিল্পী রাকেশ ধাড়া। বললেন, 'অর্ডার এবারে খুব কম। তার মধ্যে এই বৃষ্টি। রং শুকোচ্ছে না মূর্তির। তার ওপর আবার দালালচক্রের রমরমা!'

কয়েক পুরুষ ধরে ডোমপাড়াতেই বাস শিল্পী দিগম্বর মালিকের। বললেন, 'বৃষ্টিতে অর্ডার খুব একটা আসছে না। যে কটা কাজ পেয়েছি, তাও শেষ করতে পারব কি না সেই নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। কঞ্চির কাজ শেষ। থার্মোকলের ওপর রংয়ের প্রলেপ দিয়ে রোদে রাখতে

হয়। কিন্তু সপ্তাহভর বৃষ্টির দাপটে সেই কাজও পণ্ড। কাস্টমার তো আর এত বিপদ বুঝবে না!'

শিল্পী সিদ্ধার্থ পাত্র কিছুটা হতাশ স্বরে বললেন, 'বেশিরভাগ শিল্পীই অসম, চেন্নাই, মহারাষ্ট্রে কাজে চলে যাচ্ছে একটু বেশি আয়ের আশায়। এখানে রোজ পাই ৮০০ টাকা। বাইরে গেলে সেটা ১৬০০-১৭০০ টাকা অবধিও ওঠে। এখানে কাস্টমার এক বলে যায়, আর হাতে আরেক দেয়। তারপর যা বৃষ্টি, জিনিসপত্র রাখতেও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট হয়ে নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে।'

manipalhospitals
LIFE'S ON

পেট ও লিভার সমস্যার সম্পূর্ণ চিকিৎসা

মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগে পেট সম্পর্কিত সমস্যার নিখুঁত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়

- অভিজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ও উন্নত ডায়াগনস্টিকস
- হজম সংক্রান্ত সমস্যা, গ্যাস্ট্রাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস এবং পেটের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা
- জন্ডিস, লিভার সিরোসিস, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, ফ্যাটি লিভার সহ লিভারের যে কোনও সমস্যার চিকিৎসা
- আধুনিক পদ্ধতিতে ইআরসিপি
- এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি ও এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে রোগ নির্ণয়

আমাদের বিশেষজ্ঞ
ডাঃ পিনাকী সুন্দর কর
কনসালটেন্ট - গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি এবং হেপাটোলজি
MBBS, DNB (Medicine), DM (Hepatology & Gastroenterology) from I.L.B.S (Institute of Liver & Biliary Sciences) New Delhi, Fellowship - A.A.S.L.D, Associate Fellowship - NAMS Delhi.

মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি
মেঘনাদ সাহা সরণি, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ

বিশদ জানতে ফোন করুন: 0353 2518667, 92334 89564

IRCTC
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise - Navratna)
All-inclusive Group Departure
Ex Bagdogra

Domestic Tour Packages
6 Night 7 Days — Kerala Luxe Escape : Rs. 61,330/- Per Person — 11th Oct '25
Munnar • Thekkady • Alleppey • Trivandrum • Kochi

International Tour Packages
5 Night 6 Days — THAILAND SPECIAL : Rs. 51,940/- Per Person — 12th Nov '25
Bangkok-Pattaya

Includes: Return Airfare • Stay in Deluxe Hotels • All Transfers & sightseeing • Travel Insurance • GST.

For Booking: Area office: IRCTC, 1st Floor Platform no 1, NJP Railway Station
Mobile : 6290861590

Regional Office: 4D Mandovi Apartment, GNB Road, Opposite: Rabindra Bhawan, Ambari, Guwahati 781001.
Mobile : 8595936716, 8595936717, 6290861590
Email : tourroghy@irctc.com Website : www.irctctourism.com

ভারত সরকার
আয়ুশ মন্ত্রক
আয়ুশ ভবন
'বি' ব্লক, জিপিও কমপ্লেক্স, আইএনএ, নিউ দিল্লি-১১০০২৩
ওয়েবসাইট : www.ayush.gov.in

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, আয়ুশ মন্ত্রক, ভারত সরকারের সাক্ষ্য/পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথিক (এএসইউ এবং এইচ) কোম্পানি অথবা এদের ভেষজ উপাদান/ঔষধ যে কোনও আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথিক (এএসইউ এবং এইচ) প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির প্রস্তুতকারক এগুলি বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্সের অনুমতি পাবে না। এছাড়াও, বর্তমান অনুবিধি ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০ এবং এর রুল অনুসারে, এএসইউ এবং এইচ-এর কোনও ওষুধ/ভেষজ উপাদান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স শুধুমাত্র রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (এসএলএ)-এর অনুমোদনই দেওয়া হবে।

২. আয়ুশ মন্ত্রক জনসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সতর্ক করছে :

i) এএসইউ এবং এইচ-এর ভেষজ উপাদান এবং ঔষধগুলির কোনও রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অলৌকিক অথবা অতিপ্রাকৃত প্রভাব ফেলার বিজ্ঞাপন আইনত নিষিদ্ধ। এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং এই ধরনের যাচাই বিহীন, অথবা মিথ্যে দাবির প্রচার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

ii) দি ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (আপত্তিকর বিজ্ঞাপন) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট যে কোনও রোগ এবং পরিস্থিতির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ এবং ম্যাজিক রেমিডিস-এর অলৌকিক ক্ষমতা দাবি করে বিজ্ঞাপন দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধি। কোনও ব্যক্তিকে যদি এই অ্যাক্টটি লঙ্ঘন করার জন্য দায়ী বলে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তাকে আইনের দ্বারা বিহিত জরিমানা দিতে বাধ্য হতে হবে।

iii) আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ এবং ইউনানি মেডিসিনস (এএসইউ)-এর অনুসূচির ই(১) যেটি ড্রাগ রুলস ১৯৪৫-এর অন্তর্গত সেটির তালিকাটিতে উল্লেখিত ঔষধগুলি আয়ুশ মেডিসিনের সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের অন্তর্গত নিবন্ধিত চিকিৎসকের অধীক্ষা এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সেবন করতে হবে। এই ধরনের ঔষধের পাত্রের উপর 'Caution- To be taken under Medical Supervision' ('সতর্কতা- চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সেব্য') - কথাটি হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে। জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা নিবন্ধিত মেডিকেল পরিকল্পক/আয়ুশ সিস্টেমের চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শের পরবর্তীতে এই ধরনের ঔষধ ব্যবহার যাতে করেন।

iv) আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথি (এএসইউ এবং এইচ)-এর ভেষজ উপাদান/ওষুধগুলির দ্বারা স্ব-রোগ নির্ণয় অথবা স্ব-চিকিৎসা সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে চলুন। যে কোনও প্রকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে নিবন্ধিত মেডিকেল পরিকল্পক/আয়ুশ সিস্টেমের চিকিৎসকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

৩. জনসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন, এএসইউ এবং এইচ-এর ভেষজ উপাদান/ওষুধগুলির বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারক বিজ্ঞাপনগুলিকে এড়িয়ে চলুন। এই ধরনের আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন, মিথ্যে দাবি, নকল ওষুধ ইত্যাদি সম্পর্কে ড্রাগ পলিশি বিভাগ, আয়ুষ মন্ত্রককে (ইমেল: ayush medicine@gov.in) অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রিপোর্ট করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আয়ুশ মন্ত্রক -
জে-১১০১৯/০১/২০১৭-ডিসিসি (আয়ুশ)

cbc17201/11/0003/2526

অথ সারমেয় কথা

সেই আদিম যুগ থেকেই ওদের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান। সময় গড়ানোর ফাঁকে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই সেই বন্ধুত্বে কোথায় যেন একটা ফাঁক দেখা দিচ্ছিল। সেই সুবাদেই মনকষাকষির বাড়বাড়ন্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে একটা সময় দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই ওই নির্দেশকে নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড়। আদালত পরে সেই রায়কে বদলে দেওয়ায় স্বস্তি। কীভাবে পথকুকুরের সঙ্গে মানুষের আদি অনন্তকালের বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় রাখা সম্ভব, উত্তর সম্পাদকীয়র আজকের দুটি প্রতিবেদন সেই উত্তর খুঁজল।

কুটুস-স্কুবিডু ভালো থাকুক, আমরাও থাকি নিরাপদ

রঞ্জন রায়

খুব ছোটবেলায় একটা সিনেমা দেখেছিলাম, নাম ছিল 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ মাইলো অ্যান্ড অটিস'। জাপানি ছবি। মাইলো নামের একটি লাল বিড়াল আর অটিস নামের এক পাগ কুকুরের চমৎকার সারভাইভাল গল্প। গল্পটা বলি। ছোট্ট মাইলো একদিন তার মালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একখানা কাঠের বাক্সে ঢুকেছিল খেলাচ্ছলে, তারপর ঘটনাচক্রে বাক্স সহকারেই নদীতে ভেসে যায়। আর সেই বাড়িরই কুকুর, মাইলোর বন্ধু অটিস, তাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণের তোয়াক্কা না করেই নদীর কিনারা ধরে রওনা দেয়। যাত্রাপথে তাদের কত কত যে অ্যাডভেঞ্চার! শিশুমনের জন্য আদর্শ এক ছবি। সেদিন প্রথম আমার বিড়াল ও কুকুরের প্রতি প্রীতি জন্মেছিল। সিনেমার উদ্দেশ্যও ছিল তাই, পশুপ্রেমকে শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। তাই পরিচালক মাসানোরি হাতা এবং কন ইচিকাওয়া অ্যানিমেশন ছবি তৈরি করেননি। করেছিলেন লাইভ অ্যাকশন।

যাঁরা নয়ের দশকে জন্মেছেন, তাঁরা সবাই জানেন, আমাদের ছোটবেলায় সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ছিল না। ছিল কার্টুন নেটওয়ার্ক। তাতে হত 'স্কুবিডু' নামক একটি গ্রেট ডেন কুকুরের মজাদার কাণ্ডকারখানা। বা টম অ্যান্ড জেরির কথাই ধরুন। তাতেও ছিল বুলডগ স্পাইক। আবার যেদিন প্রথম হাতে পেলাম হার্জ প্রণীত টিনটিন, তাতেও টিনটিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী কুটুস নামের ফক্সটেরিয়ার আমাদের সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। যে না থাকলে তো কতবারই টিনটিনের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হত! অরণ্যদেবের ডেভিল-ই বলুন, বা একটু বড় হয়ে পড়া জ্যাক লন্ডনের 'কল অফ দ্য ওয়াইল্ড'-এর স্লেজ টানা 'বাক'— কুকুরের সঙ্গে আমাদের প্রাণ কিন্তু সবসময়ই জুড়ে ছিল। তাদের প্রতি ভালোবাসাও ছোটবেলাতেই, এভাবেই তৈরি হয়ে যায়। আমাদের শেখানো হয়, কুকুরই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। সেই আদিমকালের গুহাবাসী জীবন থেকে সে মানুষের কাছাকাছি থাকে। শিকার থেকে শুরু করে সর্বত্র সাহায্য করে। ভরসা জোগায়। তাহলে আজ হঠাৎ সুপ্রিম কোর্টের এমন রায়দানে আমরা দুই পক্ষে ভাগ হয়ে গেলাম কেন? হলাম, কারণ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ায়।

একটি শিশু তার বাড়ি থেকে বের হতেই হিংস্র পথকুকুর, যেগুলি নিরীহ বলেই আমাদের ধারণা, তাকে আঁচড়ে কামড়ে নৃশংসভাবে হত্যা করছে– এই ভয়াবহ দৃশ্য চাক্ষুষ করলে আপনার অস্বস্তি হতে বাধ্য। তাছাড়া রাস্তায় প্রায়ই আমরা পথচলতিরাও আক্রান্ত হই তাদের দ্বারা। অনেকেরই কুকুরের প্রতি ফোবিয়া আছে। জলাতঙ্কের মতো ভয়ংকরতম রোগ একবার হয়ে গেলে, আজও তার ঠিকমতো নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। কাজেই কুকুর নিয়ে আমাদের প্রেমের চেয়েও বেশি সচেতনতা প্রয়োজন।

আমি একজন সাধারণ নাগরিক। কুকুরের প্রতি আমার অবস্থানটি শুনে হয়তো আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমি কুকুরকে ভালোবাসি। কিন্তু গভীর রাতে একা একা বাড়ি ফেরার পথে যখন এক দঙ্গল কুকুর রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ রব তোলে, তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায় বৈকি!

এমন অনেকবারই হয়েছে, কুকুর দেখলে মাথা ধরে আদর করে দিয়েছি, দোকান থেকে কিনে খাইয়েছি বিস্কুট। দোকানে খাচ্ছি, সেসময় একটা কুকুর এসে মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকলে আমরা দয়াপরবশ হয়ে, নিজেরই ভাগ থেকে সেটির মুখে খাবার তুলে দিই। কিন্তু সেই 'আমি'ই যখন রাত্রিবেলা মোটর সাইকেল চালিয়ে ফিরি, আর পেছনে কুকুর তাড়া করে, তখন কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে যায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। ঘটেও অনেকের। এমন নজির অনেক আছে।

তবে আগের তুলনায় ইদানীংকালে রাস্তার কুকুরের হিংস্রতা অনেকটাই বেশি বেড়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হয়েছে, মানুষের প্রতি তাদের বিশ্বাস উঠে গিয়েছে যেন। যেভাবে জোরে জোরে সবাই গাড়ি চালায় এবং পিষে দিয়ে চলে যায় তাদের, আহত করে, বিকলাঙ্গ করে, হোটেলের কাছে ঘুরঘুর করলে ছিটিয়ে দেয় গরম জল– তার ফলেই তারা এমনটা হয়ে উঠছে সম্ভবত! আক্রমণ করার একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও আছে। কী কারণ? মানুষ ভয় পেলেই তার শরীর থেকে অ্যাড্রিনালিন ও কর্টিসেল হরমোন ক্ষরণ হয়। এতে ঘামের গন্ধ বদলে যায় আমাদের, শরীরের উষ্ণতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বাড়ে, মাংসপেশি টানটান হয়ে যায়; কুকুর সেটা খুব দ্রুতই বুঝতে পারে। কারণ তাদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের থেকে প্রায় ৪০ গুণ বেশি। কুকুরগুলি ভাবে, রিফ্লেক্সের দরুন মানুষটি হয়তো তার ক্ষতিই করে ফেলবে। তাই সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

তবে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় পূর্বে দিয়েছিল, যার ফলে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তার সংশোধন করে নয়া ফরমান জারি করেছে আদালত। যা আমার মতো সাধারণ মানুষের অনেকাংশে সঠিক বলে মনে হয়। কেন?

সুপ্রিম কোর্ট ২২ অগাস্ট পথকুকুরের বন্ধ্যাকরণের প্রতি জোর দিয়েছে। যদিও সব কুকুরকে ধরে ধরে নির্বীজকরণ করালে একদিন কুকুরই থাকবে না। বিষয়টি নিয়ে তাই আরও সংশোধনের প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। এছাড়া রাস্তা থেকে তাদের নির্দিষ্ট আশ্রয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে, সেখানে সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষেধক দিয়ে, ট্রিটমেন্ট করে, তারপর ফের যেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানেই ফিরিয়ে দিতে বলেছে আদালত। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কথাও রয়েছে। যেমন, যে সমস্ত কুকুর র‍্যাবিজ আক্রান্ত বা আগ্রাসী, হিংস্র স্বভাবের, তাদের আশ্রয় শিবিরেই রেখে দিতে হবে। রাস্তায় ফেরানো যাবে না। তাছাড়া, রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোরও অনুমতি দেয়নি আদালত।

মাঝেমধ্যেই দেখবেন, পশুপ্রেমী সংগঠন থেকে রাস্তায় রাস্তায় একগাদা ভাত-ঝোল মেশানো খাবার দিয়ে যায়। যা খুবই মহৎকর্ম সন্দেহ নেই। কিন্তু কুকুরগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এমনভাবে খায়, যাতে গোটা রাস্তাঘাটই অপরিষ্কার হয়ে যায়। ভাত পচে গন্ধও ছড়ায়। তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় খাওয়ালে কিন্তু এই ব্যাপারটা হবে না। সুস্থ একটি সমাজ গড়ে উঠবে। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর সমানভাবে বেঁচে থাকার, সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার আছে। মানুষকে তাই সচেতন হতে হবে। প্রেম যেন অন্ধ না হয়। আপনার ভালোবাসা যেন অন্য মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয়, এটা সর্বাগ্রে লক্ষণীয়।

এই রায়ের প্রেক্ষাপটে আরেকটি জিনিসও মনে হয় যে, যাঁরা বাড়িতে কুকুর পোষেন, তাঁরা যখন তাদের বাইরে ঘোরাতে বের করেন, অবশ্যই পোষ্যদের বর্জ্যগুলি রাস্তায় ফেলা বন্ধ করা উচিত। সবাই যদি এক এক ধাপ অগ্রসর হই, ভালোবাসা তাতে কমে না। কুকুর সেই শিকারের যুগ থেকে মানুষের বন্ধু। তাকে ভালোওবাসুন। কিন্তু সচেতনতা বজায় রেখে। যেন আর কোনও শিশুর মৃত্যু না ঘটে। যেন কুকুরও মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারায়। যেন আপনারই বিপদে সত্যিই 'অটিস'-এর মতো মিষ্টি কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণের ভয় না করে। তবেই তো ভারসাম্য। সহাবস্থান!

(লেখক ভাষাকর্মী)

সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়লে সমস্যা মিটতে বাধ্য

অনিমেষ বসু

সে অনেকদিন আগের কথা। শীতকাল। পাড়ার এক মন্দিরে পুজো ছিল। পুজোর পর ভোগ বিতরণ করা হয়। তার দিন দুই-তিন আগে পাড়ারই একটি সারমেয় সবে তিন-চারটে সন্তান প্রসব করেছে। পেটে তার প্রচুর খিদে। পাড়ারই কেউ কেউ তাকে ও তার সন্তানদের পেটপুরে ভোগের খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। সম্ভবত পেটে যতটা জায়গা ছিল, ওরা তার চেয়ে কিছুটা বেশিই খেয়েছিল। এরপর একটা ছানা কনকনে শীতে সারারাত নর্দমায় শুয়ে থাকে। খিচুড়ি খেয়ে সেটির এমনই পেট গরম হয়েছিল! সে যাই হোক, সেই থেকে কৃষ্ণবর্ণের ওই চারপেয়ে, যার স্বাভাবিক নামকরণ হতে পারত 'কালু' বা 'কেলটি', তা না হয়ে হল-- 'ভেল্কি'।

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে এরকম অনেক 'ভেল্কি' দেখা যায়। বিচিত্র সেগুলির নাম, ততধিক বিচিত্র স্বভাব। কারও হাতের ছোঁয়া পেলে সেগুলি পায়ে লুটিয়ে পড়ে। আবার কাউকে পাড়াছাড়া না করা পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকে। অস্বীকার করার উপায় নেই-- পথকুকুরের বেলাগাম সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ির কোনও কোনও পাড়ায় তো মারাত্মক অবস্থা। ৩০০ মিটারের মধ্যে ২৬টি কুকুরের সহাবস্থান। আগে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কুকুর প্রজনন করত, কিন্তু এখন গোটা বছরই দেখা যাচ্ছে পাড়ার রাস্তায় ছোট-ছোট কুকুরছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারমেয়প্রেমীরা নিয়ম করে খেতে দেওয়ায় বেশ তাগড়াই চেহারা হচ্ছে অল্পদিনেই। কিশোর-কিশোরী বা অনেকক্ষেত্রে বয়স্করা সেগুলির 'হম্বিতম্বি' দেখলে পাশ দিয়ে যেতে পর্যন্ত ভয় পান। পথচারী, সাইকেল আরোহী, বাইকচালক প্রত্যেকে এই সমস্যার কথা বলছেন। রাতে আবার তারস্বরে চিৎকারে ঘুমের বারোটা বাজে অহরহ। সকালে উঠলে দেখা যায়, গোটা রাস্তা বিষ্ঠায় ভর্তি। সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমন সমাধানের রাস্তাও খোলা রয়েছে। কিন্তু সেই সমাধানের রাস্তাটা একমুখী নয়। প্রয়োজন বহুবিধ ভাবনার।

প্রথমত, পথকুকুরের পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্তর গোলমাল রয়েছে, দেশের সর্বত্রই। শিলিগুড়ি শহরে মোট কত সংখ্যক পথকুকুর রয়েছে, তার নির্দিষ্ট হিসেব প্রশাসনের কাছে নেই। জানতে চাইলে কেউ বলছেন ১০ হাজার, কেউ বলছেন ২০ হাজার। গোটা ব্যাপারটায় পরিসংখ্যানটা একটা বড় ফ্যাক্টর। তবেই পরিকাঠামো তৈরি সম্ভব। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— নির্বীজকরণ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের যা অপ্রতুল অবস্থা, তাতে দেখা গিয়েছে দু'বছরেও নির্বীজকরণ হয়নি। আর যখন হয়েছে তখন হয়তো সর্বোচ্চ ১০০টা কুকুরের হয়েছে। সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।

নির্বীজকরণ সত্যিই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। যে কারণে পুরনিগমকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। সংগঠনগুলি যখন গাড়ি নিয়ে এলাকার কুকুরদের ধরতে যায়, তখন আবার পাড়ার অনেকে তাদের ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তব্য, 'আমাদের পাড়ার লালুকে নিয়ে গিয়ে অন্য পাড়ার ভুলুকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' এনিয়ে বহু ঝামেলা হয়েছে। সংগঠনও ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, এখন নির্দিষ্ট 'ট্যাগ' রয়েছে, নির্দিষ্ট এলাকার কুকুরকে সেই এলাকাতেই নির্বীজকরণের পর ছেড়ে আসা হয়।

দ্বিতীয়ত, পুরনিগমের তরফে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যে ব্যয়ের কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য বিষয়টিকে বাজেটের আওতায় আনা দরকার। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। পথকুকুরদের জন্যও বরাদ্দ করা উচিত। কারণ, এটাও দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যা। পথকুকুরদের মলমূত্রে শহর নোংরা হচ্ছে বলে অভিযোগ। দূষণও বাড়ছে। চিকিৎসকরা বারবার একথা স্মরণ করিয়েছেন। কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। এটা মারণ রোগ। একবার হাইড্রোফোবিয়া হলে সেটা মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। তাছাড়া আমাদের হাসপাতালগুলোতে সবসময় কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। আর সময়মতো টিকা না নিলে আতঙ্কটা থেকেই যায়। গরিব মানুষ বাইরে থেকে দামি অ্যান্টি র‍্যাবিজ ইনজেকশন কিনতে পারে না। হাসপাতালের দিকেই তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নয়াদিল্লি থেকে পথকুকুর সরানোর নির্দেশ দেওয়ার পর দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। সারমেয়প্রেমী ও ভুক্তভোগী— কার্যত দ্বিধাবিভক্ত সাধারণ মানুষ। বিতর্কের বাতাবরণ আঁচ করে রায় ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই ফের নির্দেশ বদল করে শীর্ষ আদালত। বর্তমান রায় অনুযায়ী, রাজধানীর রাজপথ থেকে কুকুরগুলিকে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বটে, কিন্তু নির্বীজকরণ এবং প্রতিষেধক দেওয়ার পর আবার যথাস্থানে সেগুলিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে কোনও শর্তেই রাস্তায় প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়নি আদালত। সেক্ষেত্রে প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। এমনকি যদি কোনও ব্যক্তি রাস্তায় কুকুরকে খেতে দেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও করা হতে পারে।

পথকুকুরের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সারমেয়প্রেমীদের সংখ্যা। এর নেপথ্যে একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। গবেষণা বলছে, মানুষ এখন অনেকটাই নিঃসঙ্গ। পরিবার ছোট হয়েছে। সামাজিকভাবে অন্য মানুষের সঙ্গে সে যতটা না সম্পৃক্ত থাকছে, তার চেয়ে অনেক বেশি একাত্ম হয়ে উঠছে সারমেয়র সঙ্গে। এটা ভাবনার বিষয়। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পুরো প্রক্রিয়ায় একটা 'ব্যালেন্স' আনা প্রয়োজন। কামড়েছে বলে কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটছে। এভাবে তো মেরে ফেলা যায় না। মানুষে, কুকুরে আক্রোশ তৈরি করা আমাদের কাজ নয়। একটা ঘটনা মনে পড়ে, শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে এক প্রৌঢ়া শুয়ে থাকতেন। তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকত একটা কুকুর। শীতে মহিলার ছেঁড়াফাটা কম্বলের মধ্যেও সেঁধিয়ে যেত। কে যে কার সাহচর্যে বেঁচে ছিল, বলা মুশকিল। তবে দৃশ্যটা দেখে মনের প্রশান্তি হত।

পুরনিগম, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সারমেয়প্রেমী প্রত্যেককে এক ছাতার তলায় এসে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজটা করতে হবে। এখানেও বিভাজন দেখা গেলে মুশকিল। সামগ্রিকভাবে, সারমেয়প্রেমীর তুলনায় ভুক্তভোগীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। সুপ্রিম কোর্টও পুরনিগমকেই দায়িত্ব পালন করতে বলেছে। কুকুরদের আশ্রয়স্থলও সঠিকভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে তবেই শহর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর থাকবে।

পরিশেষে, আদালতের রায়ের পক্ষে-বিপক্ষে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, বিদ্বেষ-আবেগ সরিয়ে বাস্তবকে অনুধাবন করে শহরে অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া পথকুকুরের সংখ্যায় রাশ টানতেই হবে। তার জন্য নির্বীজকরণ সহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রশাসন ও পুরনিগমকেই করতে হবে। আর শহরবাসীদের এব্যাপারে সাহায্য ও পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। সামগ্রিক পরিবেশ, প্রাণীকুল ও মনুষ্যকুলের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসক ও প্রাণী বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা আমাদের ভুললে চলবে না।

(লেখক সমাজ ও পরিবেশ কর্মী)

ছবি : মাজিদুর সরদার

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাল্যকালের পাঠ।। বালুরঘাটের মুনুইল গ্রামে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

গোষ্ঠীকোন্দলে অতিষ্ঠ মন্ত্রী বিপ্লবের নতুন কৌশল

বিজেপির 'চরদের' খোঁজ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : গত লোকসভা ভোটে বালুরঘাট আসনে তৃণমূলের একাংশ বিজেপির হয়ে কাজ করেছে বলে সরাসরি অভিযোগ তুললেন রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। শনিবার বিকেলে বালুরঘাট স্টেডিয়ামে এক সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী স্পষ্ট বললেন, 'যাঁরা বিজেপির হয়ে প্রচার করেছেন, টাকা বিলি করেছেন, তাঁরা কখনও তৃণমূলের কর্মী হতে পারেন না।' গত লোকসভা ভোটে বালুরঘাটের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন খোদ মন্ত্রী বিপ্লব। তাঁকে হারানোর পেছনে যে তৃণমূলের একাংশ কাজ করেছে, পক্ষান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

গঙ্গারামপুরের যে সভায় বিতর্ক শুরু। -ফাইল চিত্র

> সামনে বিধানসভা ভোট। লোকসভা ভোট শেষ হয়েছে এক বছর আগে। তখন দল বারবার বলার পরেও যাঁরা বিজেপি প্রার্থীকে জেতানোর জন্য সরাসরি ভোট প্রচার করেছেন তাঁরা তৃণমূল করেন বলে মনে করি না।
>
> - বিপ্লব মিত্র, ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রী

দ্বন্দ্ব যা নিয়ে

- গত লোকসভা ভোটে বালুরঘাটের তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন খোদ মন্ত্রী বিপ্লব
- সম্মানরক্ষার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সুকান্ত মজুমদারের কাছে পরাজিত হন তিনি
- এরপর থেকে বারবার অন্তর্ঘাতের অভিযোগ তুলেছেন তিনি
- শনিবারের বৈঠকে ডাক পায়নি তৃণমূলের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী
- এর কারণ জানতে চাইতেই বিস্ফোরক মন্ত্রী বিপ্লব

দিনকয়েক আগে গঙ্গারামপুরের রবীন্দ্র ভবনে জেলা কিষান খেতমজদুর সংগঠনের সভা হয়। রাজ্য সভাপতি পূর্ণেন্দু বসুর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সেই সভায় হাজারও কর্মী অংশ নেন। তবে জেলা নেতৃত্বের একাংশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। জেলা যুব সভাপতি অম্বরীশ সরকার, রাজ্য নেতা গৌতম দাস, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নামিজুর রহমান ও জেলা চেয়ারম্যান তোরাব হোসেন মণ্ডল- কাউকেই ডাকা হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এরমধ্যে নতুন করে আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল দানা বাঁধতে শুরু করেছে জেলায়। যার জেরে বিধানসভার নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক সমীকরণ অন্য মোড় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভোট যত কাছে আসছে তত যেন জেলা তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকট হচ্ছে। শনিবার দলে কোন্দলের প্রসঙ্গ উঠতে মন্ত্রী প্রথমে বলেন, 'দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই'। যদিও পরে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তোপ দাগতে দ্বিধাবোধ করেননি।

তাঁর কথায়, 'সামনে বিধানসভা ভোট। লোকসভা ভোট শেষ হয়েছে এক বছর আগে। তখন দল বারবার বলার পরেও যাঁরা বিজেপি প্রার্থীকে জেতানোর জন্য সরাসরি ভোট প্রচার করেছেন তাঁরা তৃণমূল করেন বলে মনে করি না।'

প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সভাপতি মৃণাল সরকারের কটাক্ষ, 'সভায় জেলা যুব সভাপতি, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি, জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান, এমনকি আমাকেও বৈঠকে ডাকা হয়নি। যদি বিপ্লবের দাবি অনুযায়ী আমরা বিজেপির হয়ে প্রচার করে থাকি, তবে রাজ্য নেতৃত্ব বলুক- এই জেলায় কে আসলে বিজেপির হয়ে কাজ করেছে আর কে করেনি।'

অভিযোগ নস্যাৎ করে তৃণমূলের খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি সাহেনশা মোল্লা দাবি করেছেন, 'আমন্ত্রণপত্র যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছিল। বরং মিথ্যে রটনা ছড়িয়ে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে।'

বালুরঘাট লোকসভায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর থেকে জেলা তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসছে। বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের কাছে হেভিওয়েট প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের হারের পরে যেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তত্ত্ব জোরালো হচ্ছে। শনিবার মন্ত্রীর কড়া মন্তব্যে তা স্পষ্ট হল। ফলে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে দক্ষিণ দিনাজপুরে দলের ভিত কতটা মজবুত, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পদ্ম কাউন্সিলারের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা

কালিয়াগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে উপস্থিত হয়ে বক্তব্যে প্রকল্পর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরাজ কণ্ঠে প্রশংসা করলেন কালিয়াগঞ্জের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার পিয়ালী সাহা। ভাষণে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর খুবই ভালো উদ্যোগ এটা। আমি সাধুবাদ জানাই। বুথ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা কম হলেও এলাকার ছোট কাজগুলো হবে। বড় কাজের জন্য তো পুরসভা আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ।' শনিবার সকালে রানিং বুলেট ময়দানের পার্শ্ববর্তী পুর ভবনে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরটি হয়।

রাজ্যজুড়ে যখন বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়েই চলেছে, তখন বিজেপি কাউন্সিলারের এই বক্তব্য সামনে আসতেই বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। উঠে আসছে, কালিয়াগঞ্জ বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবরও। সুযোগ বুঝে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে তৃণমূলও। শহর তৃণমূল সভাপতি রাজীব সাহার দাবি, 'বিধানসভা ভোটের আগেই মুখ্যমন্ত্রীর কাজে খুশি হয়ে কয়েকজন বিজেপি কাউন্সিলার তৃণমূলের ঝান্ডা ধরবেন।'

অন্যদিকে, বিষয়টির সাফাই দিতে গিয়ে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সভাপতি নিমাই কবিরাজ বলেন, 'বিরোধী কাউন্সিলার, পঞ্চায়েত প্রধানদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে তৃণমূল। কোন প্রসঙ্গে, কোন কথার প্রেক্ষিতে এই বক্তব্য, তা পিয়ালীদেবীর সঙ্গে কথা না বলে বলতে পারছি না।'

> মুখ্যমন্ত্রীর খুবই ভালো উদ্যোগ এটা। আমি সাধুবাদ জানাই। বুথ হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা কম হলেও এলাকার ছোট কাজগুলো হবে। বড় কাজের জন্য তো পুরসভা আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ।
>
> **পিয়ালী সাহা,**
> বিজেপি কাউন্সিলার

এদিকে, পিয়ালির স্বামী অমিত সাহা বিজেপির দীর্ঘদিনের জেলা স্তরের চর্চিত নেতা। একসময় বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সাংগঠনিক অবজার্ভার ছিলেন তিনি। অমিতের মন্তব্য, 'এটা রাজনৈতিক প্রকল্প নয়, সরকারি প্রকল্প। আমার স্ত্রী জনপ্রতিনিধি। প্রকল্পটি ভালো, তাই সে গিয়েছিল। আমরা ভালোকে ভালো বলব।'

সাধারণ সভা

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : শনিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রথম সভা আয়োজিত হল বালুরঘাটে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামের অপু শিশির সভাকক্ষে ফেডারেশনের স্বাস্থ্য শাখার একাধিক কর্মী ও নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ফেডারেশনের সভাপতি বিপ্লবকুমার সেন জানান, 'সভায় গ্রুপ-ডি কর্মীদের দিয়ে স্বাস্থ্য সামগ্রী আনলোড করানোর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি, ন্যাশনাল হেলথ মিশনের আওতায় থাকা অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ সহ একাধিক দাবিদাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে।'

সম্মেলন

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : শনিবার গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালবলেন, 'আগামীতে তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।' সম্মেলনে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষকরা যোগ দেন। শিক্ষক সমাজকে সংগঠনের শক্তি হিসেবে কাজে লাগানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পাঁপড় বিক্রি নিয়ে বচসা, আহত ২

পুরাতন মালদা, ২৩ অগাস্ট : শুক্রবার রাতে পুরাতন মালদা শহরের বাচামারি এলাকায় একটি মনসা গানের অনুষ্ঠানে পাঁপড় বিক্রি করা নিয়ে হাতাহাতির ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রীও আহত হয়েছেন।

আহতের নাম সুধীর দাস। স্থানীয় সূত্রে খবর, খগেন মণ্ডল নামে পাঁপড় কিনতে আসা এক ব্যক্তির সঙ্গে সুধীরের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। দুইজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলে গরম তেলের কড়াই উলটে যায়। সুধীরের শরীরে গরম তেল ছিটকে পড়ে এবং তাঁর স্ত্রী মালতী দাসও আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় সুধীরকে রাতেই মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মালতীকে মৌলপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করানো হয়। স্থানীয় কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ হালদার জানান, এটি একটি ছোট ঝামেলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিক্রেতা আহত হয়েছেন। মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর অভিযুক্ত খগেন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জলের মেশিন

গঙ্গারামপুর, ২৩ অগাস্ট : সাধারণ পথচলতি মানুষের সুবিধার্থে ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করে পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন বসালেন গঙ্গারামপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অমলেন্দু সরকার। শনিবার বিকেলে গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ সংলগ্ন ৫১২ জাতীয় সড়কের পাশে পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন গঙ্গারামপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত দাস।

রক্তদান শিবির

রায়গঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : রাজযোগিনী দাদি প্রকাশমণি জি'র স্মৃতিতে শনিবার রায়গঞ্জে একটি রক্তদান শিবির হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রায়গঞ্জের ক্যারিটাস হলে শিবিরটি হয়েছে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট রক্তদাতা সুব্রত সরকারকে সেখানে সম্মানিত করা হয়। এদিন ১৫০ জন রক্তদান করেন।

সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত পড়ুয়ারা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৩ অগাস্ট : স্কুলে আসেন না শিক্ষকরা। এলেও কাজ করতে চান না। তাই কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী বা তরুণের স্বপ্ন প্রকল্প চালু করতে পারেনি বামনগোলা ব্লকের জগদলা হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ। জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও নানা ধরনের সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত ওই স্কুলের পড়ুয়ারা। অবশেষে স্কুলটির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে জেলা শিক্ষা দপ্তর। শনিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষককে চিঠি দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রকল্পগুলি চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা স্কুল পরিদর্শক।

লিখিত ওই নির্দেশে শিক্ষা দপ্তরের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, এবার সরকারি প্রকল্প চালু না হলে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ সহকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে। শিক্ষা দপ্তরের এই কঠোর মনোভাবের কারণে আতঙ্কিত সহকারী শিক্ষকরা।

স্কুলের একাদশ শ্রেণিতে ৬৪ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। আর শিক্ষকের সংখ্যা ২২। স্কুল পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে রাজ্য সরকারের বেশ কয়েকটি প্রকল্প। কিন্তু অভিযোগ, বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সমস্তরকম সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত পড়ুয়ারা। সম্প্রতি ওই স্কুল পরিদর্শনে যান সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদ্যালয় পরিদর্শক সায়ন্তনী পোদ্দার। কিন্তু তিনি গিয়ে দেখতে পান স্কুলের কোনও পড়ুয়াই সরকারি প্রকল্পের সুযোগসুবিধা পায়নি। শুক্রবার বিদ্যালয় পরিদর্শক লিখিতভাবে পুরো ঘটনাটি জানিয়ে দেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) কাছে। এরপরেই শনিবার কঠোর পদক্ষেপ করেন জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক বাণীব্রত দাস। একটি চিঠি পাঠিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের বক্তব্য, 'চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের কোনও ছাত্র যদি কোনও সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়, তবে শিক্ষা দপ্তর তা রেয়াত করবে না। নির্দেশ না মানলে এফআইআর করতে বাধ্য হব আমরা।'

যদিও অভিযোগ প্রসঙ্গে জগদলা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অমিত হালদারের দাবি, 'কোনও পড়ুয়া সরকারি প্রকল্প পায়নি এমন তথ্য সঠিক নয়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। স্কুলের কিছু স্টাফ তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পটি দেখছেন।

> চিঠি দিয়ে সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের কোনও ছাত্র যদি কোনও সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়, তবে শিক্ষা দপ্তর তা রেয়াত করবে না। নির্দেশ না মানলে এফআইআর করতে বাধ্য হব আমরা।
>
> **বাণীব্রত দাস,**
> জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)

হয়তো সার্ভারের কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে কাজ শুরু হয়েছে।'

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সঠিক সময় আসেন না। এলেও ক্লাস নেন না। উপরন্তু সরকারি প্রকল্প পাচ্ছে না পড়ুয়ারা। প্রধান শিক্ষককে বারবার বলার পরেও কোনও কাজ হয়নি। তাই বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছিলেন তাঁরা। ইতিমধ্যে তদন্ত হয়ে গিয়েছে। পড়ুয়ারা যাতে সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হয় আর স্কুলে যেন পড়াশোনা ঠিকঠাক হয়, সেজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর নজরদারি চালানো উচিত শিক্ষা দপ্তরের বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

ভোটের গাড়িভাড়া মেটানোর দাবি

রায়গঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ব্যবহৃত বাস ও মিনিবাসের ভাড়া এখনও বকেয়া। অভিযোগ, সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। বকেয়া টাকা মেটানোর দাবি জানান বাস মালিক সংগঠনের সদস্যরা।

উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিক বলেন, 'উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে বাস মালিকরা টাকা পাচ্ছেন না। নির্বাচনের আগে গাড়িভাড়া নেয় প্রশাসন। তবে ভোট মিটলে ভাড়া মেটানোর বেলায় গড়িমসি যেন এই জেলার নিয়ম। পঞ্চায়েত নির্বাচনে করণদিঘি এবং রায়গঞ্জ ব্লকে ব্যবহৃত বাসের ৫০ শতাংশ ভাড়া এখনও বকেয়া রয়েছে। বারবার বিডিওদের সঙ্গে দেখা করে ভাড়া মেটানোর দাবি জানানো হয়েছে। আধিকারিকদের একটাই উত্তর- ফান্ড নেই। অথচ এই প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের বক্তব্য, ব্লকগুলিতে টাকা দেওয়া হয়েছে। দ্রুত বকেয়া পেয়ে যাবেন।'

এছাড়া ২০২৩ সালে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জ ব্লকে ৭টি, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ ব্লকে ২টি, ইটাহার ও করণদিঘি ব্লকে ৪টি করে গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। সব ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হলেও করণদিঘি ও ইটাহার ব্লক আধিকারিকের বক্তব্য, 'গাড়ি ভাড়া দিয়েছেন তার নোট শিট কোথায়?' এর পালটা প্লাবনের বক্তব্য, 'গাড়ি ভাড়া করার বিষয়ে নোট শিটের ব্যবহার করার বিষয় সম্পূর্ণ আধিকারিকদের উপর নির্ভর করে।' ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত হয় সংগঠনের প্রায় ১০০টি গাড়ি। এরমধ্যে কয়েকটির ৫০ শতাংশ বকেয়া কয়েকদিন আগে বিক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সুশান্ত অধিকারী বলেন, 'বাস মালিকদের সমস্ত বকেয়া বিল আমরা নির্বাচন দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি। সংগঠনের তরফে প্রতিনিধিরা দাবিদাওয়া নিয়ে এসেছিলেন। খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ভাঙা সেতুর পাশ দিয়ে যাতায়াত। শনিবার তপনে।

খাঁড়ির ওপর বাঁশ বেঁধে ঝুঁকির যাতায়াত

সেতু ভেঙে বিচ্ছিন্ন হলিদানা ও আকতৈল

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ২৩ অগাস্ট : তপন ব্লকের ৬ নম্বর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর ও মিল্কিডাঙ্গা গ্রাম থেকে হলিদানা ও আকতৈল গ্রামে যাওয়ার ভরসা ছিল একটি সেতু। কারণ, সেতুটি বাদ দিয়ে গ্রামবাসীদের অনেকটা ঘুরপথে যাতায়াত করতে হত। বৃহস্পতিবার সেই সেতু ভেঙে পড়তেই কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওই গ্রামগুলি। অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকেই ওই সেতুটি সংস্কার হয়নি। নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া খাঁড়ির ওপর বাঁশ বেঁধে, পাইপলাইনের ওপর দিয়ে এখন বাধ্য হয়ে যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা। ফলে যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। তবে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন।

হলিদানা গ্রামের আশাকর্মী মিরা মিঞ্জি বললেন, 'আমাদের মাঝেমধ্যেই ফতেপুর ও মিল্কিডাঙ্গায় যেতে হয়। এই সেতু ভেঙে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলের পড়ুয়া, সবাই বিপদে পড়েছে। দ্রুত সেতুটি সংস্কার করা হলে সকলের সুবিধা হবে।'

আকতৈল গ্রামের বাসিন্দা

> আমাদের মাঝেমধ্যেই ফতেপুর ও মিল্কিডাঙ্গায় যেতে হয়। এই সেতু ভেঙে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুলের পড়ুয়া, সবাই বিপদে পড়েছে। দ্রুত সেতুটি সংস্কার করা হলে সকলের সুবিধা হবে।
>
> **মিরা মিঞ্জি,**
> আশাকর্মী, হলিদানা গ্রামের বাসিন্দা

আনিকুল মোল্লা জানিয়েছেন, প্রতিদিন প্রায় এক থেকে দেড় হাজার মানুষ ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতেন। হঠাৎ সেতু ভেঙে পড়ায় অনেকে জামালপুর হয়ে দূরপথে ঘুরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আবার অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশ ও পাইপের উপর দিয়ে চলাচল করছেন। এর ফলে ফতেপুর ও মিল্কিডাঙ্গা গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা আর হলিদানা উচ্চবিদ্যালয়ে যেতে পারছে না।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনকে বহুবার সংস্কারের জন্য বলা হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ২০০৩ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের বরাদ্দ অর্থে সেতুটি নির্মিত হয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও সংস্কার হয়নি। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে বলা হলেও দশ লক্ষ টাকায় ওই সেতু সংস্কার করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

এবিষয়ে তপন ব্লকের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা বর্মনের কথায়, 'আপাতত একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা হবে। যত দ্রুত সম্ভব ব্রিজটির সংস্কার করা হবে।'

নেতার বিরুদ্ধে থানায় দলের কর্মী

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ২৩ অগাস্ট : দলেরই এক নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীর। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। তপন ব্লকে চণ্ডীপুর ৬ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন শাসকদলের কর্মী আসাদুল মোল্লা ও তপন পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ গোলাম ইয়াজদানি ওরফে সাইন। আসাদুলের অভিযোগ, তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেন ইয়াজদানি। যদিও তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তপনের বিডিও তীর্থঙ্কর ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

আসাদুল এলাকায় বিপ্লব মিত্র সমর্থক হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে, ইয়াজদানি গৌতম দাস ঘনিষ্ঠ। শিবিরে আসাদুলকে প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে ধরার দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে। আসাদুল থানায় ইয়াজদানি সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

আসাদুল বলেন, 'ক্যাম্প চত্বরে গোলাম ইয়াজদানি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। আমার বাড়ি ভাঙচুর ও জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয়।' অভিযোগ অস্বীকার করে ইয়াজদানির বক্তব্য, 'ক্যাম্পে যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকত, তাহলে পুলিশ সেখানে উপস্থিত থেকেও আমাকে কেন গ্রেপ্তার করল না?'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার

অভিযোগ

- গোলাম ইয়াজদানি ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের
- আসাদুল মোল্লার অভিযোগ, তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন ইয়াজদানি
- ইয়াজদানি অবশ্য নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন

বিজেপি'র সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'সরকারি ক্যাম্পে তৃণমূলের একজন জনপ্রতিনিধি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ভয় দেখানোয় সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। পুলিশ ছিল। তাও তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।' শাসকদলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয় অস্বীকার করেন। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণ হলে প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে সায় দেন।

প্রস্তুতি সভা

করণদিঘি, ২৩ অগাস্ট : গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির ডাকে কোচবিহার রাসমেলা মাঠে ২০ সেপ্টেম্বর শহিদ দিবস সফল করার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল করণদিঘির রাহুল মঞ্চে। শনিবারের এই কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহনলাল সিংহ, উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক পপি সিংহ প্রমুখ।

দক্ষিণপাকা মল্লিকপাড়ায় পিএইচই'র জলে পোকা

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৩ অগাস্ট : জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের নল থেকে বের হচ্ছে অজানা পোকা। আতঙ্কে জলপান করা বন্ধ করে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। দু'দিনেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-১ ব্লকের দক্ষিণপাকা মল্লিকপাড়া এলাকায়। জলসংকটের অভিযোগ তুলে তা সমাধানের দাবিতে শনিবার গ্রামের রাস্তায় বালতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার শতাধিক বাসিন্দা।

চাঁচল মহকুমার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ যদিও পানীয় জলে পোকা থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'কয়েক জায়গায় পাইপলাইনে হালকা লিকেজ থাকায় জল সরবরাহে সমস্যা হচ্ছে। খুব দ্রুত সেটি সারানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

স্থানীয় বাসিন্দা এরশাদ আলি জানালেন, দক্ষিণপাকা মল্লিকপাড়ায় পাঁচশোরও বেশি পরিবারের বসবাস। কয়েক বছর আগে ওই এলাকায় পিএইচই-র তরফে পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ হয়েছিল। এরশাদের অভিযোগ, 'শুরুর দিকে নিয়মিত জল সরবরাহ হলেও তিন মাস ধরে অধিকাংশ পরিবারই জল পাচ্ছে না। এরই মধ্যে নতুন বিপত্তি, জলে পোকা। শুক্রবার থেকে জলে পোকা দেখা যাচ্ছে।'

শুক্রবার স্থানীয় ফেরেদা বিবি প্রথম বালতির জলে পোকা দেখতে পান। পোকার কথা এলাকায় চাউর

বালতি, হাঁড়ি নিয়ে বিক্ষোভ দক্ষিণপাকা মল্লিকপাড়ায়। শনিবার।

হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অনেকেই তারপরে পিএইচই-র জল পান করা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফেরেদার অভিযোগ, 'জলে পোকা দেখার পর থেকে আর ওই জল খাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। পোকা থাকা জল পান করলে তো অসুস্থ হয়ে পড়ব। দূরে গিয়ে

> জলে পোকা দেখার পর থেকে আর ওই জল খাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। পোকা থাকা জল পান করলে তো অসুস্থ হয়ে পড়ব। দূরে গিয়ে কোনওরকমে পানীয় জল সংগ্রহ করে খাচ্ছি।
>
> **ফেরেদা বিবি,**
> এলাকাবাসী

কোনওরকমে পানীয় জল সংগ্রহ করে খাচ্ছি।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, পাইপলাইন দিয়ে ঠিকমতো জল আসে না। কোথাও কোথাও দীর্ঘদিন ধরে পিএইচই-র কল পরিত্যক্ত হয়ে খোলা পড়ে রয়েছে। এমনকি কয়েকটি কলের চারপাশ ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, ওই খোলা কলগুলি দিয়েই পোকা এবং কীটপতঙ্গ পাইপলাইনের ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

ঘটনার পরে মহিলারা দূরদূরান্ত থেকে কলসি বা বালতি নিয়ে জল সংগ্রহ করছেন। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন বয়স্ক মহিলারা। রোজ দূরে গিয়ে জল সংগ্রহ করে আনাটা তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আর পিএইচই-র ওই জল পানের সাহস পাচ্ছেন না কেউ। তাঁদের দাবি, বিষয়টি প্রশাসনের গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।

খেলাছলে।। শনিবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

জেলা কমিটিতে নেই আদিবাসী প্রতিনিধি

দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির নবগঠিত কমিটিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যদিও ১৯ অগাস্ট ঘোষিত জেলা কমিটিতে ২৬ জন পদাধিকারীর নাম আছে। ফলে ক্ষুব্ধ জেলার তপশিলি জনজাতিভুক্ত কর্মী ও জনপ্রতিনিধিরা।

দলের নেতা-কর্মীদের দাবি, জেলায় প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার আদিবাসী ভোটার রয়েছেন। ৫০ জনের বেশি সক্রিয় সদস্য এবং প্রায় ৬০ জন নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। ২০২১ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে তাঁরা সকলেই প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। অথচ নতুন জেলা কমিটির পদাধিকারীর তালিকায় একজনও আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব নেই।

জেলা এসটি মোর্চার সভাপতি সুশীল মার্ডি সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ জানিয়ে বিষয়টি সামনে আনেন। এরপর বিজেপির আদিবাসী কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানান। ভাটপাড়া অঞ্চলের পঞ্চায়েত সদস্য অমলি হাঁসদা, কুমারগঞ্জের মোহনা পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব মুর্মু, তপন বিধানসভার বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কার্তিক পাহান, কুশমুণ্ডির সুনীল মার্ডি সহ বহু জনপ্রতিনিধি ও ব্লক স্তরের কর্মী প্রকাশ্যে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে জেলার একমাত্র এসটি সংরক্ষিত আসন, তপন বিধানসভায়

যা নিয়ে ক্ষোভ

- ১৯ অগাস্ট ঘোষিত বিজেপির জেলা কমিটিতে ২৬ জন পদাধিকারীর নাম আছে
- আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি
- এসটি মোর্চার সভাপতি সুশীল মার্ডি বিষয়টি সামনে আনেন
- এই নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল

ক্ষোভ আরও বেশি স্পষ্ট। আসনটির এসটি মোর্চার মণ্ডল সভাপতি কার্তিক পাহান সতর্ক করে বলেন, 'বিহিত না হলে আমরা বসে থাকব না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানাব। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তত একজন আদিবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুরাহা না হলে আমরা সবাই সংগঠন থেকে সরে যাব।'

২০২৪ সালে বালুরঘাটে নরেন্দ্র মোদির জনসভায় সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকা অমলি, বর্তমানে ভাটপাড়া অঞ্চলের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি জানিয়েছেন, বিজেপির স্লোগান 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমাদের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী। এরপরও জেলা কমিটিতে একজনও আদিবাসী প্রতিনিধিকে রাখা হল না কেন? প্রয়োজনে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের কাছে বিষয়টি জানাব।' বালুরঘাট ব্লকের বিজেপি নেতা সুবিমল হেমরমও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাননি। শুধু বলেন, 'আমাদের একটাই কমিটি, ৯১ জনের।' অন্যদিকে সুশীল জানিয়েছেন, নেতৃত্বের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন। তবে মোটেও সন্তুষ্ট নন জেলার আদিবাসী কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, জেলা স্তরে তাঁদের কাজের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে এই নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূলের আদিবাসী সেলের জেলা সভাপতি সন্তোষ হাঁসদা বিষয়টিকে আদিবাসীদের প্রতি বিজেপির আসল রূপ বলে কটাক্ষ করেছেন।

বালুরঘাটে মানসিক ভারসাম্যহীনের দাপাদাপি

ভাঙা বোতল, ইট নিয়ে হুমকি

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : 'খিদে পেয়েছে, খেতে দে। না হলে এই বোতল তোর পেটে ঢুকিয়ে দেব।' কখনও হাতে ভাঙা কাচের বোতল, আধলা ইট নিয়ে, আবার কখনও লাঠি নিয়ে ঘুরছেন এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণ। আর ওই তরুণের দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ বালুরঘাটের খিদিরপুর শিব মন্দির এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচারীরা। শুধু তাই নয়, তাঁর বৃদ্ধা মাও অসুস্থ তরুণের অত্যাচারে নাজেহাল। শেষপর্যন্ত শুক্রবার রাতে বালুরঘাট থানায় এনিয়ে এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, ওই তরুণ কখনও কাউকে ভয় দেখিয়ে খাবার নিয়ে যাচ্ছেন। আবার কখনও কাউকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

বালুরঘাট শহর লাগোয়া হালদারপাড়া নিমতলা এলাকার তরুণ অমূল্য হালদার কয়েক মাস ধরেই মনোরোগে ভুগছেন। তিনি বিধবা মায়ের কাছেই থাকেন। একসময় মাছ ব্যবসায়ী অমূল্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বর্তমানে বাড়ি ছেড়ে বালুরঘাট শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। আবার কখনও বাড়িতে ফিরে বৃদ্ধা মাকে মারধর পর্যন্ত করেন বলে অভিযোগ। তাই ছেলে বাড়ি ফিরলেই ঘর ছেড়ে তাঁর মা পাশের বাড়িতে লুকিয়ে থাকেন। কিছুদিন হল অমূল্য বাড়ি ছেড়ে বালুরঘাট শহরের খিদিরপুর এলাকার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে রীতিমতো ত্রাস হয়ে উঠেছেন ওই তরুণ। প্রথম দিকে যে যা-ই

শহরের ত্রাস

- বালুরঘাটের খিদিরপুর শিব মন্দির এলাকায় কখনও হাতে ভাঙা কাচের বোতল, আধলা ইট নিয়ে, আবার কখনও লাঠি নিয়ে ঘুরছেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক তরুণ
- ওই তরুণের হামলায় আহত হয়েছেন অনেকে
- বাড়িতে ফিরে বৃদ্ধা মাকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ

দিত, তা-ই খেয়ে নিতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর খাবার চাওয়ার পদ্ধতি বদলে গিয়েছে। হাতে ইট, ভাঙা কাচের বোতল নিয়ে গিয়ে ব্যবসায়ীদের ধমকে চমকে খাবার জোগাড় করতে শুরু করেছেন ওই তরুণ। এমনকি পথচারী মহিলাদের উদ্দেশ্যে অপমানজনক কথা বলছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, পথচারীদের দিকে ঢিল ছুড়ে মারছেন বলেও অভিযোগ। আর এ নিয়ে এলাকায় নিত্যদিন ঝামেলা বাধছে।

> অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচারীদের উপর হামলা করছে ওই তরুণ। অনেকে আহতও হয়েছেন। ওকে দেখলেই আমরা অনেক সময় দোকান বন্ধ করে লুকিয়ে থাকছি। পুলিশ ওই তরুণকে ধরে নিয়ে যাক।
>
> **সুমিত দত্ত,** ব্যবসায়ী

খিদিরপুরের ব্যবসায়ী সুমিত দত্ত বলেন, 'অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোনওভাবেই ওই তরুণকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচারীদের উপর হামলা করছেন ওই তরুণ। ওই তরুণের হামলায় অনেকে আহতও হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন সকলে। তাই ওকে দেখলেই আমরা অনেক সময় দোকান বন্ধ করে লুকিয়ে থাকছি। পুলিশ ওই তরুণকে ধরে নিয়ে যাক।'

এবিষয়ে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

হঠাৎ বাঁক।। এনজেপি থেকে নিউ কোচবিহারের পথে ছবিটি তুলেছেন বিভূতিভূষণ নন্দী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পুজোর সময় স্বচ্ছতা পক্ষের সিদ্ধান্ত

কাঠগড়ায় সমগ্র শিক্ষা মিশন

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৩ অগাস্ট : সমগ্র শিক্ষা মিশনের দুই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ শিক্ষক মহলে, যা বাঙালির উৎসব আবেগকে খোঁচা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ১৩ অগাস্ট মিশনের তরফে এমন এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যাতে বিভ্রান্ত শিক্ষক মহল। প্রশ্ন উঠছে, মিশনের কর্ম দক্ষতা নিয়েও। পুজোর সময় স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযানের নির্দেশিকা জারি করেই সমালোচনার মুখে মিশন। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবছরও সরকারি প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক, হাইস্কুলগুলিতে স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযান কর্মসূচি পালন করা হবে। এর জন্য মিশনের তরফে ১৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কর্মসূচি পালনের ছবি অনলাইনে আপলোড করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অথচ দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রত্যেকটি স্কুলই বন্ধ হচ্ছে ২৬ সেপ্টেম্বর। স্কুল যেখানে বন্ধ থাকছে, সেখানে কী করে এমন নির্দেশিকা জারি হয়, উঠছে প্রশ্ন।

বর্তমান সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় অব্যবস্থার নজির ভূরিভূরি রয়েছে। বিভিন্ন নির্দেশিকা নিয়েও একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এবার তাতে সংযুক্ত হল পুজোর সময় সমগ্র শিক্ষা মিশনের স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযানের সিদ্ধান্ত। যা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে শিক্ষক মহলে। হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ মনে করেন, 'শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষকদের চরম অপদস্থ করার জন্যই এধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন শিক্ষা দপ্তরের মাথায় বসে থাকা আমলারা। কীভাবে পুজোর ছুটির মধ্যে এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের অনুকূলে স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযান কর্মসূচির দিন নির্ধারণ হয়, সেটা ওঁরাই বলতে পারবেন।' এমন সব কাণ্ডের জন্য সাধারণ মানুষ

বিভ্রান্তি

- পুজোর সময় স্কুল ছুটিতেও স্বচ্ছতা অভিযানের সিদ্ধান্ত সমগ্র শিক্ষা মিশনের
- এমন নির্দেশিকায় বিভ্রান্ত শিক্ষক মহল মিশনের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে
- বিল্ডিং অ্যাজ লার্নিং এইড প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দেওয়াতেও ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন বলে মনে করেন হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক মানস গোস্বামী। শিক্ষক সংগঠন উপটার মালদা জেলা কমিটির সদস্য রাজেশকুমার সাহা বলেন, 'সমগ্র শিক্ষা মিশনের এমন তুঘলকি সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছি।' এলাকার এক অভিভাবক স্বপন মণ্ডল বলেন, 'স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযান কয়েক বছর ধরে হচ্ছে। আমার মেয়েও এতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পুজোর ছুটির মধ্যে এটা কীভাবে সম্ভব, বুঝতে পারছি না।' এ প্রসঙ্গে জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার সিংঘিকা সুব্বা বলেন, 'পুজোর ছুটির মধ্যে স্বচ্ছতা পক্ষ অভিযানের তারিখ পড়ে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ করেছি। আমরা রাজ্যকে জানিয়েছি। আশা করছি তারিখ পরিবর্তন হবে।'

অন্যদিকে, বিতর্ক তৈরি হয়েছে 'বিল্ডিং অ্যাজ লার্নিং এইড' বা বালা প্রকল্পে স্কুলগুলির বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া নিয়েও। প্রাথমিক স্কুল প্রতি বরাদ্দ কমিয়ে তিন হাজারের পরিবর্তে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। উচ্চ প্রাথমিকের জন্য এক হাজার টাকা এবং সেকেন্ডারি ও হাই সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে দেড় হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'যে অর্থ বরাদ্দ করেছে, তাতে স্কুলের নাম লিখতেই টাকা ফুরিয়ে যাবে।' প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক মানস গোস্বামীর কটাক্ষ, 'যে রাজ্যে দুর্গাপুজোর জন্য ক্লাবের বরাদ্দ একলাফে ৮৫ হাজার থেকে বেড়ে এক লাখ ১০ হাজার হয়, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের বরাদ্দ একলাফে তিন হাজার থেকে কমে পাঁচশো টাকা হয়, সেখানে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না।'

টুকরো খবর

স্পেশাল ট্রেন

মালদা, ২৩ অগাস্ট : আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মালদা টাউন থেকে দিঘা পর্যন্ত স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। সপ্তাহে একদিন চলবে এই পুজো স্পেশাল ট্রেন। প্রতি শনিবার মালদা টাউন স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়বে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত ট্রেনটি চলাচল করবে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও ছটপুজোর জন্য এই স্পেশাল ট্রেনের ঘোষণা করেছে মালদা রেল ডিভিশন। পুজোর ছুটির সময় পর্যটকরা অনেকেই দিঘা ঘুরতে যান। মালদা টাউন স্টেশনেও এই সময়ে যাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। গত কয়েক বছর ধরে রেলের পক্ষ থেকে মালদা-দিঘা স্পেশাল ট্রেন চালানো হচ্ছে। এবারও পুজোর আগেই রেলের পক্ষ থেকে পুজো স্পেশাল ট্রেন ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ট্রেনটির বুকিং শুরু হয়েছে।

দোকানে চুরি

সামসী, ২৩ অগাস্ট : সামসী বাজারে একটি গয়নার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল। শুক্রবার রাতে একদল দুষ্কৃতী ওই দোকানের পেছনের দুটি পাকা দেওয়াল কেটে ভিতরে ঢোকে। তারা গ্যাস কাটার দিয়ে সিন্দুক ভাঙার চেষ্টা করলেও তাতে সফল হয়নি। দোকানের মালিক গোপাল রায় বলেন, 'সিন্দুক ভাঙতে না পেরে ওরা দোকানের অন্য একটি অংশ থেকে কিছু সোনা ও রুপোর গয়না নিয়ে যায়। ওরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও নষ্ট করেছে।'

ঝুলন্ত দেহ

তপন, ২৩ অগাস্ট : শনিবার তপন থানার ৮ নম্বর গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের গুড়াইল গ্রামে রিদয় রবিদাস (২৭) নামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পরিবারে অশান্তির জেরে নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দেন ওই তরুণ। পরিবারের লোকজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের নজরে এলে তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দুই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

সামসী ও তপন, ২৩ অগাস্ট : পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া দুই পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ কফিনবন্দি হয়ে গ্রামে ফিরছে। চাঁচল-১ ব্লকের এক পরিযায়ী শ্রমিকের বৃহস্পতিবার হরিয়ানার গুরুগ্রামে এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের পুনেতে শুক্রবার তপন ব্লকের এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই মৃত্যু মিছিল কোনওভাবেই শেষ হচ্ছে না।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম মাসেরুল আলি (১৯)। তিনি চাঁচল-১ ব্লকের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমগাছি গ্রামের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ওই তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, অগাস্ট মাসের ২ তারিখ মাসেরুল একটি রপ্তানিকারক সংস্থায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে যান। বৃহস্পতিবার মাসেরুল একটি বাণিজ্যিক সংস্থার বাইকে করে তাঁর পিসির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। পথে লরির ধাক্কায় মাসেরুল এবং বাইকচালক মারাত্মকভাবে জখম হন। স্থানীয়রা তাঁদের দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের পর মাসেরুলের কফিনবন্দি মরদেহ সড়কপথে নিয়ে আসা হচ্ছে। মহকুমা শাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায় মৃত তরুণের পরিবারকে সবরকম সহায়তা প্রদান করার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, তপন ব্লকের আজমতপুর-২ পঞ্চায়েতের বাসিন্দা

> দাদা প্রায় ১৮ মাস আগে কাজ করতে পুনেতে গিয়েছিল। শুক্রবার রাতে দাদার মৃত্যুসংবাদ পাই। কী কারণে এমন হল বুঝতে পারছি না।
>
> **অজিত সাহা**
> মৃত সুজিত সাহার ভাই

এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ শুক্রবার মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে উদ্ধার হয়। মৃতের নাম সুজিত সাহা (৩৫)। মৃতের ভাই অজিত সাহা বলেন, 'দাদা প্রায় ১৮ মাস আগে কাজ করতে পুনেতে গিয়েছিল। শুক্রবার রাতে দাদার মৃত্যুসংবাদ পাই। কী কারণে এমন হল বুঝতে পারছি না।'

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বেহাল রাস্তা, নাকচ ছেলেপক্ষের

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ২৩ অগাস্ট : গোয়ালপোখর-২ ব্লকের সূর্যাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসান, রানিপুর, বালুরবাঁধ, বুড়িডাঙ্গি গ্রামগুলির রাস্তার অবস্থা বেহাল। চার কিলোমিটার বেহাল ওই রাস্তাটি পাকা করার দাবিতে ওই এলাকার বাসিন্দারা পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ, বিধায়ক সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দরজায় ঘুরলেও কোনও সমাধান মেলেনি।

এনিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দা সুকান্ত সরকার। তিনি বলেন, 'বেশ কিছুদিন আগে মালদা থেকে ছেলেপক্ষ আমার নাতনিকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু রাস্তায় জলকাদা জমে থাকায় তাঁরা গাড়ি নিয়ে গ্রামের ভিতরে ঢুকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের হেঁটে আসতে হয়। বিয়ের জন্য নাতনিকে পছন্দ হলেও গ্রামের রাস্তার অবস্থা দেখে ছেলেপক্ষ আর এগোয়নি।'

ধানডোবা থেকে বালুরবাঁধ পর্যন্ত গ্রামের রাস্তা কাদা ও গর্তে ভরা। বর্ষাকালে সেখানে গাড়ি তো দূরের কথা, মোটর বাইক নিয়ে যাতায়াত করাটাও বেশ অসুবিধার। স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল বাইন বললেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা ঠিকমতো স্কুলে যেতে পারে না। বর্ষায় কেউ অসুস্থ হলে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারে না। এমন সমস্যার কথা জেনেও গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেয়নি।' যদিও সূর্যাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মারানমই হেমব্রমের কথায়, 'মাস তিনেক আগে পথশ্রী প্রকল্পে লিস্ট করা হয়েছে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে ১২ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য রোজিনা বানুর বক্তব্য, 'এবার পথশ্রী প্রকল্পের তালিকায় ওই রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে। বর্ষার পরে কাজ শুরু হবে।' রোজিনার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন সূর্যাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মারানমই হেমব্রম।

কর্মশালা

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : স্বাস্থ্যের অধিকার সহ একাধিক বিষয়ে শনিবার বালুরঘাটে একটি কর্মশালা হল। এদিন এবিটিএ ভবনে পিপলস রিলিফ কমিটির উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সহযোগিতায় এই কর্মশালা হয়েছে।

শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের অধিকারও সাধারণ মানুষকে ভারতীয় সংবিধান দিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারের কাছে মানুষ কী কী স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারেন, সেবিষয়ে এদিন সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে। জেলা স্তরের কর্মশালার নোডাল পার্সন ডাঃ সৌরভ কুণ্ডু বলেন, 'স্বাস্থ্য পরিষেবা আমাদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। সরকারি হাসপাতালে গিয়ে সাধারণ মানুষ কী চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন, তা নিয়ে সজাগ হলেই স্বাস্থ্যক্ষেত্র উন্নত হবে। আগামীদিনে জেলার দুটি মহকুমা, বিভিন্ন থানা ও বুথ স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কাজ করবেন।'

তক্ষক উদ্ধার

হরিরামপুর, ২৩ অগাস্ট : পুরোনো গাছের কোটরে কিংবা জঙ্গল থেকে নয়, একেবারে বাড়ি থেকে উদ্ধার হল সোনালি রঙের ৫ ইঞ্চির তক্ষক। শুক্রবার রাত নয়টা নাগাদ হরিরামপুর থানার কলসি গ্রামের মির কাসেম আলির বাড়ি থেকে তক্ষকটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাণীটি দেখেই কৌতূহল চেপে রাখতে পারেননি মির কাসেমের পরিবারের সদস্যরা। জাল দিয়ে আটকে হরিরামপুর থানায় খবর দিলে শুক্রবার হরিরামপুর থানার পুলিশ তক্ষকটি উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেয়। তক্ষকটির বাজারমূল্য ৬০-৬৫ লক্ষ টাকা।

তখন গভীর জলে মৎস্যজীবীর খোঁজে। শনিবার হাটখোলায়।

গঙ্গায় নিখোঁজ মৎস্যজীবী

বৈষ্ণবনগর, ২৩ অগাস্ট : গঙ্গায় মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ হলেন এক মৎস্যজীবী। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চর সুজাপুর হাটখোলা এলাকায়। নিখোঁজের নাম হিরু মণ্ডল (২৬)। চর সুজাপুরের অমৃত সরকারপাড়ায় তাঁর বাড়ি। হিরুরা তিনজন মিলে গঙ্গায় মাছ ধরছিলেন। জাল টানার সময় স্রোতের কারণে নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যান।

প্রতিদিনের মতো এদিন ভোর পাঁচটার দিকে হিরু, সুশান্ত মণ্ডল এবং নীতিবাস মণ্ডল ছোট নৌকা নিয়ে গঙ্গায় মাছ ধরতে যান। মাছ ধরার জাল টানার সময় আচমকা স্রোতের টানে ভারসাম্য হারিয়ে হিরু নদীতে পড়ে যান। মুহূর্তের মধ্যে তিনি তলিয়ে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। নীতিবাস বললেন, 'আমরা অনেক চেষ্টা করেও হিরুকে উদ্ধার করতে পারিনি। নদীর স্রোত এতটাই বেশি ছিল যে কিছু করার উপায় ছিল না।'

খবর পেয়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অনুসন্ধান শুরু করে। পরে রায়গঞ্জ থেকে বিশেষ ডুবুরি দল এবং এনডিআরএফ বাহিনী এসে উদ্ধারকাজে নামে। কিন্তু এদিন খবর লেখা পর্যন্ত হিরুর খোঁজ মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল সরকার বলেন, 'গঙ্গায় স্রোত প্রচণ্ড। মৎস্যজীবীরা জীবন বাজি রেখে মাছ ধরতে নামেন। প্রশাসনের উচিত, এখানে নিয়মিত টহলদারি বাড়ানো।' হিরুর নিখোঁজ হওয়ার খবর এলাকায় পৌঁছাতেই পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। হিরুর বাবা কালাচাঁদ মণ্ডল ভাঙা গলায় বললেন, 'প্রতিদিনই ছেলে মাছ ধরতে যেত। এদিন আর ফিরল না।'

বৃষ্টিতে জলবন্দি বোচাহি গ্রাম

আজাদ

মানিকচক, ২৩ অগাস্ট : নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকলে কী অবস্থা হয়, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মানিকচকের বোচাহি গ্রামের বাসিন্দারা। বন্যার জলে নয়, বৃষ্টিতে জলবন্দি হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রা। গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তায় জল ঠেলে পার করতে হচ্ছে আট থেকে আশিকে। ছোটদেরও ঘরবন্দি করে রাখা হয়েছে। অঘটনের আশঙ্কায় বাচ্চাদের বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছেন না অভিভাবকরা।

অভিযোগ, মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির কর্তাদের একাধিকবার বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজের কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ই-মেল মারফত লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তারপরেও নেওয়া হয়নি কোনও উদ্যোগ বলে অভিযোগ। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডল।

জল পেরিয়ে স্কুলে যাতায়াত। শনিবার বোচাহি গ্রামে।

স্থানীয় বাসিন্দা রমেনচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'প্রতি বছর চার মাস জমা জল ভেঙে যাতায়াত করতে হয়। অনেকসময় দুর্ঘটনাও ঘটছে। শিশুদের কোনও বিপদ ঘটলে তার দায় কে নেবে?' কিন্তু নিকাশি সমস্যা কেন ওই এলাকায়? স্থানীয়রা জানালেন, আড়াই দশক আগে ছবিটা এরকম ছিল না। সেসময় এলাকায় জলনিকাশি বলতে ছিল রাস্তার পাশে একটি জলাশয়। বৃষ্টির জমা জল সেখানে গিয়ে পড়ত। পরে জমি মাফিয়াদের নজর পড়ে রাস্তার পাশের জলাশয়টির ওপর। রাতের অন্ধকারে পুকুরটি বেশিরভাগ অংশ কে বা কারা ভরাট করে দেয়। ফলে জলনিকাশির আর কোনও ব্যবস্থা থাকল না।

অন্যদিকে গ্রামের রাস্তাটি অনেক নীচু। এতে আশপাশের সমস্ত এলাকার জল এই রাস্তার উপরে এসে জমা হয়। প্রতি বছর বর্ষার সময় প্রায় চার মাস জলমগ্ন থাকে এই রাস্তা। এই জল ঠেলেই স্কুলে যাতায়াত করতে হয় খুদেদের। অভিভাবকদের অভিযোগ, এতে পড়াশোনার ক্ষতি হয় তাদের। এত সমস্যা সত্ত্বেও প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

যদিও মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডল আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন, "সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে' নিকাশিনালার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশা করছি, দ্রুত কাজ শুরু হবে।"

শিশু কিশোর আসর

প্রাণীদের মধ্যে বাদুড় হল ঘুমে চ্যাম্পিয়ন। ওদের কেউ কেউ তো দিনে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়।

আলোর উৎসবে আমার মতে সবচেয়ে ভালো হল... লেখালেখি

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

শিশু কিশোর আসরের ডাকে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। এবার নির্বাচিত দশজন পড়ুয়ার লেখা প্রকাশিত হল। খুব ভালো লাগছে এটা ভেবে যে, পড়ুয়ারা নিজের মাকে নিয়ে নিজের মতো করে অনেক কিছু ভেবেছে। সব কথা সবাই সব সময় মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না। তা না পারলেও তাদের ভাবনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। একজন শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের মনে তার প্রিয়জন সম্পর্কে আনকোরা ভাবনা আমাদের কাছে মূল্যবান। তাই আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে তোমাদের আরও কিছু লেখা প্রকাশিত হবে।

দশ পড়ুয়ার চোখে
মা দশভুজা

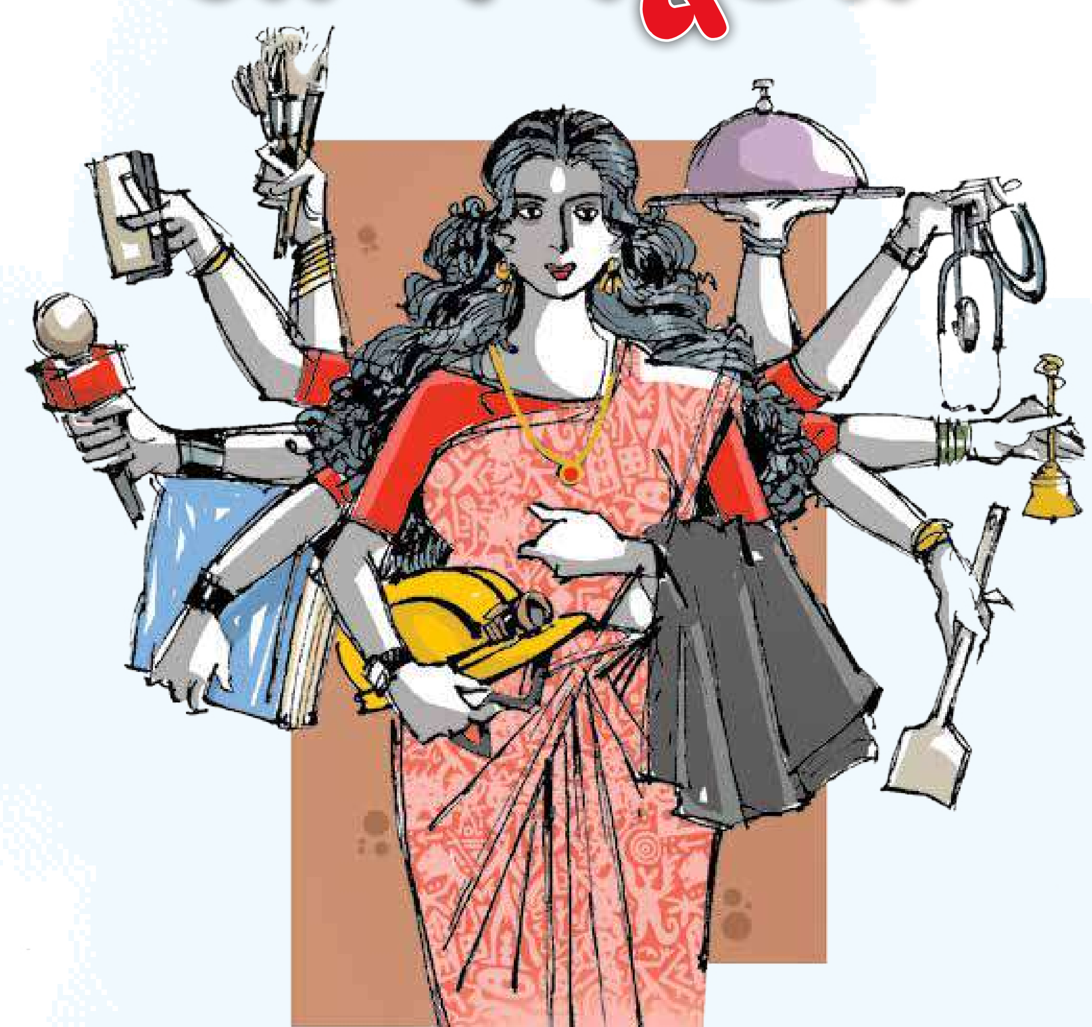

আমাদের লেখালেখি

সবার বন্ধু

মা মানে হল আদর, ভালোভাসা আর শাসন। মা আমার বন্ধু, বাবারও বন্ধু। সব সময় আমাদের পরিবারের সকলের মঙ্গল চান। মা আমার সকাল-বিকাল। মা মানে বাবার ব্যস্ততাকে কমিয়ে দেওয়া। মা মানে সংসারের ফুটো সেলাই করা মেশিন। মা মানে নির্ভয়ে পরীক্ষা দেওয়া। মা মানে হল নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারা। মা মানে হল আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। মাকে আমার দেবী মনে হয়। মায়ের প্রতি অন্তরের প্রণাম।

-সুমি বাস্কে,
নাজিরপুর উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)

খেলার সাথি

দেবী দুর্গার মতোই আমার মা আপনাদের দুই বোনকে দুই হাতে সামলান। সারাদিন বাড়ির সব কাজ সেরে আমরা কখন কী করব সেই রুটিন তৈরি করে দেন। মা পাশে বসে থাকলে পড়া, আঁকা, হাতে কাজ- সব করে নিতে পারি। ছুটির দিনে মা ভালো ভালো গল্প শোনান। আমাদের সঙ্গে লুডো আর রান্নাবাটিও খেলেন। আমার যখন জ্বর হয় তখন গান শুনিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে দেন। ভুল করলে শাসন করেন, ঠিক জিনিস শিখিয়ে দিয়ে আদরও করেন। অনুষ্ঠানের আগে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন। যখন দুঃখ, কষ্ট, রাগ অভিমান সব শোনার জন্য সময় বের করে বসে থাকেন। তাইতো আমার মা আমার দুর্গা।

-প্রতিভা সরকার,
সরস্বতী বিদ্যামন্দির, ইসলামপুর

সেরা শিক্ষক

পৃথিবীতে সবার কাছেই মা সবচেয়ে আপনজন। আমার কাছেও আমার মা সবচেয়ে প্রিয়। মাকে ছাড়া আমি একটি দিনের কথাও ভাবতে পারি না। মাকে আমি খুব ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। মা আমাকে খুব স্নেহ করেন। সব সময় আমাকে নিয়ে ভাবেন। সব সময় খুবই ভোরে ঘুম থেকে উঠেন। আমাকে রোজ সকালে খাবার তৈরি করে দেন। স্কুলে যাওয়ার সময় আমার বইপত্র গুছিয়ে দেন। মা আমার সেরা শিক্ষক। মা আমাকে পড়া শেখান, কঠিন বিষয়গুলো খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেন। মা যেন দশ হাতে দুর্গা। সব কিছু নিজেই সামলে নিতে পারেন। মায়ের অনেক ভালো গুণ আছে। আমি সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করি। মা আমার জীবনের আলো এবং আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

-অঙ্কুশ ঘোষ,
ডেফোডিলস ইংলিশ অ্যাকাডেমি, মালদা

খুব ভালো লাগে

আমার মা হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। যদিও তিনি ব্যস্ত থাকেন, তিনি সব সময় আমার সঙ্গে খেলা এবং কথা বলার জন্য সময় বের করেন। মা আমার দেখাশোনাও করেন। তিনি আমার জামাকাপড় এবং বইখাতা গুছিয়ে দিয়ে আমাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। আমি জানি তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু তিনি কখনও অভিযোগ করেন না। তাই মাকে আমার খুব ভালো লাগে।

-শুভায়ু ঘোষ,
এপিক পাবলিক স্কুল, কোচবিহার

দেখে মনে হয় মা'ই যেন দুর্গা

সকাল সাতটা। আমার মা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে ভেজা চুলে টাওয়াল জড়িয়ে সুরেলা কণ্ঠে আমার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন উঠে পরো মা, তাড়াতাড়ি তৈরি হও। তারপর ঠাকুরঘর থেকে ছোট ঘণ্টার টিংটিং আওয়াজ। সঙ্গে – কৃষ্ণায় বাসুদেবায় মন্ত্র উচ্চারণের মাঝে আমার উদ্দেশ্যে একটু কড়া সুর চড়িয়ে 'করে কথা কানে গেল না?' আবার মন্ত্র যে শ্রাবণের বারিধারা। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। আমি ঘুমে তখনও বালিশ জড়িয়ে ভারী সকালটা কেন যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসে বুঝিনা। সকালের চোখে কি ঘুম নেই? ভাবি আমার স্কুলটা যদি আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে হত তাহলে আরও একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু আমার স্কুলটা একটু দূরে মায়ের সঙ্গে টোটোতে যেতে প্রচণ্ড যানজটের মধ্যে পড়তে হয়। মা আমার জন্য দু'হাতে খাবার তৈরি, টিফিন তৈরি করতে করতে ঘাড়ে মোবাইল ফোন রেখে মাথা দিয়ে চেপে টোটোওয়ালাকে ফোন। তাড়াতাড়ি গেটে এসে দাঁড়াও। গুনগুন তৈরি হচ্ছে। আবার আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার – ' কিরে এখনও ঘুমোচ্ছিস?' দেখলাম মা চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকিয়ে কী সব বিড়বিড় করে বলছে। আর রক্ষে নেই, এবার বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। ওদিকে বাবা নিশ্চিন্তে গুমোচ্ছে, বাবা জানে মা আমাকে স্কুলে পৌঁছে ফেরার পথে সবজি বাজার করে ফিরে রান্না করবে। শুধু তাই নয়, আমার ছোট বোনের জন্য আলাদা রান্না। তার পরিচর্যা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর মোছা, সঙ্গে আবার অফিশিয়াল কাজ করে দেওয়া থেকে বাবার কাজের লোকজনদের চা করে দেওয়া আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন সবকিছুই দৈনন্দিন মাকে করতে হয়। আর তা দেখেই আমার মনে হয় দুশভুজা দুর্গা বাস্তবে স্বয়ং আমার মা।

-দেবাঙ্গী দাস,
টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল, বালুরঘাট

সবচেয়ে আপনজন

আমার জীবনের শুরুই হয়েছে মায়ের কোল থেকে। মা আমাকে ভালোবাসেন নিঃস্বার্থভাবে। আমি দুঃখ পেলে মা কষ্ট পান। মা সব সময় আমার ভালো চান। তিনি আমাকে শিখিয়ে দেন সঠিক পথ। বকাও দেন আবার জড়িয়ে ধরে আদর করেন। মায়ের মুখে হাসি মানে আমার শান্তি। মা না থাকলে পৃথিবীটা অন্ধকার লাগে। তিনি আমার বন্ধু, পথপ্রদর্শক আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি।

-হৃদ্ধিমা রায়,
শিশু বিতান কেজি স্কুল, ধূপগুড়ি।

বিদ্যা রূপেণ

মা আমাদের এই পৃথিবীটার আলো দেখায়। ছোট থেকে বড় করে। শিশুশিক্ষাও আমরা মায়ের কাছেই পাই। আমার মা পেশায় শিক্ষিকা। মা আমাকে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আঁকা এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করে। দুষ্টুমি করলে আমাকে বকা দেয়। কিন্তু অন্য কেউ আমার নামে কিছু বললে মা দুর্গা যেমন মহিষাসুর বধের সময় রেখে গিয়েছিলেন সেরকমই আমার মা তার উপর রেগে যায়। তাই মা আমার কাছে মা দুর্গার চেয়ে কিছু কম নয়। মা দুর্গা যেমন দশ হাতে সব সামলান আমার মা দু'হাতেই সেসব কাজ নেয়। আমি বড় হয়ে আমার মায়ের মতো হতে চাই।

-দৃশানা নন্দী,
সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মাটিগাড়া

অভয়া শক্তি

সারাদিন পর যখন এসে মায়ের কোলে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নিই তখন মনে হয় যেন পৃথিবীর অমৃত সুখ লাভ করেছি। একজন 'মা' সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তাঁর সন্তানকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করেন। নিজের জীবনের ইচ্ছেগুলোকে তাঁর সন্তানের মাধ্যম দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। 'মায়ের' এই ত্যাগ না থাকলে শিশু পৃথিবীতে তার আপন ঠিকানাই খুঁজে পেত না। দেবী দুর্গা যেমন দশ হাতে সমস্ত সন্তানকে রক্ষা করেন, আবার যেন সেই হাতেই অসুরও বিনাশ করেন। তেমনভাবেই আমার মা সব কিছু সামলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই ভয় পান না।

-জয়িতা কর্মকার,
বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুল

সদাহাস্যময়ী

আমার মা একজন কর্মঠ মহিলা, যিনি দশভুজা দেবী দুর্গার মতো সবকিছু একা হাতে সামলান। তিনি সংসার ও কর্মজীবনের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য একহাতে একনিষ্ঠভাবে পালন করেন। মা দু'হাতে দশটা কাজ করলেও তার মধ্যে কখনওই ক্লান্তিবোধ আসে না। তাঁর একমুখ হাসি আর কর্মক্ষমতা আমার অনুপ্রেরণা। দশভুজার মতো, মা ও আমাদের জীবনে সকল সমস্যার সমাধান করে চলেছেন, তার বদলে তার কোনও আবদার ও আক্ষেপ নেই। তার আত্মবিশ্বাস এবং কাজের উদ্যম দেখে আমি গর্বিত। মায়ের কাছে কোনও কাজই কঠিন নয়, সব কিছুই তিনি হাসতে হাসতে সামলে নেন। দশভুজা দুর্গার মতো মা-ও আমাদের জীবনে সুরক্ষা ও আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। আমি মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি আমার ও পরিবারের জন্য এতকিছু করেন।

-স্বাধ্যায়ী সরকার,
সেন্ট পলস স্কুল, পাহাড়পুর

বিপদে শান্ত

আমার মা রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দশভুজার মতো বাড়ির সমস্ত কাজ করে আমাকে উঠে দশভুজার মতো বাড়ির সমস্ত কাজ করে আমাকে নিয়ে পড়তে বসায়, আমাকে রোজ স্কুলের টিফিন বানিয়ে দেয়, স্কুলের পোশাক পরিয়ে দেয়। আমার ঠিকমতো খাওয়া হচ্ছে কিনা মা সেটা নজর রাখেন, স্কুলের ঠিকমতো পড়া পারছি কিনা মা সেটা খেয়াল করেন এবং পড়া বুঝিয়ে সেটা তৈরি করে দেন। আমার শরীর খারাপ হলে মায়ের উদ্বেগের শেষ থাকে না, আমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়া, সময় মতো ওষুধ খাওয়ানো এবং সারারাত জেগে আমার সেবা করা- সব মা হাসিমুখে করেন। আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা যায় কী করে বিপদে মাথা ঠান্ডা রেখে হাসিমুখে তার মোকাবিলা করতে হয়।

-সায়ন কুণ্ডু,
বালুরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়

অক্ষর সাজাও

- বাদিক্রচলক
- উপতিতিঠড়
- তগুবর্জিপাব
- হাহাসরিপস্য
- সলতলিখাস্ব
- চাড়পষোশোর
- সসারংক্ষিপ্ত

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : অগ্নিসংযোগ, হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান, সুবর্ণ সুযোগ, সংবাদদাতা, শবসৎকার, লালনপালন, মূলোৎপাটন

তিমির হাড় থেকে প্রাচীন হাতিয়ার

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, প্রায় ২০,০০০ বছর আগে মানুষ তিমির হাড় দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করত। এই সময়টা ছিল তুষার যুগের শেষ পর্যায়। তখন সমুদ্রতটে ভেসে আসা মরা তিমির বড় বড় হাড় সংগ্রহ করত তখনকার মানুষ। পাথরের মতো শক্ত ও টেকসই হওয়ায় এই হাড় থেকে তারা নানা অস্ত্র তৈরি করত।

তারও আগে মানুষ কাঠের ডগায় ধারালো পাথরের ফলক দিয়ে বর্শা বানাত। মানুষের তৈরি এই ধরনের অস্ত্রের বয়স অনেক। আর বর্শার পাথরের ডগা সারা বিশ্বে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীনতমটির সন্ধান মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই অস্ত্র তৈরি হয়েছে আনুমানিক ৬৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

গত সংখ্যার উত্তর
তাপমাত্রা, ভাইরাস, জিভ, চোখ

আমি বাতাসে ভেসে আছি। আমাকে তুমি চোখে দেখতে পাও না। আমি আছি বলেই তুমি আছ। বলো তো আমি কে?

আমি এক অঙ্কের একটি সংখ্যা। আমাকে আমার সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে আমার কোনও পরিবর্তন হবে না। বলতো আমি কত সংখ্যা?

আমরা তোমার সঙ্গেই থাকি। সবকিছু শুনতে পাই। কিন্তু কারও কথার কোনও জবাব দিই না। বলোতো আমরা কে?

এমন একটা জিনিস যা সব সময় তোমার মাথার উপরেই থাকে, কখনও তাকে নীচে নামতে দেখা যায় না। বলোতো কী?

আঁকিবুকি

আঁখি সাহা, প্রথম শ্রেণি,
সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মাটিগাড়া

মানালী পাল, নবম শ্রেণি,
সেন্ট্রাল গার্লস উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

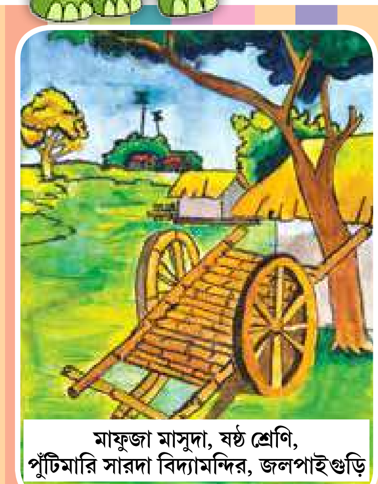

মাফুজা মাসুদা, ষষ্ঠ শ্রেণি,
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

জিনিয়া ভৌমিক, তৃতীয় শ্রেণি,
শিলিগুড়ি পাঠভবন, দেশবন্ধুপাড়া

প্রবল বৃষ্টিতে হড়পায় বিধ্বস্ত চামোলি

উত্তরাখণ্ডে আবার ধস, মৃতের সংখ্যা ১

দেরাদুন, ২৩ অগাস্ট : দুর্যোগের বিভীষিকা আবার ফিরে এল উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে। শুক্রবার রাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দু'জন নিখোঁজ। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ধস নামায় বহু বাড়িঘর, দোকানপাট এবং একাধিক সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, থারালি বাজার ও থারালি তহশিল কমপ্লেক্স ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে গিয়েছে। এসডিএম-এর সরকারি বাসভবন, দোকানপাট ও অনেক গাড়ি ভেসে গিয়ে চাপা পড়েছে কাদামাটির নীচে। পাশের সাগওয়ারা গ্রামে একটি ভবনের ভিতর ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে এক কিশোরী আটকে পড়েছে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

চেপডন বাজারের বহু দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত। ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় বন্ধ থারালি-গ্বালদাম ও থারালি-সাগওয়ারা সড়ক। এতে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। গভীর রাতের বিপর্যয়ের আতঙ্কে ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাত থেকেই এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর উদ্ধারকারী দল কাজ শুরু করেছে।

চামোলির জেলা শাসক সন্দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, 'মেঘভাঙা বৃষ্টিতে থারালি এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিরাট আয়তনের পাহাড়ি ধসে বহু ঘরবাড়ি, এমনকি এসডিএম-এর বাসভবনও সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' অতিরিক্ত জেলা শাসক বিবেক প্রকাশ জানান, 'ইতিমধ্যে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিপন্ন লোকজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনীও নেমেছে। তারা মেডিকেল টিম, অনুসন্ধানী কুকুর ও উদ্ধারকারী দল নিয়ে ঘটনাস্থলে কাজ করছে। তবে রাস্তাঘাট ভেঙে যাওয়ায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।'

> চামোলির থারালি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পেয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ ও পুলিশ ত্রাণকাজে লেগে গিয়েছে। আমি সবার নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।
>
> **পুষ্কর সিং ধামি**

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, তিনি পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'চামোলির থারালি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পেয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ ও পুলিশ ত্রাণকাজে লেগে গিয়েছে। আমি সবার নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।'

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে দেরাদুন, তেহরি, উত্তরকাশী, পিথোরাগড়, নৈনিতাল ও বাগেশ্বর জেলায় প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

যেন ধারালির পুনরাবৃত্তি। বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার থারালি গ্রাম। শনিবার।

লাফিয়ে হই পার... মঙ্গল বা চাঁদ নয়, খানাখন্দে ভরা রাস্তায় বাইক আরোহী। শনিবার রাজকোটে।

অনিল আম্বানির বাসভবনে সিবিআই হানা

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না রিলায়েন্স এডিএজি গোষ্ঠীর কর্ণধার শিল্পপতি অনিল আম্বানির। ৩০৭৩ কোটি টাকার একটি ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় শনিবার সকালে তাঁর বাসভবনে হানা দেয় সিবিআই। সকাল সাতটা নাগাদ মুম্বইয়ের সিউইন্ড, কাফে প্যারেডের বাংলোয় পৌঁছোয় সিবিআইয়ের ৭-৮ জন আধিকারিক। সূত্রের খবর, সিবিআই তল্লাশির সময় বাড়িতেই ছিলেন অনিল আম্বানি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

অনিল আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড

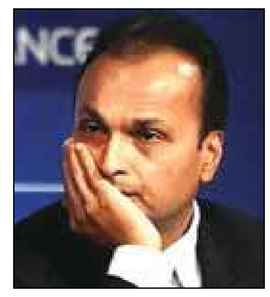

বা আরকমের বিরুদ্ধে মোট ৩০৭৩ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে এসবিআই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অনিল আম্বানি, তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী লোকসভায় জানিয়েছিলেন, আরকম এবং তার প্রোমোটার ডিরেক্টর অনিল আম্বানিকে সরকারিভাবে জালিয়াত বলে ঘোষণা করেছে এসবিআই। গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে রয়েছেন ভারতের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ভাই অনিল আম্বানি। সম্প্রতি ইডি দপ্তরে জেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। ১৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশে ভারতের চাল রপ্তানি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : গত ১৫ এপ্রিল থেকে বন্ধ থাকার পর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে ফের চাল রপ্তানি শুরু করেছে ভারত। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের বাজারে চালের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হওয়ায় সেই দাম কমবে বলে আশা ব্যবসায়ীদের। ভারতের ৯টি ট্রাকে মোট ৩১৫ মেট্রিক টন চাল বেনাপোল বন্দরে ঢুকেছে। বেনাপোলের আমদানিকারক সংস্থা মেসার্স হাজি মুসা করিম অ্যান্ড সন্স-এর কর্তা আব্দুস সামাদ জানান, মঙ্গলবার থেকে চাল বোঝাই ৯টি ট্রাক ৩১৫ মেট্রিক টন চাল নিয়ে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে অপেক্ষা করছিল। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ ট্রাকগুলি বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে। রবিবার থেকে আমদানি আরও বাড়বে বলে আশা ব্যবসায়ীদের। এই অবস্থায় বাজারে চালের দাম কেজিতে ৫ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত কমার কথা জানান ব্যবসায়ীরা।

বেনাপোলে উপ-সহকারী আধিকারিক শ্যামল কুমার নাথ জানালেন, ১৫ এপ্রিল শেষবার ভারত থেকে চাল আমদানি হয়েছিল। এরপর বৃহস্পতিবার আবার চাল আমদানি শুরু হয়েছে।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর

ওয়াশিংটন, ২৩ অগাস্ট : বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ভারতে আমেরিকার পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমি সার্জিও গোরকে মনোনীত করেছি। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় তিনিই হবেন আমার বিশেষ দূত।'

বর্তমানে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেল ডিরেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন গোর। দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলয়ে রয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গোরকে ফেডারেল প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব দেন ট্রাম্প। সেই কাজ শেষের পথে

বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'গোরের নেতৃত্বাধীন বাছাই-দল ফেডারেল দপ্তরগুলির ৯৫ শতাংশ শূন্যপদ পূরণ করেছে। গোর শুধু আমার খুব ভালো বন্ধু নন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমার পাশে রয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় এমন কাউকে দরকার ছিল, যাঁর ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায়।' ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে নতুন রাষ্ট্রদূত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন ট্রাম্প।

যদিও গোরকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল টেসলা-কর্তা এলন মাস্কের। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সরকারে অংশ নিয়েছিলেন মাস্ক। কিন্তু প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। গোরের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছিলেন তিনি। সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সময় গোরকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন টেসলা প্রধান।

গ্রেট নিকোবরে পরিবেশ নিয়ে শঙ্কায় জয়রাম

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : গ্রেট নিকোবরের মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পকে মহা-পরিবেশ বিপর্যয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ। তাঁর অভিযোগ, 'এই প্রকল্পকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে না যে, এতে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে।' রমেশ জানান, এই বিষয়ে তিনি আগেই কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং প্রকল্প নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনা থেকে কোনও বাস্তব ফল মেলেনি বলে তাঁর আক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, ওই প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার এখনও বনাধিকার আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হয়নি।

অনলাইন বেটিংয়ে ধৃত কং বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং রুখতে মোদি সরকার নড়েচড়ে বসতেই সাফল্যের মুখ দেখল ইডি। দু-দিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালানোর পর একটি বেআইনি বেটিং চক্রের হদিস পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারই সূত্র ধরে শনিবার সিকিম থেকে কংগ্রেসের বিধায়ক কেসি বীরেন্দ্র পাপ্পিকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তাঁকে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ট্রানজিট রিমান্ডে বেঙ্গালুরুর আদালতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা সহ মোট ১২ কোটি টাকা নগদ, ৬ কোটি টাকার সোনার অলংকার, ১০ কেজি রুপোর থালাবাসন এবং চারটি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা।

এর পাশাপাশি বীরেন্দ্রর ভাই কেসি নাগরাজ এবং তাঁর ছেলে পৃথ্বী এন রাজের থেকে বিভিন্ন সম্পত্তির নথিপত্রও উদ্ধার করেছে ইডি। ১৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ২টি ব্যাংক লকার ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে নেমে ইডি জানতে পেরেছে, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গের বিধায়ক কিং ৫৬৭ এবং রাজা ৫৬৭ নামে একাধিক বেটিং প্ল্যাটফর্ম চালাচ্ছিলেন। দুবাইয়ের একাধিক আন্তর্জাতিক ক্যাসিনো এবং গেমিং অপারেশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ওই কংগ্রেস নেতা। শুক্রবার থেকে সিকিম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান

এবং গোয়ার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযানে নামে ইডি। পাপ্পিস ক্যাসিনো গোল্ড, ওসান রিভার্স ক্যাসিনো, পাপ্পিস ক্যাসিনো প্রাইড, ওসান ৭ ক্যাসিনো এবং বিগ ড্যাডি ক্যাসিনো নামে পাঁচটি ক্যাসিনোকে নিশানা করেছিল ইডি।

জেপিসিতে বাদ তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সংবিধান বিলের জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে কোনও সদস্যকে মনোনীত না করার।' শনিবার এক বিবৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, 'আমরা ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছি। আমাদের মতে, এই যৌথ সংসদীয় কমিটি পুরোপুরি প্রহসন। তাই এই কমিটিতে আমাদের কেউ থাকছে না।'

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কর্মহীন ১ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : বিকশিত ভারতের কথা প্রায়ই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে। দেশের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম বলেও দাবি করা হয় গেরুয়া শিবিরের তরফে। কিন্তু যে দাবিই করা হোক, বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণের দাপটে ক্রমশ বিবর্ণ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির জেল্লা। সংসদে সম্প্রতি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাষ্টায়ত্ত সংস্থার (সিপিএসই) ১ লক্ষেরও বেশি কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন।

সিপিএমের লোকসভার সাংসদ সচিথানাথম আর জানতে চেয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে সিপিএসই-গুলিতে বেসরকারিকরণের দাপটে কতজন কাজ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কতজন এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের তাও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার তার জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী বিএল

বেসরকারিকরণের ধাক্কা

ভার্মা লোকসভায় এক লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, ২০১৯-২০-তে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৯.২ লক্ষ। কিন্তু বিলগ্নিকরণ এবং বেসরকারিকরণের জেরে ২০২৩-২৪-এ সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৮.১২ লক্ষে। অর্থাৎ ১ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী চাকরিচ্যুত হয়েছে গত পাঁচ বছরে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নিয়মিত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৯-২০ সালে ৯.২ লক্ষ থেকে কমে ২০২০-২১ সালে ৮.৬ লক্ষ হয়েছিল। ২০২১-২২ সালে সেটা আরও কমে দাঁড়ায় ৮.৩৯ লক্ষে। ২০২৩-২৪ সালে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা আরও কমে দাঁড়ায় ৮.১২ লক্ষে। কেন্দ্রের তরফে এও জানানো হয়েছে, পাঁচ বছরে এসসি, এসটি কর্মীদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। তবে ওবিসি কর্মচারীদের সংখ্যাটা ১.৯৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ২.১৩ লক্ষ হয়েছে। পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভের মাসিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ে দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৫ শতাংশের বেশি।

২০২২-২৩ সালের রিপোর্টে গড় বার্ষিক বেকারত্বের হার ছিল সবচেয়ে কম, ৩.২ শতাংশ। এই অবস্থায় অভিযোগ উঠেছে, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে সরকার কোষাগার ভরাতে চাইছে। তবে কর্মীস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কেন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ করা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকের মৃত্যুতে রহস্য

ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : বাংলাদেশের প্রথমসারির সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা বাড়ছে। শনিবার মুন্সিগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই বলে ময়নাতদন্তের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক শেখ মহম্মদ এহসানুল ইসলাম জানিয়েছেন। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে রিপোর্টে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, 'মৃতের দাঁত, চুল, লিভার, কিডনি, পাকস্থলীর নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো সম্ভব হবে।'

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাড়ি থেকে বার হওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যান আজকের পত্রিকায় জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকার। শুক্রবার মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদীতে হিন্দু সাংবাদিকের দেহটি ভাসতে দেখা যায়। কীভাবে ঢাকার এক সাংবাদিকের দেহ মুন্সিগঞ্জের নদী থেকে উদ্ধার হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর পরিজনেরা।

সভাপতি বাছাই ঘিরে বিজেপিতে জট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অঙ্কে পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বাছাইয়ের সমীকরণ করতে চাইছে বিজেপি। আরএসএস করে উঠে আসা সিপি রাধাকৃষ্ণনকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ-র পদপ্রার্থী করে পদ্মশিবির বুঝিয়ে দিয়েছে, সংঘের পছন্দে সায় রয়েছে তাদের। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যেমন আরএসএসের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি, তেমনই জাতীয় সভাপতি নির্বাচনেও মোদি-শা জুটি এবার নিজেদের ঘনিষ্ঠ কাউকে দলের শীর্ষ আসনে বসানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তবে বিজেপির অন্দরের খবর, মোদি-শা জুটি যেখানে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে ঘনিষ্ঠ নেতৃত্বকে সামনে আনতে চান, সেখানে আরএসএস চাইছে নিজেদের পছন্দের কোও 'সংঘপন্থী' নেতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মোদি-শা-কে চাপে রাখতে আরএসএস তাই নিজেদের পছন্দের লোককেই বিজেপি সভাপতির আসনে বসাতে মরিয়া। কিন্তু যেহেতু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আরএসএসের পছন্দ মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই বিজেপি সভাপতি বাছাইয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

এক বিজেপি সাংসদ বলেন, 'বিহার ভোটের আগেই নতুন জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে।' ইতিমধ্যে পরবর্তী সভাপতি হিসেবে কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেই ব্যাপারে দলের শীর্ষনেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে মতামত চেয়েছেন বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব।

অফবিট

তালাক চাইলে আগে 'লকআপ হানিমুন'

রোমানিয়ার ট্রান্সিলভেনিয়ার ছোট্ট গ্রাম বিয়ারটানে ছিল এক অদ্ভুত রীতি। এখানে নাকি প্রায় ৩০০ বছরে মাত্র একবারই তালাক হয়েছে। রহস্যটা কী জানেন? তালাক চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে আদালত বা কোর্টে যাওয়ার সুযোগ

ছিল না। বরং স্বামী-স্ত্রীকে পাঠানো হত এক বিশেষ কক্ষে, যেখানে অন্তত দু'সপ্তাহ ধরে একসঙ্গে বন্দি থাকতে হত। একে বলা হত 'লকআপ হানিমুন'।

বন্দি মধুচন্দ্রিমার সেই ঘরটাও ছিল চমকপ্রদ। ঘরের ভিতরে থাকত একটি মাত্র খাট, একটি প্লেট, এক সেট চামচ-ছুরি, একটি চেয়ার আর একটি টেবিল। রান্না, খাওয়া, ঘুম, গল্প, ঝগড়া, মারামারি—সব কিছু দম্পতিকে করতে হত একসঙ্গে একই জায়গায়। বোঝাই যাচ্ছে লকআপ হানিমুনের লক্ষ্যটা ছিল শাস্তি দেওয়া নয়, বরং ঝগড়া থামিয়ে, জোর করে হলেও দু'জনকে মুখোমুখি বসানো। কথা হোক বা চুপচাপ বসে থাকা—কোনও না কোনওভাবে সম্পর্কটা নিয়ে ভাবার সুযোগ পেতেন দু'জনেই।

ফলাফল? ভাঙতে বসা সব দাম্পত্য সম্পর্কই আবার জোড়া লেগে যেত। এই টোটকা বিফলে যেত না। তিনশো বছরে ব্যতিক্রম বলতে একটিই। ওই নিভৃতবাস থেকে বেরিয়ে আসার পর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে দেখা গিয়েছে একটি মাত্র দম্পতিকে। বাকিদের লকআপ হানিমুনে থাকতে থাকতে মন পরস্পরের প্রতি নরম হয়ে যেত। অবসান হত ভুল বোঝাবুঝির।

কেউ কেউ মজা করে বলতেই পারেন, আজকের দিনে কাউন্সেলিং সেন্টার বা বিবাহবিচ্ছেদ পরামর্শদাতার বদলে এই পদ্ধতি ফের চালু করা গেলে অনেক বিবাহই হয়তো বাঁচত! হয়তো!

দুবাইয়ের এআই-শেফ

বিদেশে বেড়াতে গিয়ে আপনি রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। আর তৎক্ষণাৎ সামনেই হাজির এক বিশাল হলোগ্রাফিক বাবুর্চি। নাম তার, ধরা যাক, 'শেফ আইমান'। তবে এই ভদ্রলোক রক্তমাংসের কোনও মানুষ নন মোটেই। বরং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-চালিত এক সুপার-শেফ! কল্পবিজ্ঞানের গপ্পো নয়, নিরেট সত্যি এটা। খুব শিগগিরই দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার একেবারে নাকের ডগায় খুলতে চলেছে 'উহু' নামের এই রেস্তোরাঁ। যেখানে মেনু বানানো থেকে শুরু করে লাইট, সাউন্ড, মিউজিক, এমনকি পুরো ডাইনিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কৃত্রিম মেধার এই শেফ আইমান'কে। মানে, এআই-শেফের হাতের ছোঁয়ায় ডিজিটাল তথ্য আর রান্নার গন্ধের মিশেলে রেস্তোরাঁর কুঠুরিতে তৈরি হবে একেবারে আলাদা জগৎ।

তবে ভয় পাবেন না, রান্না করবেন এখনও মানুষই। এআই শুধু বলবে, 'আজ মলিকিউলার গ্যাস্ট্রোনমির সঙ্গে একটু ফিউশন ট্রাই করুন!' অথবা বলবে, 'অ্যাম্বিয়েন্সে একটু লাইট ব্লু দিন, কাস্টমারের মুড

ভালো হয়ে যাবে।'

সোজা কথায়, খাবার আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এমন রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে, যেখানে আপনার খাবারই শুধু নয়, পুরো অভিজ্ঞতাই হবে 'ওয়াও'।

বিহারে মাখনা চাষিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রাহুল গান্ধি। শনিবার কংগ্রেস নেতার এক্স-পোস্ট।

ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ জয়শংকরের ■ মার্কিন সৌজন্যে প্রশ্ন

ভারতের তেল কিনবেন না

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২৩ অগাস্ট : পরিশোধিত জ্বালানি তেল কেনার জন্য কাউকে অনুরোধ করেনি বা চাপ দেয়নি ভারত। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজন মতো ভারত থেকে তেল আমদানি করছে। চাইলেই তারা সেই আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ইস্যুতে শনিবার কার্যত এই ভাষাতেই আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

তিনি বলেন, 'বাণিজ্য বাড়াতে মরিয়া মার্কিন প্রশাসনের কর্তারা অন্য দেশের ব্যবসা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এটা ক্রমশ হাস্যকর পর্যায়ে যাচ্ছে। যদি ভারত থেকে পরিশোধিত তেল কিনতে আপনাদের আপত্তি থাকে তাহলে কিনবেন না। এজন্য কেউ আপনাদের বাধ্য করবে না।' বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চলতি টানাপোড়েনের মধ্যে এই প্রথম প্রকাশ্যে আমেরিকাকে আক্ষরিক অর্থে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ভারত। দিনকয়েক আগে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। তারপরেও রাশিয়া থেকে তেল আমদানি জারি রেখেছে ভারত।

দৃশ্যত ক্ষুব্ধ আমেরিকার বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো শুক্রবার ভারতকে নিশানা করেন। তাঁর কথায়, 'নিজের লাভের জন্য ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে। রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেল পরিশোধিত করে বিক্রি করছে ওরা। এটা ছাড়া রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কোনও কারণ নেই।' কারও নাম না করলেও জয়শংকরের বক্তব্য যে নাভারোর সেই মন্তব্যের জবাব, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প সরকারের কূটনৈতিক শিষ্টাচার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে আমরা কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এত খোলামেলাভাবে বিদেশনীতি পরিচালনা করতে দেখিনি। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছে এটা ব্যতিক্রমী পন্থা। অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রে ট্রাম্প একটি স্বতন্ত্র পন্থা অনুসরণ করছেন। যা প্রচলিত নীতি-পদ্ধতি থেকে একেবারে আলাদা। আমেরিকার দীর্ঘদিনের কূটনীতির সঙ্গে যার কোনও মিল নেই।' জয়শংকর জানান, ট্রাম্প শুল্ককে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন। অতীতে আমেরিকা এই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেনি। বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, 'মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তগুলি এখন আগে সমাজমাধ্যমে চলে আসে। তারপর তা সংশ্লিষ্ট দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। গোটা বিশ্ব এই অদ্ভুত অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।'

> মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তগুলি এখন আগে সমাজমাধ্যমে চলে আসে। তারপর তা সংশ্লিষ্ট দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। গোটা বিশ্ব এই অদ্ভুত অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।
>
> এস জয়শংকর

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছে যাওয়া নিয়ে মার্কিন সরকারের বহু প্রাক্তন আধিকারিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, ট্রাম্প সরকারের ভুল নীতি ভারতকে ক্রমশ রাশিয়া-চিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে যার খেসারত আমেরিকাকে দিতে হবে। আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশসচিব জন কেরি বলেন, 'আমরা উদ্বিগ্ন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির এই লড়াই দুর্ভাগ্যজনক। আগে সহযোগিতা এবং শ্রদ্ধার মাধ্যমে আলোচনা করা হত। কিন্তু এখন নির্দেশ, চাপ, টানাপোড়েনই যেন বেশি হচ্ছে। ট্রাম্পের প্রাক্তন সহযোগী জন বোল্টনের মূল্যায়ন, শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের ফলে রাশিয়া ও চিনের থেকে ভারতকে দূরে সরিয়ে রাখার কয়েক দশকের মার্কিন চেষ্টাকে বিপন্ন করে তুলেছে। ট্রাম্পের চিনপন্থী পক্ষপাত একটি বিরাট ভুলে পরিণত হতে চলেছে।

গণকবর কাণ্ডে গ্রেপ্তার অভিযোগকারী সাফাইকর্মী

বেঙ্গালুরু, ২৩ অগাস্ট : কর্ণাটকের ধর্মস্থানে গণকবর মামলার তদন্তে নতুন মোড়। যাঁর জন্য ঘটনাটি সামনে এসেছিল, শনিবার সেই প্রাক্তন সাফাইকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে কর্ণাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তাঁর নামও প্রকাশ করা হয়েছে। ধৃতের নাম সিএন চিননায়া ওরফে চিন্না। সিটের তরফে জানানো হয়েছে, মিথ্যা বলা এবং অপপ্রচারের অভিযোগে চিন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট, ধৃতের যাবতীয় দাবি ভুয়ো। শুরু থেকে মিথ্যা বলেছেন তিনি।

গত জুলাইয়ে একটি খুলি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চিন্না। তিনি জানান, তাঁর গ্রামে শতাধিক মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে। দেহগুলি মাটি চাপা দিতে তিনি নিজে সাহায্য করেছিলেন বলে চিন্না জানান। এখন অপরাধবোধ থেকে বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন। গোটা ঘটনায় আগাগোড়া মুখে মুখোশ পরে প্রকাশ্যে এসেছিলেন চিন্না। জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তার কারণে পরিচয় গোপন করতে তিনি মুখোশ

কর্ণাটক

পরে রয়েছেন। গোটা ঘটনায় স্থানীয় এক মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। চিন্না অভিযোগ করেন, মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নাকি বহু মানুষকে খুন করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের তরফে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

এদিকে সুজাতা ভাট নামে এক মহিলা পুলিশে অভিযোগ করেন, তাঁর এমবিবিএস পড়ুয়া মেয়ে অনন্যা ভাটের খোঁজ মিলছে না। পরে আবার এক ইউটিউব চ্যানেলে তিনি জানান, অনন্যা নামে তাঁর কোনও মেয়ে নেই। চাপের মুখে তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। কীসের চাপ তা খোলসা করেননি সুজাতা। এদিকে সুজাতার অভিযোগকে সমর্থন করে চিন্না দাবি করেন, অনন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করে ওই গণকবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তবে চিন্না ও সুজাতা দু'জনের অভিযোগই ভুয়ো বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনায় কর্ণাটকে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, মন্দির কর্তৃপক্ষকে বদনাম করতে চাইছে কংগ্রেস। বিজেপি বিধায়ক ভরত শেট্টি বলেন, 'মুখোশধারী ব্যক্তি ও সুজাতা আসলে পুতুল। ওঁদের দিয়ে ভুয়ো অভিযোগ করানো হয়েছে। এর পিছনে বড় মাথারা রয়েছে। বিশাল অর্থের লেনদেন হয়েছে।' সিট গঠনের পিছনেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্য সরকার অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি।

শনিবার চিন্নাকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তোলা হয় আদালতে। সূত্রের খবর, সিটের জেরায় চিন্না যেসব দাবি করেছিলেন, তাতে বহু অসংগতি পাওয়া গিয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, তাঁর অভিযোগগুলি মিথ্যা। সাক্ষী নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার পর চিন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঢাকায় পাক উপপ্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : তিনদিনের সফরে শনিবার বাংলাদেশে এলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার। ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশসচিব আসাদ আলম সিয়াম। সেখানে উপস্থিতি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইমরান হায়দর সহ দূতাবাসের একাধিক আধিকারিক। রবিবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন দার। দেখা করবেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও। জামায়াতে ইসলামির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে ইসহাক দারের। চলতি সফরে ৬টি মউ ও একটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারি আধিকারিক এবং কূটনীতিকদের ভিসাহীন ভাবে যাতায়াতের সুবিধা সংক্রান্ত চুক্তিটি। এছাড়া দু'দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, দু'দেশের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, দুই রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ মউ চুক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ মাখন চোর নন, মন্তব্য মোহনের

ভোপাল, ২৩ অগাস্ট : যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরির কাহিনী শোনেননি এমন মানুষ ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নটখট নন্দলাল বা হাতেমুখে মাখন লেগে থাকা বালগোপালের ছবি বহু কৃষ্ণভক্তের ঠাকুরঘরে শোভা পায় বহু যুগ ধরে। অথচ শ্রীকৃষ্ণের এই দুষ্টুমিষ্টি ছবি ও গল্পে এবার রাজনীতির বজ্রাঘাত শুরু হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, 'কৃষ্ণকে কিছুতেই মাখন চোর বলা যাবে না। কারণ, কৃষ্ণের এই মাখন চুরি করে খাওয়া আসলে কংসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।' শ্রীকৃষ্ণকে এক বিদ্রোহীর সঙ্গে তুলনা করে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'যা কিছু কৃষ্ণের প্রাপ্য ছিল সেইসব কংস দখল করে নিয়েছিল। সেই ক্রোধ থেকেই কৃষ্ণ তাঁর গোয়ালা বন্ধুদের সঙ্গে মিলে হাঁড়ি ভেঙে মাখন খেতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহ করা। কিন্তু সেটা না জেনে আমরা

ওঁর বিদ্রোহকে মাখন চোরের মতো উপাধি দিয়েছি।'

স্বাভাবিকভাবেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, ইতিহাসের পর এবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এবং জীবনকাহিনীও বিকৃত করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংহার বলেন, 'ইতিহাসের নিজস্ব সংস্করণ লিখতে চাইছেন মোহন যাদব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কৃষ্ণের লীলাখেলা লিপিবদ্ধ ও উদযাপিত হয়েছে। এবার কি উনি সনাতন ধর্মের প্রাচীন গল্পগাথাগুলিকেও বদলে ফেলতে চাইছেন?' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ভালো চোখে দেখছেন না কৃষ্ণভক্তরাও।

দুষ্কর্মে মৃত্যুদণ্ডই 'সাধারণ সাজা' সৌদিতে

রিয়াধ, ২৩ অগাস্ট : অপরাধীর নিস্তার নেই। প্রায় সব অপরাধের শাস্তি একটাই, মৃত্যুদণ্ড। এমনই ঘটে চলেছে সৌদি আরবে। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ক্রমাগত উচ্চ হারে বাড়ছে সেখানে। বিগত ছয় মাসে ১৮০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এমনকি একদিনে আটজনের সর্বোচ্চ সাজা হয়েছে এমন উদাহরণও রয়েছে। তাজির নামে একটি ব্যবস্থার অধীনে বিচারকদের সাজা ঘোষণার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সৌদিতে। এর মাধ্যমে আদালতগুলি ধারাবাহিকভাবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে চলেছে।

অতীতে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি সীমিত করা হবে। কিন্তু জুলাইতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত রিপোর্ট এবং স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থার তথ্য বলছে, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ১,৮১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবে।

বিদেশি নাগরিক, যাঁরা কাজের খোঁজে সেদেশে পাড়ি দিয়েছেন, আইনি লড়াইয়ের সামর্থ্য নেই, রয়েছে ভাষাগত সমস্যা, তাঁদের এই চূড়ান্ত সাজা হওয়ার প্রবণতা তুলনায় বেশি। বিগত ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড পেয়েছেন পাকিস্তানিরা। ১৫৫ জন। পিছিয়ে নেই সিরিয়া (৬৬ জন) ও জর্ডন (৫০ জন) থেকে আসা নাগরিকরা।

অন্যদিকে, মাদক বিরোধী অভিযানও জারি রেখেছে মধ্য এশিয়ার দেশটি। দেশকে মাদকমুক্ত রাখতে মাদক-অপরাধীদের জন্য প্রতিনিয়ত ঘোষণা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডের সাজা। বিগত ১০ বছরে মৃত্যুদণ্ড প্রাপকদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ মাদক। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় মাদক পাচার চক্র।

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হত দুষ্কৃতী

লখনউ, ২৩ অগাস্ট : উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীর। তার মাথার দাম ছিল একলক্ষ টাকা। ২০১১ সাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল শংকর কনোজিয়া।

বারাণসী পুলিশের এসটিএফ গোপন সূত্রে খবর পায়, আজমগড়ে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে শংকর। বড় কোনও কাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল আজমগড়ে। খবর পেয়েই ইনস্পেকটর পুনীত সিং পরিহারের নেতৃত্বে আজমগড়ে পৌঁছোয় বারাণসী পুলিশের এসটিএফ। তাদের দাবি, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে শংকর। হামলার

মুখে পড়ে পালটা গুলি চালায় পুলিশও। দু'পক্ষের মধ্যে কয়েক রাউন্ড গুলির লড়াই চলে। সেই সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয় শংকর। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইন্দিরাপুরমের অ্যাডিশনাল ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অভিষেক শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, শংকরের দলের বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে। শংকরের কাছ থেকে একটি ৯ এমএম কার্বাইন, ৯ এমএমের একটি পিস্তল, একটি কুকরি এবং প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ওই দুষ্কৃতী। ওই বছরেই দোহরিঘাট এলাকায় লুটপাটের সময় বিন্ধাচল পান্ডে নামে এক ব্যক্তির গলা কেটে খুন করে দেহ লোপাট করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকে একের পর এক লুট, অপহরণ, খুনের মামলায় নাম জড়ায় শংকরের। তার মাথার দাম একলক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল বারাণসী পুলিশ।

আমেরিকায় পার্সেল আর পাঠাবে না ভারতীয় ডাক বিভাগ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। আপাতত আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানো যাবে না। চলতি মাসের শেষ থেকেই কার্যকর হচ্ছে নয়া নিয়ম। তবে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকা শুল্কনীতিতে বড় পরিবর্তন করেছে, যা চলতি মাসের শেষের দিক থেকে কার্যকর হবে। সেই আবহে এবার ভারতও আমেরিকার সঙ্গে ডাক যোগাযোগ আপাতত সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৩০ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, এতদিন ৮০০ মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত কোনও সামগ্রী আমেরিকার বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে শুল্ক গুনতে হত না। তবে এবার সেই নিয়ম পালটে যাচ্ছে। শুল্কমুক্ত পরিষেবা স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তারপরেই ভারতীয় ডাক বিভাগ পরিষেবা সাময়িক স্থগিতের কথা জানিয়েছে।

ডাক বিভাগ বলেছে, আগামী ২৯ অগাস্ট থেকে আমেরিকায় পাঠানো সমস্ত ডাক পণ্যে তাদের মূল্যের ভিত্তিতে শুল্ক আরোপ করা হবে। সেই শুল্ক নির্ধারণ করা হবে 'আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক শক্তি আইন'-এর অধীনে। বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ১০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের উপহার সামগ্রী শুল্কমুক্ত থাকবে।

ভারতীয় ডাক বিভাগ ২৯ অগাস্ট থেকে পরিষেবা স্থগিতের কথা জানালেও ২৫ অগাস্টের পর থেকেই আমেরিকায় পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও চিঠি বা সামগ্রীর বুকিং হবে না। বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, ২৫ অগাস্টের পরে তারা আর আমেরিকায় পাঠানো কোনও পার্সেল নিয়ে যেতে পারবে না। সেই কারণেই ভারতীয় ডাক বিভাগ আমেরিকার জন্য সব ধরনের সামগ্রীর বুকিং স্থগিত রাখছে।

যেসব গ্রাহক ইতিমধ্যে আমেরিকায় পার্সেল পাঠানোর জন্য বুকিং করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম বলবৎ হচ্ছে। ওই সব গ্রাহকের পার্সেল পাঠানো যাবে না বলেই জানিয়েছে ডাক বিভাগ। তবে বুকিংয়ের জন্য গ্রাহকেরা যা খরচ করেছেন, তা ফেরত দেওয়া হবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে

যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকায় পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শুধু ভারত নয়, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের মতো দেশগুলিও আমেরিকায় ডাক পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে তা কার্যকর হওয়ার কথা।

ইউক্রেনে কিম-বাহিনী

পিয়ং ইয়ং, ২৩ অগাস্ট : ইউক্রেনে রুশ সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে উত্তর কোরিয়ার বাহিনী। কয়েকমাস ধরে এমনই দাবি করছিল ভোলোদিমির জেলেনস্কির সরকার। কিন্তু এতদিন তাদের সেই দাবির সত্যতা স্বীকার করেনি রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া। শেষপর্যন্ত অবশ্য ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর কথা মেনে নিলেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। সম্প্রতি ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ১০১ জন উত্তর কোরীয় সেনার ছবির সামনে বসে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি কিমের সেই শ্রদ্ধা জানানোর ছবি প্রকাশ করেছে।

নিহত সেনা সদস্যদের শহিদ ঘোষণা করে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, 'আমাদের দেশের ওই সাহসী তরুণদের অমূল্য জীবন রক্ষা করতে না পেরে আমার খারাপ লাগছে। নিহতদের পরিজনদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।'

বিবাহ-জালিয়াতি

জম্মু, ২৩ অগাস্ট : ভুয়ো বিবাহের ফাঁদ পেতে বরপক্ষের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতানোর চক্র ভালোই কাজ করছিল। আখনুরে তিনটি এবং নাগরোটায় দুটি সহ মোট পাঁচটি ঘটনা সামনে এসেছিল। শনিবার অবশেষে ওই চক্রের ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে সেই চক্রের পর্দা ফাঁস করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের একজন মহিলাও রয়েছেন। সম্প্রতি ধানা চাপরির বাসিন্দা দীপক কুমার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন দোরি দাগের রসপাল চাঁদকে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাইরে বিবাহের অনুষ্ঠান করানোর জন্য তাঁর থেকে ৩ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। বিবাহের পর নববধূ পালিয়ে যান।

নতুন ঠিকানায় কেন্দ্রের সদর দপ্তর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, দিল্লির ঐতিহ্যবাহী রাইসিনা হিলসের দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকের সুউচ্চ, ঐতিহাসিক ভবনগুলি থেকে একে একে সরে যাচ্ছে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই ভবনগুলি এখন রূপান্তরিত হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম জাদুঘরে– 'যুগে যুগে ভারত জাতীয় সংগ্রহশালা'য়। এই স্থানান্তর একদিকে যেমন নতুন যুগের সূচনা করেছে, তেমনই পুরোনো সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে গভীর নস্টালজিয়া।

নর্থ ব্লকের খালি হচ্ছে করিডর

নর্থ ব্লকের নির্মাণ ১৯৩১ সালে শেষ হয়েছিল। গত ৯৪ বছর ধরে স্বরাষ্ট্র, অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলির প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র থেকে স্বাধীন ভারতের নীতি নির্ধারণের পীঠস্থান হয়ে ওঠা এই ভবন এখন অনেকটাই নিঝুম। করিডর ধরে এখন আর কর্মব্যস্ততার সেই চিরচেনা গুঞ্জন শোনা যায় না। ফাইলপত্র, স্টেশনারি এবং কম্পিউটার যত্ন সহকারে বাক্সবন্দি করা হচ্ছে। এমনকি, মহাত্মা গান্ধির ছবি থেকে শুরু করে অন্যান্য শিল্পকর্মও সযত্নে মোড়ানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া এক মাস আগে শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের একজন করে নোডাল অফিসার এই কাজটি সমন্বয় করছেন।

নর্থ ও সাউথ ব্লকের দিন শেষ

কর্মকর্তারা বলছেন, ই-অফিস পোর্টালের কারণে অধিকাংশ ফাইল ডিজিটাল হয়ে যাওয়ায় স্থানান্তরের কাজটি অনেকটাই সহজ হয়েছে। তবে কিছু সংবেদনশীল ফাইল এখনও হাতে-কলমে সরানো হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এরই মধ্যে 'কর্তব্য ভবন ৩'-এ তাদের নতুন কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। ৬ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। তবে অর্থমন্ত্রকের স্থানান্তরের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

সাউথ ব্লকের নতুন যাত্রা

অন্যদিকে সাউথ ব্লকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় (পিএমও), প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ মন্ত্রকের সদর দপ্তর। সেপ্টেম্বরে ওই মন্ত্রকগুলিও স্থানান্তরিত হবে। পিএমও উঠে যাচ্ছে বিজয় চকের কাছে নতুন নির্মিত 'এগজিকিউটিভ এনক্লেভ'-এ। এটি সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে নির্মিত একটি অত্যাধুনিক ভবন। এর কাছেই প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন, ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা সচিবালয়ও তৈরি হচ্ছে। এই বিন্যাসটিকে অনেকে সাম্রাজ্যবাদী অতীত থেকে ভারতের মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখছেন। নতুন ভবনগুলিতে অত্যাধুনিক সুবিধা যেমন কাঁচের কেবিন এবং অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে।

সুবিধা বনাম ঐতিহ্য

নতুন দপ্তরগুলিতে স্থান সংকুলানের সমস্যা কমবে বলে কর্মকর্তারা আশা করছেন। বহু বছর ধরে পুরোনো ভবনগুলিতে জায়গার অভাবে ছোট ছোট কক্ষগুলিকে ভাগ করে অতিরিক্ত কর্মীর জায়গা করা হয়েছিল। কর্মীরা জানান, নতুন ভবনগুলির ক্যান্টিন এবং কর্মপরিবেশ ভালো হওয়ায় তাঁরা খুশি। তবে নতুন 'ওপেন-প্ল্যান' লেআউট নিয়েও কিছু বিতর্ক রয়েছে। সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস ফোরামের পক্ষ থেকে পিএমও-তে একটি চিঠি পাঠিয়ে গোপনীয়তার অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাক্তন কর্মকর্তারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে মিশে থাকা নস্টালজিয়া ভাগ করে নিচ্ছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জিকে পিল্লাই বলেন, 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা এই ভবনগুলিতে কাজ করেছেন। পুরোনো কর্মচারীরা সেই সব ঐতিহাসিক মিটিংয়ের গল্প বলতেন। নতুন প্রজন্ম সেই ইতিহাসের অনুভব থেকে বঞ্চিত হবে।' তবে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রাক্তন আইএএস অফিসার দুর্গা শংকর মিশ্র, মনে করেন নতুন ভবনগুলি দক্ষতা ও সমন্বয়ের দিক থেকে সরকারের কার্যকারিতা বাড়াবে।

সন্তানকে উপহার দিন ‘চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড’

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

উচ্চশিক্ষার খরচ দিনদিন বাড়ছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার খরচ জোগাতে হিমসিম খেতে হয় বাবা-মাকে। এই সমস্যার সমাধানে বড় ভূমিকা নিতে পারে চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। সন্তানের জন্য আজই লগ্নি করুন এই ফান্ডে। যা ভবিষ্যতে আপনার সন্তানের জন্য বড় উপহার হয়ে উঠবে।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড কী?

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড হল এমন একটি মিউচুয়াল ফান্ড যা সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন যেমন উচ্চশিক্ষা, বিয়ে ইত্যাদি পূরণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এক কথায় সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সাহায্য করে অভিভাবককে।

এদেশের অধিকাংশ চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড ইকুইটি এবং ডেট উভয় ইনস্ট্রুমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। অভিভাবকের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং কতদিন লগ্নি করতে চান, এই দুই বিষয় বিবেচনা করে এই ফান্ড নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত ৫ বছরের লক-ইন পিরিয়ড থাকলেও সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এর মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য কী?

এই ফান্ডের উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে বা অন্য কোনও বড় খরচের জন্য অর্থের উৎস তৈরি করা। এছাড়াও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের বিকল্প, যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালো রিটার্ন পাওয়া যায় যা সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করবে।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

এই ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড তৈরিই করা হয়েছে পিতা-মাতার জন্য। কন্যাসন্তানের জন্য ডাকঘরে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা বা পুত্রসন্তানের জন্য বিভিন্ন ফিক্সড ডিপোজিট এবং পিপিএফ সহ একাধিক নিশ্চিত আয়ের প্রকল্প রয়েছে। তবে এই ধরনের প্রকল্পে রিটার্ন পূর্ব নির্ধারিত এবং সীমিত হয়। বড় কর্পাস এবং উঁচু হারে রিটার্ন পেতে চাইলে এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে সন্তানের জন্য অবশ্যই বিনিয়োগ করতে পারেন পিতা-মাতারা।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

■ এই ধরনের ফান্ডের ন্যূনতম লক-ইন পিরিয়ড ৫ বছর। প্রয়োজনে তা সন্তানের ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

■ এই ফান্ডগুলি ডেট এবং ইকুইটির সংমিশ্রণে তৈরি হয়। ফলে ঝুঁকি এবং রিটার্নের ভারসাম্য বজায় থাকে।

■ সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে ফান্ডে বিনিয়োগের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করা যায়।

■ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করলে আয়করে ছাড় পাওয়া যায়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের সুবিধা

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের একাধিক সুবিধা রয়েছে।

■ **দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি :** এই ধরনের ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করা যায়। সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বিয়ের মতো লক্ষ্যগুলির জন্য যা আদর্শ। অন্যান্য অনেক বিকল্পের তুলনায় এই ফান্ডে রিটার্নও বেশি হয়।

■ **সুশৃঙ্খল সঞ্চয় :** নিয়মিতভাবে এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করলে পিতা-মাতার যেমন আর্থিক শৃঙ্খলা তৈরি হয়, তেমনই সন্তানও দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ের সুফল শিখতে পারবে।

■ **পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য :** লগ্নিকারীদের পোর্টফোলিওতে এই ফান্ড বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য আনবে। এর পাশাপাশি ঝুঁকি কমিয়ে রিটার্ন বাড়াতে সাহায্য করবে।

■ **ফান্ডের বৈচিত্র্য :** চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড ইকুইটি এবং ডেট ইনস্ট্রুমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাঁরা সেই ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন, যেখানে ইকুইটিতে লগ্নির পরিমাণ বেশি। যাঁরা স্থিতিশীল রিটার্ন আশা করবেন, তাঁরা সেই ফান্ড বেছে নিতে পারেন, যেখানে ডেট ইনস্ট্রুমেন্টে বেশি লগ্নি করা হয়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের অসুবিধা

■ যে কোনও মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির মতো এখানেও লগ্নিতে ঝুঁকি রয়েছে।

■ লক-ইন পিরিয়ডের আগে টাকা তুলে নিলে বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের করযোগ্যতা

■ এই ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ৮০সি ধারায় আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। এই ধারায় ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যায়।

■ এই ফান্ড থেকে অর্জিত সুদ করমুক্ত হয়।

■ সুদ বাবদ আয় বার্ষিক ৬৫০০ টাকার বেশি হলে প্রতি সন্তানের জন্য ১৫০০ টাকা বার্ষিক ছাড় পাওয়া যায়।

■ মেয়াদ পূর্তির পর প্রাপ্য মুনাফায় কর ধার্য করা হয়।

বিনিয়োগের আগে জানতে হবে

আপনার আর্থিক লক্ষ্য স্থির করার পর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিচার করতে হবে। তারপরই বেছে নিতে হবে বাজারে চালু থাকা কোনও চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। তবে যাচাই করতে হবে-

■ সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য।
■ ফান্ডে লগ্নির খরচ।
■ ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড।
■ ফান্ডের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের অঙ্ক।
■ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স।

এছাড়াও প্রয়োজন হলে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

সেরা কয়েকটি চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড	৩ বছরে বার্ষিক রিটার্ন (শতাংশ)
■ এসবিআই ম্যাগনাম চিলড্রেন্স বেনিফিট ডিরেক্ট গ্রোথ	২০.৪৬
■ আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল চাইল্ড কেয়ার	১৬.০২
■ এইচডিএফসি চিলড্রেন্স ফান্ড	১৫.৮৫
■ টাটা ইয়ং সিটিজেন্স ডিরেক্ট	১৩.২২
■ এসবিআই ম্যাগনাম চিলড্রেন্স বেনিফিট প্ল্যান ডিরেক্ট	১২.১৭
■ আদিত্য বিড়লা সান লাইফ বাল ভবিষ্য যোজনা	১২.০৮
■ এলআইসি এমএফ চিলড্রেন্স	১১.৭৩
■ ইউটিআই চিলড্রেন্স ইকুইটি ফান্ড	২০.৭০

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

---

২৭ অগাস্ট থেকে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক?

প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

১৫ অগাস্ট আলাস্কায় পুতিন-ট্রাম্প সাক্ষাৎকারের পর মনে হয়েছিল, বরফ বোধহয় সত্যিই গলল। শুধু বিশ্ব বাজার নয়, ভারতীয় শেয়ার বাজারে পরপর ছয়দিন লাগাতার উত্থান হয়। যে সেক্টরগুলো বড় আঘাত পেয়েছিল, তাদেরই অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানিতে ভালো উত্থান আসে। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে যে সেক্টরগুলোর উল্লেখ ছিল, সেই সেক্টরগুলোও ভালো পারফরমেন্স দেখায় এই সময়কালে। এর মধ্যে রয়েছে সেমিকনডাক্টর, নিউক্লিয়ার এনার্জি, ডিফেন্স, এনার্জি প্রভৃতি।

তবে যে ঘোষণা বিনিয়োগকারীদের দারুণ উজ্জীবিত করে তোলে, তা জিএসটি সংক্রান্ত। দীপাবলির সময় থেকে বিভিন্ন পণ্যের ওপর জিএসটি মূলত দুটো ভাগে বসানো হবে বলে প্রস্তাবনা রয়েছে। একটি ৫ শতাংশ এবং অন্যটি ১৮ শতাংশ। কেন এমনটি হবে এবং এর ফলে কী সুবিধা হবে? প্রথমত, যে পণ্যগুলির ওপর ২৮ শতাংশ জিএসটি বসত, সেগুলোর প্রতি আকর্ষণ থাকলেও বহু মানুষ সেই পণ্যগুলিকে এড়িয়ে যেতেন, তা শহর হোক বা গ্রামাঞ্চলের। সেগুলি ১৮ শতাংশে নেমে এলে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকরা তাদের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ অনুভব করবেন।

এছাড়াও অন্যান্য যে পণ্যগুলির ওপর অতিরিক্ত জিএসটি বসত, সেগুলিতেও ৫ শতাংশ জিএসটি বসলে তা সুলভ হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকের খরচ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এই সবকিছুই ভারতের জিডিপি বৃদ্ধিতে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। তবে বিগত শুক্রবার, ৬ দিন লাগাতার উত্থানের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে সংশোধন আসে। প্রতি সেক্টর ধরেই পতন এসেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যেখানে এই সংশোধনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে করছেন, সেখানে অনেকেই মনে করছেন, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারাল ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট নাও কমাতে পারে। এমন আতঙ্কে বহু বিনিয়োগকারী তথা ট্রেডাররা শেয়ার বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলেছেন।

তবে ২২ অগাস্ট আমেরিকার শেয়ার বাজারে দারুণ উত্থান আসে। এস অ্যান্ড পি ১.৫২ শতাংশ এবং ন্যাসড্যাক ১.৮০ শতাংশ উত্থান দেখে। ওইদিন ফেডারাল ব্যাংকের মুখ্য অধিকর্তা জেরম পাওয়েল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আমেরিকায় হয়তো বা ইন্টারেস্ট তাঁরা কমাতে পারেন। এর মধ্যে তিনি আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধি, বেরোজগারি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন।

শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে সংশোধন আসে, তার পিছনে আমেরিকার জনপ্রতিনিধি পিটার ন্যাভারোর ভারতবর্ষের প্রতি একটি অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্যকে দায়ী বলা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন যে, ভারতের ওপর অতিরিক্ত যে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর প্রস্তাব রয়েছে, তা ২৭ অগাস্টের পর পিছোনো হবে না। তাঁর কথা অনুযায়ী, রাশিয়া নিজের নোংরা কর্মকাণ্ডকে মান্যতা দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষকে ব্যবহার করে। যাই ঘটুক না কেন, ভারত যে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা ছাড়বে না, তা বোঝা গিয়েছে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য সরকারি কোম্পানিগুলির রাশিয়াকে অর্ডার দিয়ে দেওয়ায়। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসলে ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলারের। এটাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় ডেডওয়েট লস বা চিরকালীন ক্ষতি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। অর্থাৎ না ক্রেতা কিনতে পারছেন, না বিক্রেতা বিক্রি করতে পারছেন।

শুক্রবার নিফটিতে প্রায় ২১৩ পয়েন্টে সংশোধন এসেছে এবং সেনসেক্সে পতন হয়েছে ২৯৩ পয়েন্টের মতো। বলতে গেলে সমস্ত সেক্টরেই কমবেশি পতন হয়েছে। যেমন- নিফটি ব্যাংক নেমেছে (-১.০৯ শতাংশ), বিএসই এফএমসিজি (-১.০৪ শতাংশ) এবং বিএসই মেটালস (-১.২৭ শতাংশ)। তবে বাজারে পতন সত্ত্বেও বেশকিছু কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা লাভ করে। এর মধ্যে রয়েছে ইউনো মিন্তা, লেমনটি, জেএম ফিন্যান্সিয়াল, ওয়ান ৯৭ পেটিএম, কামিন্স প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলিতে সবাধিক উত্থান হয়, তার মধ্যে রয়েছে পিবিসিএল ২০ শতাংশ, কেম বন্ড কেমিক্যালস ২০ শতাংশ, ইজমো ২০ শতাংশ, অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস (১৪.৫৮ শতাংশ), এরিস অ্যাগ্রো (১২.৯৪ শতাংশ) প্রভৃতি। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের এজিএম রয়েছে শুক্রবার ২৯ অগাস্ট। এখানে রিলায়েন্স জিওর ডিমার্জার নিয়ে কোনও কথা থাকবে কি না, তার জন্য বিনিয়োগকারীদের দারুণ আগ্রহ রয়েছে। এই ডিমার্জার যদি ঘোষিত হয়, তা বিনিয়োগকারীদের জন্য ভ্যালু আনলকিং করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যাই হোক, বাজার বিগত একমাস ধরেই ১ হাজার পয়েন্টের একটি গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

---

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা ৬ দিনের উত্থানের ধারা রোধ করে সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে বড় অঙ্কের পতন হল শেয়ার বাজারে। নিফটি ফের নেমে এল ২৫ হাজারের নীচে। সপ্তাহ শেষে নিফটি থিতু হয়েছে ২৪৮৭০.১০ পয়েন্টে। একইভাবে সেনসেক্স সপ্তাহ শেষে পৌঁছেছে ৮১৩০৬.৮৫ পয়েন্টে। শেষদিনের ধাক্কা সত্ত্বেও চলতি সপ্তাহে নিফটি ও সেনসেক্স উঠেছে যথাক্রমে ২৩৮.৮ এবং ৭০৯.১৯ পয়েন্ট। সূচক উঠলেও এখনও অস্থিরতা বজায় থাকল শেয়ার বাজারে। তাই আগামী কয়েকদিন বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। গুণগতমানে ভালো শেয়ার বাছাইয়ের পাশাপাশি লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে। কোনও একটি শেয়ারে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো সংস্থার শেয়ারে। এর পাশাপাশি বিরত থাকতে হবে দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে। শেয়ার বাজারের প্রাথমিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলে তবেই শেয়ার বাজার থেকে মুনাফা করা যাবে।

শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে জিএসটি সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা এস অ্যান্ড পি গ্লোবালের ভারতের রেটিং বৃদ্ধি করা। জিএসটির ৪টি স্ল্যাব ৫, ১২, ১৮, ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে দুটি স্ল্যাব ৫ এবং ১৮ শতাংশ করার প্রস্তাব জিএসটি কাউন্সিলে পাশ হলে বিভিন্ন পণ্যের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং জীবন বিমায় জিএসটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সব মিলিয়ে ২০১৭-এ জিএসটি চালু হওয়ার পর এই প্রথম বড় ধরনের সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে শেয়ার বাজারের পতনে যে বিষয়গুলি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল- টানা উত্থানের পর শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলা, ২৭ অগাস্ট থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়তি ২৫ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়া, প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্যের ওপর এই শুল্ক বৃদ্ধির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা, রাশিয়া-ইউক্রেন সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি। এই প্রভাব আরও কয়েকদিন শেয়ার বাজারে থাকতে পারে।

এত নেতিবাচক বিষয়ের মাঝে শুক্রবার আশার কথা শুনিয়েছেন মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরেমি পাওয়েল। তিনি দ্রুত সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসবে ফেডারেল রিজার্ভ। সেই বৈঠকে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে, যা আগামী দিনে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শুক্রবার পাওয়েলের বক্তব্য সামনে আসার পর মার্কিন শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে। সোমবার এর প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম এখন স্থিতিশীল হলেও উৎসবের মরশুমে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **কল্যাণ জুয়েলার্স :** বর্তমান মূল্য-৫১১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৫/৩৯৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৮৫-৫০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৭৪৫, টার্গেট-৬২০।

■ **ভারত ইলেক্ট্রনিক্স :** বর্তমান মূল্য-৩৭৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৩৬/২৪০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭৪০০৭, টার্গেট-৪৬২।

■ **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৮১৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭৫/৬৮০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭৮৫-৮১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৫৩৪৪৯, টার্গেট-৯২০।

■ **ভারতী এয়ারটেল :** বর্তমান মূল্য-১৯৩৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৪৫/১৪৭৯, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১৮৭০-১৯১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১২১৩৪৮, টার্গেট-২১৫০।

■ **সিডিএসএল :** বর্তমান মূল্য-১৫৭৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৮৯/১০৪৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৫০০-১৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২৯০৪, টার্গেট-১৭৮০।

■ **ইমামি :** বর্তমান মূল্য-৬১১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬০/৫০৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৫৮০-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৭১১, টার্গেট-৭২৫।

■ **সুজলন এনার্জি :** বর্তমান মূল্য-৫৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬/৪৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫০-৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০১৯৫, টার্গেট-৮০।

কী কিনবেন কী বেচবেন

সংস্থা : হিন্দুস্থান কপার

● **সেক্টর :** মেটাল-নন ফেরাস ● **বর্তমান মূল্য :** ২৩৭ ● **এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন :** ৩৫৩/১৮৩ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৩০১৩ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ৫ ● **বুক ভ্যালু :** ২৪.৯০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৬১ ● **ইপিএস :** ৫.০৩ ● **পিই :** ৪৭.৩১ ● **পিবি :** ৯.৫৬ ● **আরওসিই :** ২৪.০ শতাংশ ● **আরওই :** ১৮.৯ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৩০০

একনজরে

■ ১৯৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা খনি থেকে কপার (তামা) উত্তোলন থেকে শুরু করে তা বিভিন্ন বিক্রয়যোগ্য কপার পণ্য তৈরি করে।

■ দেশের কপার খনিগুলির ৮০ শতাংশেরও বেশি এই সংস্থার হাতে রয়েছে।

■ গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়গ্রাম রাজ্যে এই সংস্থার কারখানা রয়েছে।

■ সংস্থার মোট আয়ের ৫৭ শতাংশেরও বেশি আসে রপ্তানি থেকে।

■ ন্যালকো এবং এমইসিএলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে খনিজ আকরিকের খোঁজ করে।

■ শাখা সংস্থা ছত্তিশগড় কপার লিমিটেডের ৭৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার হাতে।

■ ঋণের বোঝা ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে চলেছে হিন্দুস্থান কপার।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ হিন্দুস্থান কপারে কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার রয়েছে ৬৬.১৪ শতাংশ। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৮.২৪ শতাংশ এবং ৩.৭১ শতাংশ।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ৫.২৪ শতাংশ বেড়ে ৫২৬.৬৫ কোটি এবং নিট মুনাফা ১৮.৩৯ শতাংশ বেড়ে ১৩৪.২৫ কোটি টাকা হয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শ্যেনদৃষ্টি।। ডালখোলার শ্রীপল্লিতে। শুভজ্যোতি রাহার ক্যামেরায়।

বিশেষ অ্যাপে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ ডালখোলায়

ভাড়াটিয়া কারা, জানা নেই

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ২৩ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গজুড়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে যাদের নাম জড়াচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা ভাড়াটিয়া। অর্থাৎ, কোনও এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। কুকর্মের উদ্দেশ্যে তারা সাময়িকভাবে ঘাঁটি গাড়ছে এবং কার্যসিদ্ধির পর ভাড়ার ঘর ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এদিকে ভাড়াটিয়ার নথিপত্র জমা পড়ছে না পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে। ফলে কোনও হিসেব নেই। কে এল, কে গেল- সবটাই যেন রহস্য।

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমানা এলাকায় ডালখোলার ছবিটাও একই। সেখানেও ভাড়াটিয়াদের কোনও নথিপত্র নেই পুলিশ ও পুরসভার কাছে। ফলে কোন ওয়ার্ডে কত লোক বাড়ি ভাড়া নিয়ে রয়েছেন, তার কোনও হিসেব নেই। এদিকে দিনের পর দিন চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা বাড়ছে। ডালখোলা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডে ভিনরাজ্যের অনেক ব্যক্তি ভাড়া থাকেন। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, ভাড়াটিয়া ও বাড়ির মালিক উভয়ের মধ্যেকার চুক্তির নথিপত্র পুরসভা ও থানায় জমা করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না।

পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার বলেন, 'ডালখোলা ছোট এলাকা। শিলিগুড়িতে ভাড়াটিয়াদের জন্য নিয়ম চালু হয়েছে। বাড়িওয়ালারা যাতে ভাড়াটিয়াদের তথ্য পুরসভায় ও থানায় জমা করেন, সেই বিষয়টা আমরাও শুরু করব।' ইসলামপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা অ্যাপ চালু করে ভাড়াটিয়াদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে জানান।

শিলিগুড়িতে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি থেকে শুরু করে কোচবিহারে এটিএম লুট- সর্বত্রই অভিযুক্তরা বাড়ি ভাড়া নিয়েই থাকত। এছাড়াও খুন বা চুরি-ডাকাতির ক্ষেত্রেও আকছার ভাড়াটিয়াদের নাম জড়িয়েছে। তাহলে পুলিশ ও পুরসভা এ বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না কেন? প্রশ্নটা জোরালো হচ্ছে। শহরের বাসিন্দাদের আশঙ্কা, বড় ধরনের নাশকতার ঘটনা ঘটে গেলে তখন আর কিছু করা যাবে না।

পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জ্যোতি সিদ্ধা বলেন, 'মাঝেমধ্যেই এলাকায় এমন ভাড়াটিয়া আসে, যারা কয়েক মাস থেকেই পাততাড়ি গোটায়। তাদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। তবে ভাড়াটিয়া নিয়ে শহরের বেশিরভাগ মানুষের কোনও হেলদোল নেই। নিজের পাড়ার লোককেই অনেকে চেনেন না।'

অপরাধীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ডালখোলাকেই বেছে নেয়নি তো? প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, যে কোনও ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে নথি জমার দায়িত্ব নিতে হবে বাড়িওয়ালাকেই। একই সঙ্গে পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর প্রস্তাবও দেন তাঁরা। সম্প্রতি শহর এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরি হয়েছে। অভিযোগ, তালাবন্ধ করে একদিনের জন্যও বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। সব মিলিয়ে ভাড়াটিয়া নিয়ে বিড়ম্বনায় পুরসভা ও পুলিশ।

অপরাধে নাম

- উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই অপরাধমূলক কাজে নাম জড়াচ্ছে ভাড়াটিয়াদের
- ডালখোলাতেও ভাড়াটিয়াদের কোনও তথ্য নেই পুরসভা ও পুলিশের কাছে
- সম্প্রতি বেশ কয়েকটি চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটায় স্থানীয়রা আতঙ্কে রয়েছেন
- নথি সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ চালুর আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন

বিবাদ মেটাতে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত কমিটি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : ফের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা দিল অব্যবস্থার ছবি। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মীর সঙ্গে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার কর্মীদের ঝামেলা মেটাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হল। ক্যাম্পাসে ঢোকা নিয়ে তর্কাতর্কি, সেই থেকে গালিগালাজ- তা নিয়ে তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেই কমিটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অধ্যাপক থেকে আধিকারিকরা। পূর্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গিয়েছিল সামান্য কারণে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে বিরোধ। এতে ব্যাঘাত ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠনপাঠনের।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের নেতা তপন নাগের সাসপেনশনকে ঘিরে শিক্ষাকর্মীদের লাগাতার আন্দোলনে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন কার্যত বন্ধের মুখে পড়েছিল। প্রায় এক বছর ধরে সাসপেনশন প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

সিকিউরিটি সংস্থাকে নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ এনে সাসপেন্ড করা হয় শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের নেতাকে। গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। প্রায় এক বছর সাসপেন্ড থাকার পর অবসরের একদিন আগে তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয়। অবসর নেওয়ার পরেও আবার দানা বাঁধে বিতর্ক! গত ১৪ অগাস্ট পেনশন সংক্রান্ত কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই সংস্থার সিকিউরিটি কর্মীরা তাঁকে বাধা দেন এবং গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, সিকিউরিটি কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ করেন। উপাচার্যের নির্দেশ মেনে গঠিত হয় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি। দুজন ডিন, দুই অধ্যাপক ও এস্টেট অফিসার নিয়ে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা নেতা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শুভাশিস ঝা বলেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের মধ্যে যাতে না পড়ে সেটা লক্ষ রাখা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বিপন্ন হতে দেওয়া যাবে না।'

এদিকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী তপন নাগের দাবি, সিকিউরিটি সংস্থার দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে এবং তৃণমূল শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ভাঙতে কয়েকজন অধ্যাপক তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রভাব দেখাতে চাইছেন।

রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, 'দুই পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। তবে এজন্য পঠনপাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে না।' বিজ্ঞান বিভাগের ডিন অশোক দাস বলেন, 'শিক্ষাকর্মী ও সিকিউরিটির এইসব ঝামেলা মেটাতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে।'

অচলাবস্থা

- শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের নেতার সাসপেনশনকে ঘিরে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয় অচলাবস্থা
- প্রায় এক বছর ধরে সাসপেনশন প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে
- গত ১৪ অগাস্ট, ইউনিয়নের নেতার সঙ্গে সিকিউরিটি কর্মীদের বচসা হয়
- এনিয়ে, উপাচার্যের নির্দেশ মেনে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে

দক্ষিণা বাড়ে না, আক্ষেপ পুরোহিতদের

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : একদিকে বছর বছর দুর্গাপুজোর জন্য পুজো উদ্যোক্তা ক্লাবগুলির অনুদান বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, সাধারণ মানুষের থেকে চাঁদাও মিলছে। ফলে বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ থেকে শুরু করে প্রতিমা, জাঁকজমক সবই বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় পুরোহিতদের পারিশ্রমিক বা দক্ষিণা বাড়ছে না। ফলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের পুরোহিতদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। নিজেদের এলাকায় তেমন দক্ষিণা না মেলায় জেলার পুরোহিতরা রায়গঞ্জ, মালদা এমনকি শিলিগুড়িতে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। পুরোহিতদের দাবি, উদ্যোক্তারা বড় মাপের প্যান্ডেল করে, প্রতিমা এনে পুজোয় মেতে উঠছেন। কিন্তু সকলের মঙ্গলকামনায় সারাদিন উপোস থেকে পুজো করা পুরোহিতদের টাকা দেওয়ার সময় হাতে টান পড়ছে বলে আক্ষেপ করেন। তাঁদের মতে, বর্তমানে আধ্যাত্মিকতার তুলনায় জাঁকজমক ও পুরস্কার নেওয়াটাই যেন বড় হয়ে যাচ্ছে।

বালুরঘাটের নামাবঙ্গীর পুরোহিত দেবেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রায় ৪০ বছর ধরে পুজো করে আসছেন। তিনি বললেন, 'পুজো উদ্যোক্তারা মণ্ডপ, প্রতিমা, আলো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাজেট বাড়াচ্ছেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণা সেই হারে বাড়ছে না। এখন বাজারে সব জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী।

এদিকে, যাঁরা পুজো করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁদের পক্ষে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে উঠেছে। আমরা দুর্গাপুজোর দিকে তাকিয়েই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। তাই আমাদের অনুরোধ পুজো উদ্যোক্তারা যেন আমাদের দক্ষিণার ক্ষেত্রেও বাজেট বাড়ান।' এর মধ্যে আবার পুজোর উপকরণ সাজানো থেকে শুরু করে সহকারীদের টাকাও তাঁদের দিতে হয় বলে জানালেন দেবেন্দ্রনাথ।

দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রায় দেড় হাজার পুরোহিত রয়েছেন। যাঁরা দুর্গাপুজো, কালীপুজো সহ একাধিক পুজো করেন। অনেক আচার অনুষ্ঠান মেনে দীর্ঘ সময় ধরে পুজো করতে হয়। সরকারের তরফে এবছর পুজো উদ্যোক্তাদের অনুদান ৮৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লাখ দশ হাজার টাকা করা হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণা বাড়ানো হয়নি। এর ফলে পুজোর আবহের মধ্যেও পুরোহিতদের গলায় মন খারাপের সুর। অন্যদিকে, এনিয়ে সুর চড়িয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের পুরোহিত কল্যাণ সমিতিও। সমিতির জেলা সম্পাদক প্রদীপ ভাদুড়ি বলেন, 'চারদিকে জাঁকজমক করে পুজো হচ্ছে। পুজো উদ্যোক্তারা বিভিন্ন খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণা সেই অনুপাতে মেলে না। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু'-তিন হাজার টাকার মধ্যেও পুজো সারতে হয়। যেহেতু আমাদের দক্ষিণার কোনও নির্দিষ্টতা নেই। তাই পুজো উদ্যোক্তারা তাদের আর্থিক অবস্থা জানিয়ে যে যেমন পারে সেভাবেই আমাদের দেয়। মণ্ডপ, আলো, প্রতিমায় অর্থ খরচের সঙ্গে আমাদের দিকটিও দেখা হোক, সেটাই চাই।' আবার অনেকের মতে, প্যান্ডেল বা প্রতিমা ভালো হলে পুরস্কার পাওয়া যায়। তাই সেদিকেই সকলের নজর। আর তার ফলে পুজোর দিকটি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে।

জমছে ক্ষোভ

- একদিকে বছর বছর দুর্গাপুজোর জন্য পুজো উদ্যোক্তা ক্লাবগুলির অনুদান বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার
- বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ থেকে শুরু করে প্রতিমা, জাঁকজমক সবই বাড়ছে
- অভিযোগ, পাল্লা দিয়ে পুরোহিতদের দক্ষিণা বাড়ানো হচ্ছে না
- বালুরঘাটের পুরোহিতরা তেমন দক্ষিণা না পেয়ে রায়গঞ্জ, মালদা এমনকি শিলিগুড়িতে কাজের খোঁজে চলে যাচ্ছেন

রাস্তা ঢাকে তোরণে

সামনেই পুজো। বিভিন্ন জায়গায় প্যান্ডেল তৈরির কাজ প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শহরের বিভিন্ন রাস্তা সেজে উঠবে আলোক তোরণ, বিজ্ঞাপনী তোরণে। এর জন্য প্রস্তুত ক্লাবগুলো। তবে তার আগেই এনিয়ে কড়া মালদা জেলা পুলিশ। বাঁশের তোরণের পরিবর্তে এল আকারের গেট লাগানোর পরামর্শ দিচ্ছে তারা। তবে সাফ মানা করে দিয়েছে পুজো কমিটিগুলো। এক্ষেত্রে তারা অন্য যুক্তি দেখাচ্ছে। লিখলেন **জসিমুদ্দিন আহম্মদ।**

যানজটের সমস্যা

শুধুমাত্র মালদা শহরেই হাজারের বেশি দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়। বেশ কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞাপনী তোরণের মাধ্যমে পুজো কমিটিগুলো পুজোর খরচের বড় একটা অংশ জোগাড় করে থাকে। তবে ওই বিজ্ঞাপনী তোরণগুলি মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে আমজনতার।

এমনিতেই মালদা শহরের মূল সড়কগুলি অপ্রশস্ত ও ঘিঞ্জি। তার ওপর আলোক তোরণের পাশাপাশি একাধিক পুজো উদ্যোক্তা ২০ হাত পরপর বিজ্ঞাপনী তোরণ লাগানোয় যান চলাচলের গতি ধীর হচ্ছে। এতে সারাদিনই যানজট লেগে থাকে রাস্তায়। মূলত কেজে সান্যাল রোড, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, এনএস রোড, বিএস রোড, মনস্কামনা রোডজুড়ে ওই তোরণগুলো দেখা যায়। বাদ যায় না পাড়ার অলিগলিও।

সরানো হচ্ছে না তোরণ

উৎসবের ৪টি দিন মানুষ এই তোরণের যন্ত্রণা মেনে নিলেও বিসর্জনের পরেও শহরের রাস্তা দখল করে থাকে তোরণগুলি। একদিক থেকে আরেকদিকের গাড়ি দেখা যায় না। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দেয়।

মালদায় কড়া পুলিশ

গত বছর এনিয়ে কঠোর হয় মালদা জেলা পুলিশ প্রশাসন। একাধিক ক্লাবের গেট খুলিয়ে দেয় পুলিশ। এনিয়ে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শর্তসাপেক্ষে তোরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এবছর শুরু থেকেই পুলিশ পুজো উদ্যোক্তাদের ওভারহেড গেট করার পরিবর্তে এল প্যাটার্নের গেট করার প্রস্তাব দিচ্ছে।

শুক্রবার পুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে প্রশাসনিক সমন্বয় বৈঠক করা হয়। সেখানে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব সাফ জানিয়ে দেন, বাঁশের বিজ্ঞাপনী তোরণে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো ছোট করে দিচ্ছে। ফলে শহরজুড়ে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সেইসঙ্গে খুঁটি না পুঁতেই বড় বড় তোরণ তৈরি হচ্ছে যার ফলে বিপদের সম্ভাবনাও থাকছে। তাই ওভারহেড কোনও গেট করা যাবে না।

অসন্তোষ পুজো কমিটিগুলির

পুলিশের ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছে জেলার পুজো কমিটিগুলো। এল প্যাটার্নের গেট যে তারা করতে চায় না সেটা প্রশাসনিক বৈঠকেই সাফ জানিয়ে দিয়েছে। বিপদ এড়াতে প্রয়োজনে বাঁশের গেটের পরিবর্তে লোহার গেট করতেও তারা রাজি। তবে এনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনই নয়। পরবর্তীতে আবার পুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে আলোচনায় বসার আশ্বাস দিয়েছেন মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া।

পুজো ফোরামের যুক্তি

মালদা জেলা পুজো ফোরামের সম্পাদক শুভ্রজিৎ রাহার কথায়, 'পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলায় আলোক তোরণ কিংবা বিজ্ঞাপনী তোরণ নিয়ে কোনও সমস্যা হয় না। শুধুমাত্র মালদায় আমাদের ওপর এমন ফরমান দেওয়া হচ্ছে। পুজোর খরচ বাড়ছে কিন্তু চাঁদা আসছে না। বিজ্ঞাপন থেকে এই ঘাটতি আমরা মেটাই। এখন পুলিশ এই গেট করতে দেবে না বলছে। বিজ্ঞাপনদাতাদেরও নোটিশ করা হচ্ছে। এল আকারের গেটে কেউ বিজ্ঞাপন দেবে না। তাহলে পুজো হবে কী করে?'

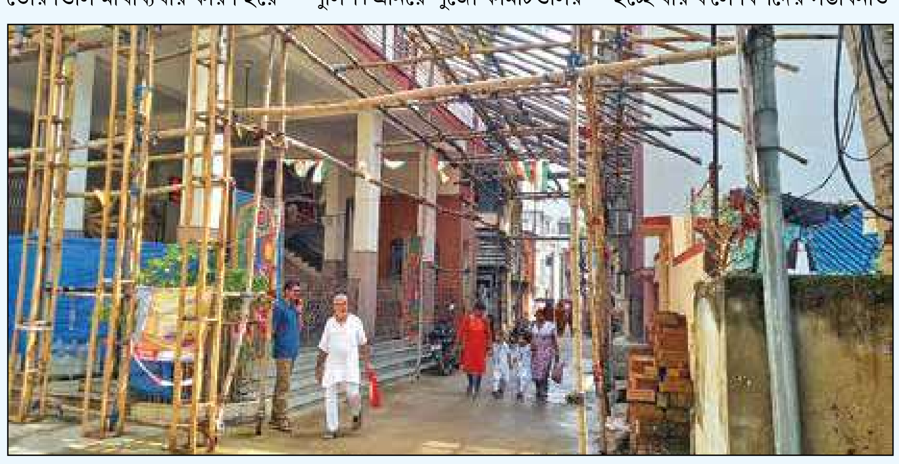

> বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দ পেতে হলে কিছুদিন যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। তাতে ক্ষতি কী?
>
> **বাপ্পা সাহা,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

> পুজোর আনন্দ আগেও হত। তবে আগে এমন গেট হত না। এই গেটগুলো শহরের রাস্তা ছোট করে দিচ্ছে। ব্যাপক যানজট হয় শহরে।
>
> **প্রলয় দাস,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

থ্যালাসিমিয়ার সচেতনতা শিবির

মালদা, ২৩ অগাস্ট : ছাত্রীদের মধ্যে থ্যালাসিমিয়া সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ শিবির হল মালদা শহরের রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যাশ্রমে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষিকা অদিতি চট্টোপাধ্যায়, স্বেচ্ছাসেবক অনিলকুমার সাহা, মালদা মেডিকেল কলেজের থ্যালাসিমিয়া বিভাগের কাউন্সিলার সায়ন্তনী কুমার প্রমুখ। শিবিরে স্কুলের শতাধিক ছাত্রীর থ্যালাসিমিয়া পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

থ্যালাসিমিয়া একটি জেনেটিক রক্তের ব্যাধি যা রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাব সৃষ্টি করে, এর ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয় এবং ক্লান্তি, দুর্বলতা ও ফ্যাকাশে ত্বকের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

বোলতার আক্রমণে মৃত্যু

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : বোলতা হুল ফোটানোয় মৃত্যু হল এক রংমিস্ত্রির। ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বাঞ্চলপল্লি এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম গোবিন্দ পাহান (৪৫)। শুক্রবার দুপুরে নিজের বাড়িতে আবর্জনা পরিষ্কার করছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই সময় বোলতার বাসা ভেঙে ফেলেন। ঘটনায় ৩০-৩৫টি বোলতা তাঁকে হুল ফোটায়। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের প্রতিবেশী এবং পরিবারের সদস্যরা ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেইখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হয় এবং রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় আহত ৩

পুরাতন মালদা, ২৩ অগাস্ট : শনিবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি পুলিশ ভ্যান ও ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। পুলিশের গাড়িটি পুরাতন মালদা শহর থেকে নারায়ণপুরের দিকে যাচ্ছিল। অন্য গাড়িটি মিশন রোড থেকে মঙ্গলবাড়ির দিকে আসছিল। ছোট গাড়িটিতে তিনজন আরোহী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন সামান্য আহত হন। পুলিশ ভ্যানের চালকও আহত হয়েছেন।

প্রস্তুতি সভা

গঙ্গারামপুর, ২৩ অগাস্ট : ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে সফল করতে বিশেষ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল গঙ্গারামপুর কলেজের সেমিনার হলে। এবছর রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কলকাতার সভায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে শনিবার দুপুরে ওই সভা হয় বলে জানিয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা কৌশিক সাহা।

আশরাফের হাতে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ বালুরঘাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : চারিদিকে যখন ধর্মীয় মেরুকরণের বাতাবরণ। মানুষের পরিচয়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাঁদের ধর্মীয় অবস্থান। ঠিক সেসময় দাঁড়িয়ে এবছর দুর্গাপুজোয় অভিনবভাবে সম্প্রীতির বার্তা দিতে চলেছে বালুরঘাটের নেতাজি স্মৃতি ক্লাব। যেখানে মণ্ডপশিল্পী হিসেবে বরাত দেওয়া হয়েছে নদিয়ার আশরাফ আলি শেখকে। যিনি তাঁর ১৫ জন কর্মচারীর সঙ্গে মিলে বালুরঘাটে গড়ে তুলছেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে পুজোমণ্ডপ। এমন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুজো উদ্যোক্তারা আসলে 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন বলে জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে তাঁর একটা আত্মিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে আশরাফ জানিয়েছেন।

বাঁশ, কাঠ, কাপড়, রং সব উপাদান মিলিয়ে জোরকদমে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। আশরাফ আলি বহু বছরের অভিজ্ঞ শিল্পী, বিভিন্ন জায়গায় দুর্গোৎসবের মণ্ডপ তৈরি করেছেন। তবে বালুরঘাটে এসে মানুষের উষ্ণতা তাঁকে বিশেষভাবে আপ্লুত করেছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, আশরাফ ও তাঁর দলের নিষ্ঠা দেখে তারা অভিভূত। তাদের প্রত্যাশা, মণ্ডপের সাজসজ্জা এবছর দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। জগন্নাথ দেবের মূর্তির আদলে প্রতিমা গড়ে তুলছেন খিদিরপুরের কৃষ্ণ পাল। আলোকশিল্পী বালুরঘাটের পঙ্কজ দত্ত।

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করছে আশরাফের দল।

আশরাফের কথায়, 'ধর্ম আলাদা হলেও শিল্পের তো কোনও গণ্ডি নেই। এখানে এসে দেখলাম মানুষ আমাকে আপন করে নিয়েছে। কাজ করতে একেবারেই কোনও সমস্যা হয়নি। বরং স্থানীয় বাসিন্দা ও পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এক আত্মীয়তা তৈরি হয়েছে। তাঁরা আমাকে কার্যত মাথায় তুলে রাখেন। এত সম্মান ও ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ।'

ক্লাবের কনভেনার সন্তু সিং বলেন, 'এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজে এক বড় বার্তা পৌঁছে দিতে চাই। বর্তমান সময়ে আমরা সবাই একটা বিভাজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। কিন্তু উৎসব তো সবার। তাই ৫৮তম বর্ষে আমরা চেয়েছি এই পুজোর মাধ্যমে মানুষকে জানাতে, উৎসব ধর্মের সংকীর্ণ বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। দুর্গোৎসব শুধু দেবী আরাধনা নয়, মানবিকতারও আরাধনা।'

স্থানীয় বাসিন্দা কিংকর দাস জানান, আশরাফ ক্লাবঘরেই থাকেন। সেখানেই রান্না করেন। মাছ, সবজি বাজার, মুদিখানার দোকানে তাঁর অবাধ যাতায়াত। সকলের সঙ্গেই তাঁর যথেষ্ট সখ্য তৈরি হয়েছে। ক্লাবের ব্যানারে যদি মণ্ডপশিল্পী হিসেবে আশরাফের নাম জ্বলজ্বল করে, এর চেয়ে ভালো সম্প্রীতির চিহ্ন হতে পারে না।

বালুরঘাটের দুর্গোৎসব বরাবরই বৈচিত্র্যময় শিল্পকলা ও থিমের জন্য পরিচিত। তবে এবারের থিম নিছক শিল্প নয়, এক সামাজিক বার্তাও বয়ে আনছে। ধর্মীয় ভেদাভেদ দূরে সরিয়ে মানুষকে একত্রিত করার প্রয়াসই যার মূল লক্ষ্য। শিল্পীর তুলির আঁচড়ে, কাঠামোর খুঁটিনাটিতে যেমন ধরা পড়ছে সৌন্দর্য, তেমনই গড়ে উঠছে সম্প্রীতির মঞ্চ। তাই উৎসবের আবহে নেতাজি স্মৃতি ক্লাবের বার্তা 'ভিন্ন ধর্ম হলেও আমরা সবাই এক, উৎসব সবার মিলনের সেতু।'

মাঝনদীতে নৌকা উলটে মৃত্যু ছাত্রের

ডোমকল, ২৩ অগাস্ট : নৌকায় ঘোরার শখই বিপদ ডেকে আনল দশম শ্রেণির এক ছাত্রের। স্কুলে না গিয়ে বন্ধুদের নিয়ে সে নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকা খুলে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা উলটে তার মৃত্যু হয়। তার বন্ধুরা বেঁচে গিয়েছে। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ডোমকল এলাকার। মৃত আবদুল হালিম স্থানীয় শিবনগর হাইস্কুলের ছাত্র। সঙ্গীরা তার সহপাঠী। শালিকাদহ এলাকার দামোস নদীতে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, টিনের আস্তরণ দিয়ে তৈরি একটি নৌকা গ্রামের মানুষের জন্য ঘাটে বাঁধা থাকত। সেই নৌকায় চড়ে বসেছিল আবদুল ও তার বন্ধুরা। কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পরে

> কেন যে নৌকায় উঠতে গেল, জানি না। বন্ধুদের সঙ্গে নৌকায় চড়ে আনন্দ করতে গিয়ে জীবনটা চলে গেল।
>
> **হাসিবা বিবি**
> আবদুলের মা

টাল সামলাতে না পেরে উলটে যায় নৌকাটি। জলে পড়ে আবদুল ও তার সহপাঠীরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে। নিজেরা চেষ্টা করেও পাড়ে উঠতে পারেনি। তবে তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাকি ছাত্রদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও আবদুলকে উদ্ধার করা যায়নি। পরে পুলিশ গিয়ে দামোস নদীতে সিভিল ডিফেন্সের টিম নামিয়ে আবদুলের দেহ উদ্ধার করে। ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ছেলের দেহ শনাক্ত করে কান্নায় ভেঙে পড়েন আবদুলের মা হাসিবা বিবি। তিনি বলেন, 'ছেলে স্কুলে যাবে বলে আমাদের জানিয়ে বেরিয়েছিল। কেন যে নৌকায় উঠতে গেল, জানি না। বন্ধুদের সঙ্গে নৌকায় চড়ে আনন্দ করতে গিয়ে জীবনটা চলে গেল।'

ছাত্রদের চিৎকার শুনে ছুটে যাওয়া মফিদুল ইসলামের কথায়, 'এইসময় নদীতে জল বেশি থাকে। যেজন্য আমরা ছোটদের নদীর পাশে ঘুরতে মানা করি। কৌতূহলী হয়ে ওরা নৌকায় উঠেছিল। ওদের চিৎকার শুনে এসে দেখি এই কাণ্ড ঘটে গিয়েছে।'

সন্তান প্রসবে বাড়ছে রহস্য

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ওই সদ্যোজাত সন্তানের পিতা কে? এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রাণসংশয়েই ধর্ষণের কথা চেপে যাচ্ছে কি না ওই নাবালিকা, সেদিকেও নজর রেখেছে প্রশাসন। পরিবারের সদস্যরাও যেমন এ নিয়ে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন, তেমনি ওই নাবালিকাও এবিষয়ে একেবারে চুপ করে গিয়েছে।

ওই নাবালিকার বাবা মারা গিয়েছেন। মা ইসলামপুরে কর্মসূত্রে থাকেন। সেখানে একটি হোটেলে রান্নার কাজ করেন। বছর দেড়েক আগে বালুরঘাটের এক তরুণকে ওই মহিলা বিয়ে করেন। নিজে ইসলামপুরে থাকলেও, তাঁর নাবালিকা মেয়ে ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তাঁর স্বামী বালুরঘাটের বাড়িতেই থাকেন। ওই নাবালিকা গর্ভধারণ করার পরেও তার পরিবার তাকে লুকিয়ে রাখা ও ওই নাবালিকার এ নিয়ে কোনও কথা না বলায়, স্বাভাবিকভাবেই তার সৎবাবার দিকে প্রাথমিক সন্দেহের তির গিয়েছে। সদ্য নানা প্রচার সত্ত্বেও দক্ষিণ দিনাজপুরে নাবালিকাদের গর্ভধারণের পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে জানিয়েছেন সমাজকর্মী সুরজ দাশ।

প্রশাসন জানিয়েছে, হাজার সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০ থেকে ২২ শতাংশ নাবালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। চলতি সপ্তাহে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির নজরদারিতে থাকা এক নাবালিকার প্রসব করাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কুশমণ্ডির বাসিন্দা ওই নাবালিকা প্রশাসনিক নজরদারি এড়িয়েই সন্তান প্রসব করায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল প্রশাসনিক কর্তাদের কপালে। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবারে খোদ বালুরঘাট শহরের এমন এক নাবালিকা ছাত্রীর প্রসবের ঘটনায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

পিস্তল ঠেকিয়ে টাকা, গয়না লুট

প্রথম পাতার পর

তাই ভয়ে এখনও মামলা করতে যাইনি।'

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা নেতা তারক ঘোষ বলেন, 'যেখানেই কোনও ঘটনা ঘটছে সেখানে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরাই জড়িত থাকছে।' তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'দুষ্কৃতীরা তৃণমূলের আশ্রয় পাবে না। মোজমপুরে একসময় আসাদুল্লাহ বিশ্বাস ছিল। তাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এখন যারা রয়েছে অপরাধ করলে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'

প্রতারণার ফাঁদে গ্রাহকরা

সমবায় ব্যাংকে লোপাট ৪৭ লক্ষ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

জামালদহ, ২৩ অগাস্ট : তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকে বড়সড়ো দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হল। ব্যাংকে বসেই প্রতারণার ফাঁদ পেতে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগী। কখনও ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে সেই গোষ্ঠীর নামে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, কখনও ভুয়ো ক্যাশ সার্টিফিকেট দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া, কখনও গ্রাহকের টাকা ব্যাংকের তহবিলে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে ঢোকানো, এভাবেই নানা কায়দায় দীর্ঘদিন থেকে দু'হাতে টাকা লুটেছেন কাঞ্চন। প্রাথমিক তদন্তে শুধু হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখাতেই দুর্নীতির অঙ্ক ৪৭ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত হলে টাকার পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেই মনে করছেন ব্যাংকের আধিকারিক এবং বোর্ড সদস্যদের একাংশ। দুই শাখা থেকে বহু নথিপত্র গায়েব হয়ে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন ব্যাংক কর্তারা। এতসবের পরেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে ব্যাংকের বোর্ডের বিরুদ্ধে।

একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েই সামনে আসে কাঞ্চনের কুকীর্তি। তারপরই চলতি বছর ২২ মে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করেন ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক। ব্যাংকের প্রধান শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অ্যাকাউন্ট) সুরজ ভৌমিক এবং পুন্ডিবাড়ি শাখার ইনচার্জ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২ জুলাই কমিটির রিপোর্ট জমা হয়। কিভাবে কাঞ্চন গ্রাহকদের প্রতারিত করেছে, রিপোর্টে তার বিশদ বর্ননা দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনের, ৪৭ লক্ষ ১৩ টাকা আত্মসাতের কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্নীতির শেকড় যে অনেক গভীরে তা রিপোর্টে ঘুরিয়ে স্বীকার করা হয়েছে এবং আরও বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন আছে বলেই জানানো হয়েছে। কীর্তিমান কাঞ্চন প্রতারণার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তার বক্তব্য, 'আর্থিক সমস্যায় পরেই বেআইনি কাজ করেছি। যাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি প্রত্যেকের টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই বোর্ডের কাছে খানিকটা সময় চেয়েছি।'

তদন্ত রিপোর্টের তথ্য বলছে ২০১৯ থেকেই বেআইনি কারবার শুরু করেছিল কাঞ্চন। গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ে তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। কাঞ্চনের বাড়ি জামালদহতে। এলাকায় তাদের পরিবার যথেষ্ট প্রভাবশালী। শুরুতে ব্যাংকের জামালদহ শাখার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করত সে। সেখানেই প্রতারণায় হাত পাকায়। পরে তাকে হলদিবাড়িতে বদলি করা হয়। সেখানে গিয়েও বেআইনি কারবার বন্ধ করেনি কাঞ্চন। প্রায় দু মাস আগে দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা হলেও আজ পর্যন্ত কাঞ্চনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। লোকদেখানো শোকজ করেই কাজ শেষ করা হয়েছে। উলটে দুর্নীতি ধরা পরার পর তাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহার মূল শাখায় বদলি করা হয়েছে। ব্যাংক কর্মীদের ধারণা মাথার উপর কোনও প্রভাবশালীর হাত না থাকলে এতকিছুর পরও বহাল তবিয়তে থাকতেন না ওই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

ব্যাংকের নির্বাচিত বোর্ড পরিচালনা দায়িত্বে রয়েছে তৃণমূল। ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মন্ডল দলের তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতির পদেও রয়েছেন। কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না? বোর্ড কী তাহলে দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে চাইছে, না কী দুর্নীতিতে বোর্ডের কোনও প্রভাবশালীর হাত রয়েছে? সিদ্ধার্থের কথা, 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজারই দুর্নীতিতে যুক্ত। আমরা চাপ দিয়ে কাঞ্চনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছি। গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তাই এখনও আইনি পদক্ষেপ হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে সব টাকা ফেরত না দিলে পুলিশের দ্বারস্থ হবো।' দুর্নীতি ধরা পরার পরও কেন সাসপেন্ড না করে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মধ্যে রেখে দিয়ে প্রতিমাসে বেতন দেওয়া হচ্ছে অভিযুক্তকে তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি চেয়ারম্যান। তবে ব্যাংকের অন্য শাখাগুলিতেও দুর্নীতি হয়েছে কি না তা জানতে বিশেষ তদন্ত শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ব্যাংকের জামালদহ এলাকার নির্বাচিত ডিরেক্টর বাসন্তি বর্মনও প্রতরণার শিকার হয়েছেন। তাঁর কথা, 'প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের প্রশ্নের মুখে পরতে হচ্ছে। ব্যাংকের প্রতি ভরসা হারাচ্ছেন গ্রাহকরা। দুর্নীতির বড় প্রভাব পরেছে ব্যাংকের ব্যবসাতে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার। বোর্ডের সভায় সবই বলেছি। তবে আমি একা কিছু করতে পারবো না।' কাঞ্চনের প্রতারণার ফাঁদে পরেছে হলদিবাড়ির একটি স্বনির্ভপর গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর সভানেত্রী শকুন্তলা রায়ের প্রশ্ন, 'যাদের কাছে টাকা জমা রাখছি তারাই যদি প্রতারণা করে তাহলে আমরা যাবো কোথায়?' তাঁর কথা, 'ব্যাংকের উপর আমাদের আর ভরসা নেই। অভিযুক্তদের শাস্তি না হলে সব গোষ্ঠী একসঙ্গে হয়ে প্রতিবাদে নামবো।'

> **কী অভিযোগ**
> - প্রতারণার অঙ্ক এক কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে
> - প্রাথমিক তদন্তে হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখার দুর্নীতি ধরা পড়েছে
> - ২০০৯ সাল থেকেই চলছিল প্রতারণা
> - ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেও হাতানো হয়েছে মোটা টাকা
> - দুর্নীতি ধরা পড়লেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হয়নি

ব্লাইন্ড ডেটে ফাঁদ, পকেট গড়ের মাঠ

প্রথম পাতার পর

সেই দিনটি এখন তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। সোশ্যাল মিডিয়াতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক তরুণীর। ক'দিন কথা বলার পর দুজনেই দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। মেয়েটি তরুণকে জানিয়ে দেন, সেবক রোডে দুই মাইলের কাছে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মলের সামনে অপেক্ষা করবেন তিনি। মলটিতে একাধিক পাব রয়েছে।

সেখানে পৌঁছাতেই তরুণী জানান, তিনি নাকি একটি পাবে ফোন করে অগ্রিম টেবিল বুক করে ফেলেছেন। কোনওরকম আপত্তি না করে তরুণ সঙ্গিনীকে নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। একের পর এক পেগ অর্ডার করতে থাকেন মেয়েটি। প্রথমে সব ঠিকঠাক থাকলেও পাবের কর্মীদের সঙ্গে তরুণীর আকার ইঙ্গিতে কথা বলা দেখে তরুণের সন্দেহ হয়। শেষে যখন বিল হাতে আসে, তখন তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। ২০ হাজার টাকা দিয়ে কাঁদো কাঁদো অবস্থা হয়ে পড়ে ছিল। এখন বলছেন, 'বিলে যা লেখা, সেই দামের মদ আদৌ দেওয়া হয়েছিল কি না, আমার সন্দেহ। নির্ঘাত মেয়েটির স্বার্থ জড়িত। পাবের সবাই ওর চেনাপরিচিত। এটা একটা চক্র।'

শুক্রবার বিকালে একই পাবে গিয়ে সুভাষপল্লির বাসিন্দা বছর তেত্রিশের আরেক তরুণ চক্রের পাল্লায় পড়েন। ডেটিং অ্যাপে তরুণীর সঙ্গে পরিচয়। পেশায় প্লাইউড কোম্পানির সেলস বিভাগের ওই কর্মী এবং তাঁর সঙ্গিনী ঠিক করেন, দেখা করবেন। এক্ষেত্রেও পাবে ফোন করে টেবিল বুক করা হয়েছিল। সেই কথা শুনে প্রথমেই খটকা লাগে তরুণের। তবুও ভেতরে গিয়ে বসেন। অভিযোগ, পাবে ঢোকার পর থেকে ম্যানেজার ও অন্য কর্মীদের সঙ্গে তরুণীর চোখের ইশারায় কথাবার্তা শুরু হয়। তরুণের সন্দেহ আরও বাড়ে। তিনি কিছু বলার আগেই মদের 'পেগ' অর্ডার করেন মেয়েটি। তরুণও নিজের জন্য অর্ডার দেন।

তরুণী প্রথম পেগ শেষ করে দ্বিতীয় অর্ডার দেওয়ার সময় দাম শুনে মাথায় হাত পড়ে তরুণের। তিনি নিজে ৪০০ টাকা প্রতি পেগের মদ অর্ডার করেছিলেন, অথচ তরুণীর পেগের দাম ছিল ২৭০০ টাকা। তৃতীয় পেগ অর্ডার দিতেই তরুণ চলে যাওয়ার তাড়া দিতে থাকেন। এদিকে, তরুণী তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বসার জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। যদিও কাজ আছে বলে বিল চেয়ে নেন তিনি। ৯০০০ টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে যান। সুভাষপল্লির বাসিন্দার দাবি, 'আমি দেখেছি, ওই মেয়েটি হোয়াটসঅ্যাপে পাবের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিল। এই চক্রে পা দিলে সর্বস্বান্ত হতে হবে।'

একইভাবে মাটিগাড়ার একটি পাবে গিয়ে ১৫,০০০ হাজার টাকা বিল মিটিয়েছেন প্রধাননগরের এক তরুণ। তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। ব্লাইন্ড ডেটের পর থেকে সেই তরুণী যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রতারিত বলছেন, 'আগে থেকে সবকিছু খোঁজখবর নিয়েই চক্রটি ব্লাইন্ড ডেট প্ল্যান করে। সতর্ক না হলে কিন্তু সর্বনাশ।'

বর্ষায় জল থইথই দশাশ্বমেধ ঘাট। শনিবার বারাণসীতে। - এএফপি

ভূতনিতে বিজেপি নেতাকে 'হুমকি'

পালটা মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের

আজাদ

মানিকচক, ২৩ অগাস্ট : ভূতনিতে ভাঙন রোধের কাজে দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী অভিজিৎ মিশ্রকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল নেতা নীরেন মাহাতোর বিরুদ্ধে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও (উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি)। এদিকে, অভিজিতের বিরুদ্ধে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যাকে মারধরের পালটা অভিযোগ উঠেছে।

ভাঙন রোধের কাজে বালির বস্তায় নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অনেক কম মাটি ভরে ফেলা হচ্ছে বলে ঠিকাদারকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন অভিজিৎ। অভিযোগ, তাতেই চটে যান স্থানীয় তৃণমূল নেতা নীরেন। সেসময়ে নীরেনের সঙ্গেই ছিলেন তাঁর স্ত্রী প্রমীলা। প্রমীলা আবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য। তাঁরা অভিজিতের গাড়ি আটকে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে এবিষয়ে ভূতনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিজিৎ। যদিও অভিযুক্ত নীরেনের দাবি, 'কাজ পরিদর্শনে এসে অযথা বিজেপি নেতা অভিজিৎ মিশ্র আমাদের বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কুমন্তব্য করছিলেন। সেখানে উপস্থিত আমার স্ত্রী এর প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ করায় অভিজিৎ মিশ্র ও তাঁর লোকেরা আমার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হন এবং ধাক্কাধাক্কি করেন। আমি তারই প্রতিবাদ জানিয়েছি মাত্র।'

১৩ অগাস্ট ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুরের সদ্যনির্মিত বাঁধ ভেঙে ফুলহরের জল ঢোকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকায়। এদিকে, ভূতনির কালুটোনটোলায় গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি রিং বাঁধটিও। পশ্চিম রতনপুর থেকে কেশরপুর পর্যন্ত প্রায় ২৪০০ মিটার দীর্ঘ রিং বাঁধেও বেশ কয়েক জায়গায় ধস নেমেছে। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি ভাঙন রোধের কাজ শুরু করে সেচ দপ্তর।

প্রথম থেকেই ভাঙন রোধের কাজে চরম দুর্নীতির অভিযোগ তুলছিলেন ভূতনির বাসিন্দারা। বেশ কয়েকবার ঠিকাদার সংস্থার লোকেদের সঙ্গে এলাকাবাসীর বচসাও হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বিকেলে ভাঙন রোধের কাজ দেখতে যান অভিজিৎ। বর্তমানে সেখানে বালির বস্তা ফেলার কাজ চলছে। অভিজিতের অভিযোগ, বালির বস্তায় পরিমাণের চেয়ে অনেক কম বালি ভরা হচ্ছে। তিনি এবিষয়ে অভিযোগ জানান সেখানে উপস্থিত ঠিকাদারকে। অভিযোগ, তাতেই চটে যান নীরেন। নীরেনের স্ত্রী প্রমীলা মাহাতো স্থানীয় হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। অভিযোগ, নীরেন অভিজিতের গাড়ি আটকে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেন।

> ডাম্পিং-এর কাজে বালির বস্তায় যে পরিমাণ বালি ভরার কথা, তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ বালি ভরা হচ্ছিল। তারই প্রতিবাদ করি। এতেই চটে গিয়ে ঠিকাদারের পরামর্শে আমার উপর চড়াও হন স্থানীয় তৃণমূল নেতা নীরেন মাহাতো।
>
> **অভিজিৎ মিশ্র**
> বিজেপি নেতা

> কাজ পরিদর্শনে এসে অযথা বিজেপি নেতা অভিজিৎ মিশ্র আমাদের বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কুমন্তব্য করছিলেন। আমার স্ত্রী এর প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ করায় অভিজিৎ ও তাঁর লোকেরা আমার স্ত্রীকে ধাক্কা মারেন।
>
> **নীরেন মাহাতো**
> তৃণমূল নেতা

কাজ পরিদর্শনে আসতে বারণ করেন। এলে মেরে হাত-পা ভেঙে দেবেন বলেও হুমকি দেন। হুমকির এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে আপলোড করেন অভিজিৎ এবং তাঁর অনুগামীরা।

অভিজিৎ বলেন, 'ডাম্পিং-এর কাজে বালির বস্তায় যে পরিমাণ বালি ভরার কথা, তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ বালি ভরা হচ্ছিল। তারই প্রতিবাদ করি। এতেই চটে গিয়ে ঠিকাদারের পরামর্শে আমার উপর চড়াও হন স্থানীয় তৃণমূল নেতা নীরেন মাহাতো। আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেন। ভূতনি এলে মেরে আমার হাত-পা ভেঙে দেবেন বলে হুমকি দেন।'

'নেই' নিশ্চয়যান, ট্রলিও

প্রথম পাতার পর

ওই শিশুর জেঠু আনোয়ার আলি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'রাত ১টা নাগাদ চিকিৎসকরা ভাইপোকে রেফার করেন। বারবার ১০২ নম্বরে ফোন করেও, এমনকি নিশ্চয়যান অফিসে গিয়েও কোনও খোঁজ মেলেনি। বাধ্য হয়েই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করি। শেষমেশ ভোর সাড়ে পাঁচটায় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে গাড়ি পাই।' আনোয়ারের হুঁশিয়ারি, 'দেরি হওয়ার কারণে যদি আমাদের শিশুর কিছু হয়ে যায়, তাহলে প্রকল্পের আধিকারিক ও চালকদের বিরুদ্ধে মামলা করব।' পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে সিএমওএইচ-কে জানাবেন বলেও জানিয়েছেন আনোয়ার।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, 'ওই শিশুর পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া নিশ্চয়যান প্রকল্প আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।' জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের বক্তব্য, 'অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

অ্যাম্বুল্যান্স সমস্যার পাশাপাশি হাসপাতালের আরেক বড় সংকট ট্রলি ও হুইলচেয়ারের অভাব। জরুরি বিভাগে রোগী আনার পর প্রায়শই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে পরিজনদের। ট্রলি না পেয়ে কখনো-কখনো রোগীকে অ্যাম্বুল্যান্সেই বসিয়ে রাখতে হচ্ছে আধ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে। সমস্যার কথা স্বীকার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ট্রলি ও হুইলচেয়ারের সংখ্যা বাড়ানো জরুরি।' এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায়ও বলছেন, 'অনেক সময় বহুতল ভবনের লিফটে রোগী নিয়ে যেতে এবং ফেরত আসতে সময় লাগে। তবে আমরা দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।'

সম্প্রতি এক রোগী বহির্বিভাগে মাথা ঘুরে পড়ে যান। চিকিৎসক ভর্তির পরামর্শ দিলেও, তাঁর স্ত্রী আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও ট্রলি পাননি বলে অভিযোগ। অপর এক রোগীর আত্মীয় দুলাল মহম্মদ বলেন, 'পরিবারের এক সদস্য দুর্ঘটনায় পড়েছিল। হুইলচেয়ার না থাকায় অনেকক্ষণ তাকে জখম অবস্থায় গাড়িতেই বসিয়ে রাখতে হয়েছিল। ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে পারিনি।' ট্রলি ও হুইলচেয়ারের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি বৈঠক করেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও রায়গঞ্জ পুর প্রশাসনের প্রতিনিধিরাও। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আজও ট্রলিসংকট কাটেনি।

বিশেষ সভা

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া-র বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। মাটিগাড়ার একটি হোটেলে এদিন সভা আয়োজিত হয়। ফেডারেশনের কাজকর্ম দেখার জন্য গোটা উত্তরবঙ্গকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোন-১'এ রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর নিয়ে জোন-২ গড়া হয়েছে। শিলিগুড়ি, কালিম্পং, মালবাজার ও বানারহাট নিয়ে ৩ নম্বর জোন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি জোনের জন্য একজন সভাপতি ও সম্পাদক ঠিক করা হয়। সভাপতি ও সম্পাদকদের ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য হিসাবে জায়গা দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, পদ্মশ্রী করিমুল হক প্রমুখ।

মেডিকেলে থ্রেট কালচার

প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান চলবে। ওই দুই অভিযুক্ত শাসকদল-ঘনিষ্ঠ। তাঁদের বিরুদ্ধে থ্রেট কালচারের অভিযোগও রয়েছে।'

আরেক পড়ুয়া চিকিৎসক সৌম্যদীপ কাঞ্জি বলেন, 'গত বছর আরজি করের ঘটনার পর থ্রেট কালচারের বিষয়টি সামনে আসে। শাসকদলের মদতে প্রতিটি মেডিকেল কলেজে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ডাক্তারের বেশে কিছু গুন্ডা মেডিকেল কলেজগুলিতে জঙ্গলরাজ কায়েম করছে। এখানে ইন্টার্নকে মারধরের ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে আমাদের অবস্থান। উপযুক্ত পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত আমাদের অবস্থান চলবে।'

মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'একজন ইন্টার্ন আরেকজন ইন্টার্নের ফোন কাড়তে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগে। আক্রান্ত ইন্টার্নের সহপাঠী ওই ইন্টার্নকে আবার মারধর করেন বলে অভিযোগ। এনিয়ে এক ইন্টার্ন আরেক ইন্টার্নের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলেছেন। অভিযুক্তদের বক্তব্য শোনার জন্য আমরা তাঁদের ডেকেছিলাম। অভিযোগকারীরাও এখানেই ছিলেন। দু'পক্ষেরই অভিযোগ শোনা হয়েছে। দু'পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে আমরা একটি তদন্ত কমিটি গড়েছি। গতকাল রাতে চিকিৎসক পড়ুয়ারা সারারাত আমাকে ঘেরাও করে রেখেছিলেন। প্রথমে পড়ুয়ারা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ না দেখতে দেওয়া পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখার কথা বলেন। আমরা ফুটেজ দেখার অনুমতি দিই। ফুটেজ দেখার পর নতুন দাবি করা হয়, তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে আমাদের পদ্ধতি মেনেই এগোতে হয়। সেই কারণেই আমরা তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শনিবার দুপুর থেকে ফের আমাদের ঘেরাও করে রাখা হয়।'

অভিযুক্ত চিকিৎসক পড়ুয়া নবদ্বীপ শীল বলেন, 'আমি কোনওভাবেই মিজানুরের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করিনি। ও উলটে আমার গায়ে হাত দেয়। আমাকে নিজেকে বাঁচাতে হয়েছিল। ওর বাবা আমাকে ফোন করে হুমকি দেয়। আমি ওকে বলেছিলাম, রোগীর সামনে তুই যে একজন মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছিলি, সেটা স্বীকার করে নে। প্রিন্সিপাল স্যর আমাদের কথা শোনার জন্য ডেকেছিলেন। আমি নিজের বক্তব্য বলার জন্য গিয়েছিলাম। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমাকে ও আমার সঙ্গীদের একটা জায়গায় বসিয়ে রেখে নানারকম বাজে কথা বলা হয়। আমি কোনওভাবেই কোনও দলের সঙ্গে জড়িত নই।'

মিজানুর রহমান বলেন, 'আমরা ডিউটি করছিলাম। রোগীর অনেক চাপ ছিল। ময়ূরাক্ষী আমাকে দিয়েই সব কাজ করাতে চাইছিল। এনিয়ে আমি সিনিয়ারদের সঙ্গে ফোনে কথা বলি। আমার ফোনে তাঁদের সঙ্গে ময়ূরাক্ষীকেও কথা বলতে দিই। সেই ফোন নেওয়ার সময় ওর চুলে একটু টান পড়েছিল। এরপর ময়ূরাক্ষী নবদ্বীপকে ফোন করে ডাকে। নবদ্বীপ এসে আমাকে ওটির পাশে রেস্ট রুমে নিয়ে গিয়ে মারধর করে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ডাক্তার তৈরিতে নতুন বিপ্লব

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মহিলা, অ্যালিস ওয়ালটন, আমেরিকার আরকানসাসে একটি নতুন মেডিকেল স্কুল খুলেছেন। আর চমকে দেওয়া খবর হল, প্রথম পাঁচ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ! সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ওয়ালটন স্কুল অফ মেডিসিন গতানুগতিক ডাক্তার তৈরির পদ্ধতি পাল্টে দিতে চায়। এখানে শুধু রোগ নয়, মানসিক স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার ধরন, আর সার্বিক সুস্থতার ওপর জোর দেওয়া হবে। ২,০০০-এর বেশি আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ৪৮ জনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ওয়েবসাইটে গেলে বোঝা যায়, এর নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আরোগ্যলাভের একটা অনুভূতি আসে; যেমন - ছাদে বাগান, ধ্যান করার জায়গা, ইত্যাদি। ওয়ালমার্টের মালকিন অ্যালিস নিজে একটি ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

ভাঙছে আফ্রিকা

ভাবছেন, মজা করছি? একদম না! পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়া, কেনিয়া, আর তানজানিয়ার মধ্য দিয়ে মহাদেশটি ধীরে ধীরে ফাটছে। এটি পূর্ব আফ্রিকান রিফ্ট নামে পরিচিত। প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে সরে যাচ্ছে এই বিশাল ভূখণ্ড। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কয়েক কোটি বছর পর এই ফাটল থেকে জন্ম নেবে এক নতুন মহাসাগর, যা পূর্ব আফ্রিকাকে মূল মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেবে। এই বিশাল পরিবর্তন পৃথিবীর ভূগোলকে নতুন করে লিখবে। আমাদের চোখের সামনেই তৈরি হচ্ছে এক নতুন মহাদেশ! ভাবা যায়!

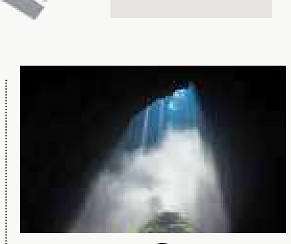

গুহার ভিতরে মেঘ, নদী আর জঙ্গল

ভিয়েতনামের ফোং না-কে-বাং জাতীয় উদ্যানের গভীরে লুকিয়ে আছে বিশ্বের বৃহত্তম গুহা, সন ডুং। এর আকার এত বড় যে গুহার ভিতরেই রয়েছে নিজস্ব আবহাওয়া! গুহার দেওয়ালগুলো প্রায় ২০০ মিটার উঁচু, আর সেখানে মেঘ ভেসে বেড়ায়। গুহার ছাদে ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে, আর সেই আলোয় তৈরি হয়েছে সবুজ অরণ্য, আর তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নদী! গুহার ভিতরের এই অবাক করা জগৎ দেখলে মনে হয়, প্রকৃতি যেন ভূ-পৃষ্ঠের নীচেও নিজের শিল্পকর্ম সাজিয়ে রেখেছে। এটা শুধু একটা গুহা নয়, যেন প্রকৃতির এক গোপন, পরাবাস্তব রাজ্য!

সিওল শহরে 'হাওয়া-বনের' জাদু

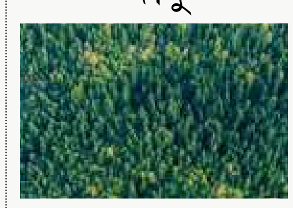

সিওলের গরম থেকে বাঁচতে এক দারুণ বুদ্ধি বের করা হয়েছে! তারা তৈরি করেছে 'হাওয়া-বন'। শহরের চারপাশে পাহাড় আর শহরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় এই বিশেষ সবুজ করিডোরগুলো তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, পাহাড় থেকে আসা ঠান্ডা বাতাসকে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় টেনে নিয়ে আসা, যাতে কংক্রিটের গরম থেকে কিছুটা রেহাই মেলে। এই বনগুলো শুধু বাতাসই বইয়ে দেয় না, বরং ধুলো ও দূষণ ফিল্টার করে বাতাসকে বিশুদ্ধও করে। এর ফলে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সিওল শীতল থাকে, আর সেখানকার বাতাসও অনেক পরিষ্কার হয়। এই বনগুলি তাপমাত্রা কমানোর পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যও বাড়ায়, পাখির আশ্রয় হয়, পোকামাকড় এবং ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও এখানে থাকতে পারে।

সরকারি কর্তাকে

প্রথম পাতার পর

এরকম কোনও ঘটনাই ঘটেনি।' কালিয়াচক-৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে এ ব্যাপারে ফোন করা হলে তিনি 'জানি না' বলে ফোন কেটে দেন। তৃণমূলের কালিয়াচক-৩ ব্লক সভাপতি মুস্তাক আলমকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এসএমএসেরও জবাব দেননি।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার হলেও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করায় ক্ষোভ বাড়ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে বৈষ্ণবনগরের বিডিও সুকান্ত শিকদারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। একাধিকবার ফোন ও মেসেজ করা হলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি।

সরকারি কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সিপিএম নেতা রেজাউল করিমের বক্তব্য, 'শাসকদলের প্রভাবশালী নেতা সরকারি কর্মীকে পিটিয়েছে। অথচ প্রশাসন চুপ। বাংলার শ্রমিকদের ভাতা প্রকল্পকে কাটমানির ফাঁদে পরিণত করা হচ্ছে।' কংগ্রেস যুব সভাপতি সারোয়ার জাহান বলেন, 'ত্রাণ থেকে ভাতা- সবেতেই তৃণমূলের কাটমানি চলছে। সরকারি অফিসে কর্মী নিরাপদ নয়, এটা ভয়ংকর।' বিজেপি নেতা স্বাধীন সরকারের অভিযোগ, 'রাজ্যের ঘোষিত ভাতা প্রকল্প আসলে তৃণমূলের নতুন তোলাবাজি প্রকল্প। তাই লেবার ইনস্পেকটরকে পেটানো হয়েছে।'

কুকথা

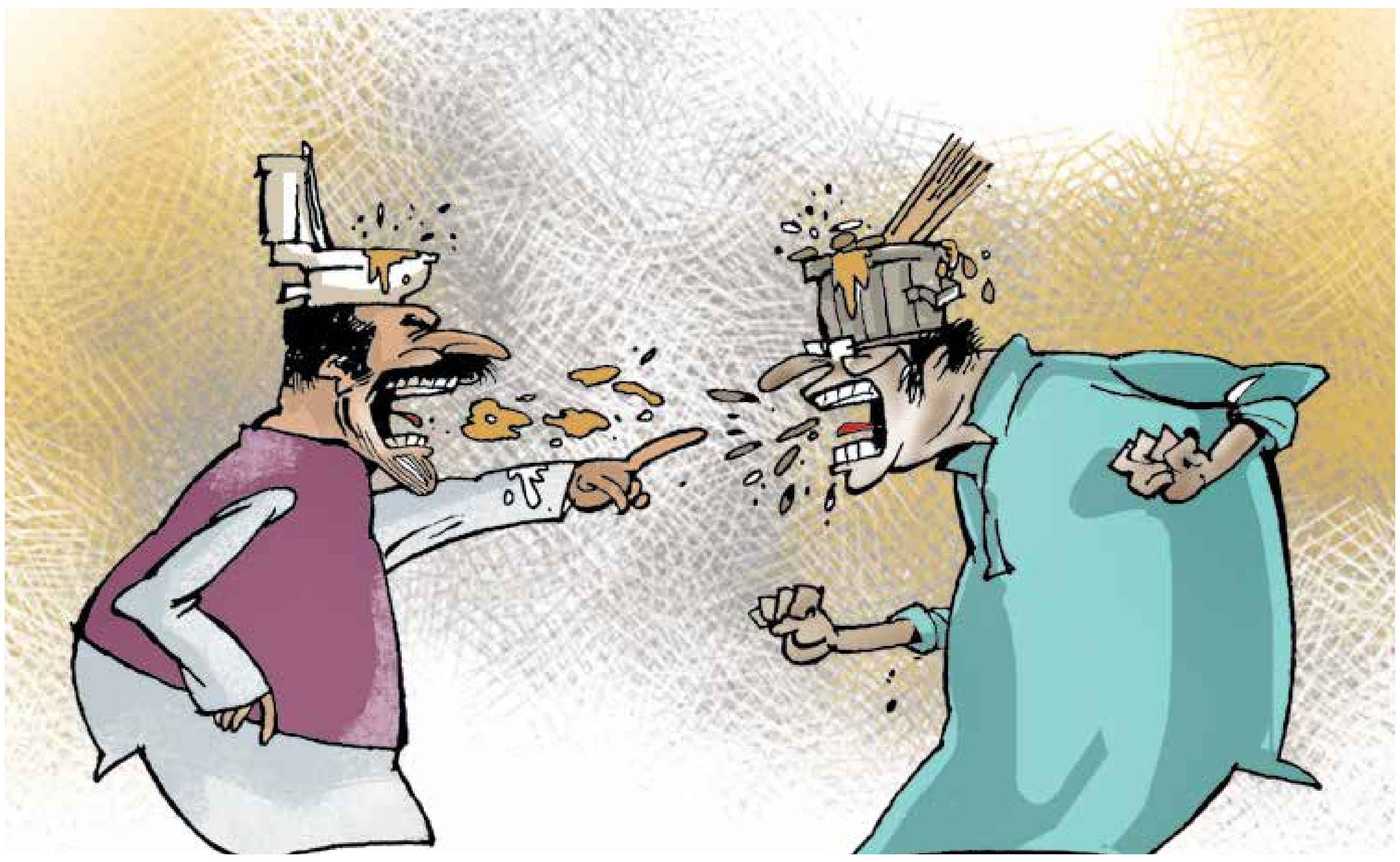

ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনবরত খিস্তি-খেউড়ে প্রচুর রোজগার

প্রসূন শিকদার

বিকেলে খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই বাড়ি থেকে বেরোলেন অমিয়বাবু। গত কয়েকদিন যাবৎ শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। সর্বোপরি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় প্রতিবেশীর অশ্লীল বাক্যবর্ষণ তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তিনি ভাবতে থাকেন এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এ সময়ে অশ্লীল কথাবার্তায় যে যত পারঙ্গম তার স্ট্যাটাস যেন তত উঁচু। অথচ কিছুদিন আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। কথাবার্তায় শালীনতাবোধ তার মার্জিত রুচির পরিচায়ক ছিল।

সন্ধ্যায় একটি আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখবেন অমিয়বাবু। সমাজে নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ ফেরানোর লক্ষ্যে এই সমাজকল্যাণ সংস্থা নীরবে কাজ করে চলেছে। অবসৃত মাস্টারমশাইয়ের আলোচ্য বিষয়-- নবীন প্রজন্মের মধ্যে কুকথার বাড়বাড়ন্ত ও তার প্রভাব। অমিয়বাবু অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছে গেলেন সময়মতো। দেখলেন ভিড়ভাট্টা ভালোই হয়েছে। সমাজের কেষ্টবিষ্টু থেকে সচেতন সাধারণ নাগরিক ও বেশ

তিনি বলেছিলেন, 'পিতা গুরু মাতা গুরু, তার চেয়েও বড় শিক্ষাগুরু।' অথচ এই অপরেশবাবুকেই বলতে শুনেছেন, 'এখন শিক্ষক তো আর শিক্ষক নয়। ওরা তো সার্ভিস প্রোভাইডার। অত শ্রদ্ধা ভক্তি দেখানোর দরকার নেই।'

কিছু ছাত্রছাত্রী -- সব মিলিয়ে হল ভর্তি লোকজন। উদ্যোক্তারা তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিনি দেখলেন প্রধান অতিথির আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন এক প্রবীণ অধ্যাপক। তাঁকে দেখেই অমিয়বাবুর গা-টা রিরি করে উঠল। এক দুশ্চরিত্র লম্পট আজ প্রধান অতিথি। তাঁর খুব মনে আছে এই অপরেশবাবু একবার তাঁকে বলেছিলেন, 'মাস্টার, তোমার সাধু ভাষা এখন আর চলবে না। আমার কাছে খিস্তি দিতে শেখো। এখন খিস্তি দিতে পারাটা একটা আর্ট। এই আর্ট রপ্ত করতে না পারলে তোমার অস্তিত্ব সংকটে।'

বড় বড় এয়ারকুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় পুরোনো দিনের অনেক কথা তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি ভাবছেন মূল্যবোধ। তিনি খুঁজছেন নৈতিকতা। তাঁর বেশ মনে পড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে প্রথম যেদিন ক্লাস করতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বাবাও গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মাস্টারমশাইদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। মনে রাখবে, পিতা গুরু মাতা গুরু, তার চেয়েও বড় শিক্ষাগুরু।' অথচ এই অপরেশবাবুকেই বলতে শুনেছেন, 'এখন শিক্ষক তো আর শিক্ষক নয়। ওরা তো সার্ভিস প্রোভাইডার। ওদের অত শ্রদ্ধা ভক্তি দেখানোর দরকার নেই।' অবশ্য এখনকার সার্ভিস কমিশন পাস করা শিক্ষকরাও এই বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। এইতো কয়েকদিন আগে এক শিক্ষক বলেই ফেললেন, 'অমিয়দা, আমরা চাকরি করতে এসেছি; মাস গেলে বেতন পাই। ব্যস, আর কী চাই! পরের ছেলে পরমানন্দ, যত ভোগে যায় তত আনন্দ।' ছিছি একজন শিক্ষকের মুখে এসব কথা! এত কুকথা কারও মুখে শোভা পায়! সভাপতি বরণ হয়ে গেল, এরপর প্রধান অতিথি বরণ। স্থানীয় এক মাঝবয়সি নেতা আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন। শিক্ষক হিসেবে ছেলেটি তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কিন্তু তাকে দেখলেই অমিয়বাবুর পুরোনো ঘটনা মনে পড়ে যায়। এরপর উদ্বোধনী সংগীত শুরু হল। কিন্তু ঘটনা অমিয়বাবু কোনওদিনই ভুলতে পারবেন না। এই নেতা একবার হোয়াটসঅ্যাপে ভোট চেয়ে মেসেজ করেছিলেন। আজকাল এসবের বেশ চল হয়েছে। তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকেই মেসেজটি এসেছিল, 'আপনার মূল্যবান ভোট নষ্ট করবেন না। অমুক চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন।' আর ভোটে জিততে না পারলে, খিস্তি দিয়ে বলেছিলেন, 'বৃন্দাবন দেখাব।' পরে দেখা হলে তিনি অবশ্য হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ওটা কমন মেসেজ। দলের ছেলেরা সবাইকে পাঠিয়েছে। আপনি ইগনোর করবেন।' সবাইকে খিস্তি মেসেজ করে খিস্তিকে ক্রমশ সকলকে আত্মস্থ করিয়ে খিস্তির প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া একে আর কিই বা বলা যেতে পারে! প্রধান অতিথি অপরেশবাবু বলে চলেছেন, 'অশ্লীল কথা ও অশ্লীল ছবি বর্তমানে যুবসমাজের একটা ব্যাধি। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় সারাদিনই অ্যাক্টিভ থাকে কিন্তু খিস্তি ছাড়া কথা নেই। এই প্রবণতা দূর করার জন্য আমাদের সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে।'

এবার অমিয়বাবুর পালা। তিনি বলতে শুরু করলেন - 'সুধী ভদ্রমণ্ডলী, আজ এমন এক অসুখ নিয়ে আলোচনাচক্র যা এই সময়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ সকালের একটা ঘটনা বলি। এক হবু দম্পতির একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ বিশেষ কারণে জানতে পারি। দুজনেই মাস্টার্স করেছেন, ভদ্র ঘরের সন্তান। হবু বৌ তার হবু স্বামীকে মেসেজে লিখেছে যে তার পার্সোনাল খরচের জন্য টাকা প্রয়োজন। বেশ বড় অঙ্কের টাকা। লিখেছে, এখনই পাঠিয়ে দে। দেরি হলে তোকে পেঁদিয়ে সোজা করে দেব। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। আপনারাই বলুন, সম্পর্কের বন্ডিং কোন জায়গায় নেমে গিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন ঠাকুমা-দিদিমারা তাঁদের স্বামীদের আপনি বলে সম্বোধন করতেন। পরবর্তীকালে সেটা তুমি ও বর্তমানে তুই-তে নেমে এসেছে। সঙ্গে বোনাস অশ্রাব্য কুকথা! আপনারা চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন তো, সম্পর্কের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগে কুকথা না বললেই যেন চলে না।'

এবার উদাহরণ নম্বর দুই। সকাল সকাল সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি হয়ে গিয়েছে। এটা বাঙালিদের ভ্যালন্টাইন্স ডে। ছেলেটি তার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

জীবন জটিল হচ্ছে, আমরাও সংযম হারাচ্ছি। মাঝেমধ্যেই এমন কিছু বলে ফেলছি, যা খুবই খারাপ হয়েছে বলে পরে উপলব্ধি করে আফসোসের একশেষ। কেউ কেউ অবশ্য এ কথা বলে আনন্দে ভাসেন। এ রোগ যেন যাওয়ারই নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তার আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়া।

দ্রুত লাইমলাইটে আসার এক সহজ পথ

শুভময় সরকার

সে বহুকাল আগের কথা, আবছা স্কুলবেলার দিন। সময়ের নিরন্তর স্রোতে পলি জমতে জমতে স্মৃতি হারিয়ে যায়, তবু কিছু ঘটনা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একেবারে টাইম-টেস্টেড। তো তেমনই এক রাতের কথা। ট্রেনে ফিরছি বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে। যতদূর মনে পড়ে তখন স্টিম ইঞ্জিনের সময়। 'বিশ্বায়ন' নামক কোনও শব্দ আমাদের ভোকাবুলারিতে স্থান পায়নি। নেহাতই প্রাক-বিশ্বায়ন নয়, তার অনেক অনেক আগের কথা। উন্নয়নের এমন হড়পা ছিল না, এত আলোকোজ্জ্বল ভারতবর্ষও নয়। সাদামাঠা টিউবলাইটে রাতেরবেলা স্টেশনগুলো ম্যাড়মেড়ে। নিশুতি রাতে অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে, দুলুনিতে মিডল বার্থে আধঘুমে আমি, ওপরে আর নীচের বার্থে বাবা-মা। মাঝরাতে এক অজানা স্টেশনে কোনও কারণে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ট্রেন আর সেই আধোঘুমে শুনসান স্টেশনে অসংলগ্ন এক কণ্ঠে শুনেছিলাম এক অশ্লীল খিস্তি, রাতের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে সেই অজানা মাতাল কণ্ঠেই আমার জীবনে সম্ভবত প্রথম শোনা কুকথা, অন্তত সেটাই আমার স্মৃতিতে প্রথম ডকুমেন্টেড কুকথা। সেই প্রথম শোনা কুকথার আগে এবং পরে বিস্তর কুকথার বন্যা বয়েছে, বয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। আবহমান কুকথার নিরন্তর স্রোতে আমি এক রসিক শ্রোতা মাত্র।

কুকথার আভিধানিক অর্থ অশোভন কিংবা অশ্লীল কথা। আরেকটু সহজে বলা যায় কুরুচিপূর্ণ কথা। কিন্তু এখানেই বাধল গোল– কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল বলে দেগে দেবার আগে কিঞ্চিৎ ভাবা প্র্যাকটিস জরুরি। আজ যা খারাপ, গতকাল তা ছিল ভালো। কিন্তু কী মুশকিল, এও তো ভারী গোলমেলে এক কথা। খারাপ তো খারাপই, ভালো চিরকালই ভালো...! কিন্তু তাই কি? এই উত্তরাধুনিক বা পোস্ট-ট্রুথের সময়ে দাঁড়িয়ে এত সরলীকরণ সম্ভব নয়, উচিতও নয় বোধহয়। আসলে এই কুকথার বা কুরুচিপূর্ণ কথার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে ভাষার বিবর্তনে এর ব্যবহার এবং সামাজিকভাবে এর বহুস্তরীয় প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া জরুরি...! ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই জানা যায়, কুকথার ব্যবহার সব সমাজেই কমবেশি ছিল। অতীতে ভাষার ব্যবহার যখন সীমিত, তখনও ছিল কুকথা তবে সময়ের সঙ্গে, সামাজিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের সঙ্গে, 'ভাষার সমৃদ্ধি'র সঙ্গে কুকথার ধরন ও তার প্রয়োগের পরিবর্তন ঘটেছে অনিবার্যভাবেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গজীবনের অশ্লীল শব্দ সম্পর্কীত ধারণা কিন্তু বিস্তর পরিবর্তিত হয় দু'ভাবে, অর্থাৎ একদা যা ছিল অতি সাধারণ, বহুল ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দবন্ধ, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সেটাই হয়ে উঠল অশ্লীল শব্দ। ভদ্র, রুচিশীল সমাজে প্রত্যাখ্যাত হল সেসব শব্দ, উলটোটাও কিন্তু হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে বেশ কিছু সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব, পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এবং শালীনতার আদর্শে বিশেষ করে শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত মহল নতুন ভাবনায় দীক্ষিত হয়ে নতুন করে ভাবতে শিখল। অন্তত এটুকু বলাই যায়, কুকথার ইতিহাস একটি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক পরিসর, যা বহুলাংশেই ভাষার বিবর্তন, সামাজিক রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল।

'কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ।' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সেই অমোঘ লাইন তো বহুব্যবহারে ক্লিশে। তবে আজও কিন্তু সেই 'ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'...!

'কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ।' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সেই অমোঘ লাইন তো বহুব্যবহারে কিশে। তবে আজও কিন্তু সেই 'ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'...! শুধু চলেছে নয়, ক্রমবর্ধমান খেউড়ে আমরা রীতিমতো বিধ্বস্ত। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত, শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্ব, সব তত্ত্ব, ডায়ালেকটিকস ঘেঁটে যাচ্ছে কুকথার লাভাস্রোতে আর এই লাভাস্রোতের মাঝে দাঁড়িয়েই কিছু অনিবার্য প্রশ্ন কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। এই যে কুকথা, খিস্তিখেউড়, এর পেছনে কি অক্ষমের অসহায়তাও কাজ করে? হয়তো করে, কারণ এই মাঝবেলায় দাঁড়িয়ে 'অতীতের তীর হতে' বয়ে যাওয়া বহু দীর্ঘশ্বাসকে পরবর্তী সময়ে খিস্তির নির্গমনে শান্ত হতে দেখেছি।

এরপর ষোলোর পাতায়

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গালাগালিতেই বেঁচে থাকা

অভিষেক বোস

আপনি অযথা খিস্তির নাম শোনেননি?

আগাথা ক্রিস্টি?

ধুৎ মশাই। সে তো লেখিকা। ইনি হলেন শিল্পী। অযথা খিস্তি। ক্রিস্টি নয়। তবে চাইলে কৃষ্টি বলতে পারেন। এটাই এখন সঙোসকিতি। উনিই আমাদের টিম লিডার।

গালাগালি? টিম লিডার?

খামোখা গালাগালি নিয়ে পড়লেন কেন?

এখানে কাউকে ছুরি চালানো হয় না। কিবোর্ড দিয়ে কুচিকুচি করে দেওয়া হয়।

মানে?

মানে ধরে নিন, এই আপনি আর আমি কথা বলছি। এখন আমি ভদ্দরলোকের মতো কথা বলছি। কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকব, তখন আমিই একজন ডিজিটাল ক্রিমিন্যাল। প্রথমেই বেছে নেব উঠতি লেখিকা, আর্টিস্ট কিংবা একটু নরমসরম কোনও মানুষকে। একদম অচেনা কোনও লোককে। তারপর দল বেঁধে এসে উল্লাট গালাগালি... নোংরা নোংরা ভাষায়।

অচেনা লোককে!

লোক, বালক, বিটি হোক কিংবা সেলেব্রিটি। আমাদের কাছে সব এক। ভাষার বাঁধন খুলে দেব।

আপনারা কি উন্মাদ?

উন্মাদ কেন হতে যাব। আমরা হেরো। এই দেখুন, ৫৫ বছর বয়স হল। আজ অবধি কোথাও জিততে পেরেছি? বাবা, ভাই, বৌ, বাস কনডাক্টর, পানের দোকান, অফিসের বস? কারও কাছে মুখঝামটা না খেয়ে ফিরেছি? আর এখানে দেখুন, খিস্তির খামার খুলে বসে আছি।

খারাপ লাগে না?

খারাপ লাগবে কেন? আপনি মাইরি আচ্ছা ন্যাকা। একমাত্র গালাগালি লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেয়। হাসিকান্না সব লোকদেখানো।

আমাদের অযথা খিস্তিদাকে দেখুন। বাসে উঠলে, সামনের লোককে বলে, 'দাদা আপনি আগে নামুন।'

কিন্তু অনলাইনে, গালির গডফাদার।

একটা অচেনা লোককে দল বেঁধে গালি দিলেন। হতেই পারে মানুষটা হয়তো নিতে পারল না।

ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড দাদা। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ। এই তো সেদিন, অফিসের টিফিন টাইমে ফেসবুকে ঢুকে একজন বয়স্ক অভিনেতাকে নোংরা নোংরা গালাগালি করলাম। বুড়ো হাবড়াটা বেশি রাজনীতি কপচাচ্ছিল। বাড়ি ফেরার পথে, মনে একটা পৈশাচিক আনন্দ হচ্ছিল। সেদিন মাইরি খুশির চোটে শিঙাড়া কিনে বাড়ি ঢুকলাম।

ছিঃ!

এই দেখুন, আপনার এখন আমাকে গালি দিতে ইচ্ছে করছে। দিয়ে দিন। দেখবেন ভালো লাগছে। আর যদি এখন না দিতে পারেন, বাড়ি ফিরে সময় সুযোগমতো ফেসবুকে ঢুকে ঝেড়ে দিন। দেখবেন মনটা হালকা লাগছে। একবার ভাবুন, এখানে কোনও ফি দিতে হয় না, একেবারে ফ্রি। শুধু একটা স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট থাকলেই ঢুকে পড়া যায়। কোনও বয়সসীমা নেই, স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত দাদু, সবাই মুখ খারাপ করে গালি দিচ্ছে। সামনাসামনি গিয়ে দেখবেন- কিচ্ছুটি জানে না। সুবোধ লোক।

আর আপনাদের সেই অযথা খিস্তি। উনি তো নিজেই সেলেব্রিটি। উনি কেন গালি দেন?

দাদার কথা আর বলবেন না। দাদা বলেন কি জানেন তো, আপনি যুক্তি দিতে পারেন না? আপনার কাছে কোনও তথ্য নেই?

আপনার জানার কোনও ইচ্ছেও নেই, কোনও চিন্তা নেই! টুকুস করে স্রেফ চারটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে সাজিয়ে, একটা কমেন্ট করে দিন। ব্যাস!

এই তো গত বছর একজন লেখিকার একটা বইয়ের প্রচ্ছদ প্রকাশ অনুষ্ঠানের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে, এমন নোংরা নোংরা কথা লিখলেন, যে রাতারাতি ওই লেখিকা বদনাম হয়ে গেল। তিনদিনের মাথায় মহিলা সুইসাইড করতে গেছিল। একে বলে ট্রোলিং। পুরোটাই অনলাইন।

আপনার এখন আমাকে গালি দিতে ইচ্ছে করছে। দিয়ে দিন। দেখবেন ভালো লাগছে। আর যদি এখন না দিতে পারেন, বাড়ি ফিরে সময় সুযোগমতো ফেসবুকে ঢুকে ঝেড়ে দিন। দেখবেন মনটা হালকা লাগছে। একবার ভাবুন, এখানে কোনও ফি দিতে হয় না, একেবারে ফ্রি।

এরপর ষোলোর পাতায়

প্রকৃতির নিভৃত আশ্রয়স্থল কাগে

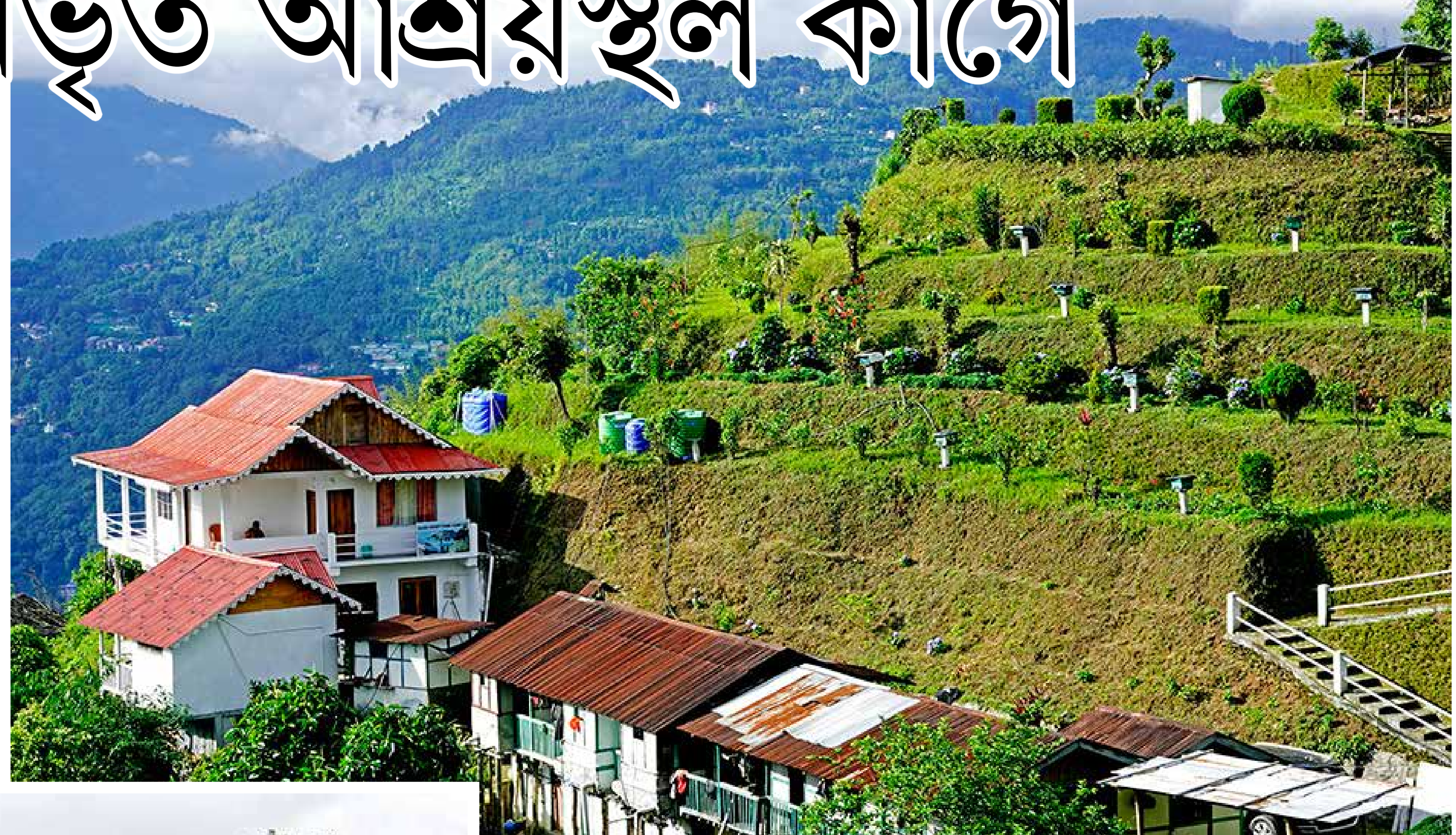

শান্তনু চক্রবর্তী

মুডুমখোলা, ছোট্ট এক পাহাড়ি নদী। নামটা অনায়াসে মন ছুঁয়ে যায়। তিরতির করে দুই পাহাড়ের বুক চিরে উদ্বেগহীন গতি। রাজস্থানের মেয়েদের হাতভর্তি চুড়ির সেই সুরেলা টুংটাং ছন্দ যেন আপ্ত করেছে এই নদীও। এমনিতে শান্ত ধীরস্থির। গতিপথে কোনও বড় পাথর অবরোধ করলে সফেদ ফেনা তোলা জলে তীব্র ঘূর্ণি তুলে জানান দেয় তার অসন্তোষের কথা। এখনও মানুষের লোভাতুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পেরেছে নিজেকে। তবু কোথায় যেন শঙ্কা থেকেই যায়।

কালিম্পংয়ের এই নদীর ওপর ছোটখাটো এক লোহার সেতু পেরিয়ে যাব কাগে। এর আগে পেডংয়ের উঁচু পাহাড়ের পাকদণ্ডি দিয়ে গড়াতে গড়াতে এই মুডুমখোলার মুখোমুখি হলাম। ছুঁয়ে গেলাম অনেক ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম। চোখে পড়ল পাহাড়ের বুকের ওপর দিয়ে তৈরি হওয়া নতুন রাস্তা যা পূর্ব সিকিমের নাথু লাকে যুক্ত করবে।

আবার চড়াই ভেঙে পথ চলা, মাঝে মাঝে ধাপ চাষে ভুট্টার গর্বিত অবস্থান। অবশেষে অভীষ্ট গন্তব্যে। এই কাগে জায়গার নামটা সেরকমভাবে শোনা ছিল না। পৌঁছে বুঝলাম ছিমছাম পরিচ্ছন্ন এই গ্রাম একদম নতুন কিছু নয়। আছে বেশ কয়েকঘর মানুষজন। বেশ পুরোনো একটা স্কুল, যা গ্রামের প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। এখানে বাস করে লিম্বু, লেপচা গোষ্ঠীর জনজাতি।

সেই কবে ১৮৮৩ সালে রেভারেন্ড ফাদার এম হার্ভাগল্ট সুদূর ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন পেডংয়ে। তারপর কাগের এই পাহাড়ের মাথায় স্থাপনা করেন মারিয়া বস্তি। এখানে আছে ১৮৯১ সালে তৈরি হওয়া একটা চার্চ। আছে একটা স্কুল আর খেলার মাঠ। কাগের ছোট্ট একটা বাজারের মধ্য দিয়ে পথ চলা চার্চের উদ্দেশে প্রচণ্ড খাড়া রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এই পথের বোধহয় শেষ আর দেখা হবে না। তবু পৌঁছে যাই, অনুভবে অন্তরঙ্গ হয় এই কষ্টের সার্থকতা। এক অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্য। প্রকৃতি যেন শীতলপাটি বিছিয়ে রেখেছে আমাদেরই প্রতীক্ষায়। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে নীরবতার সঙ্গে নিভৃত যাপন। আকাশের কালো মেঘ, টিপটিপ ঝরে পড়া বৃষ্টি, পাখিদের বাড়ি ফেরা, মনে করায় ফেরার কথা।

সন্ধ্যা নামে পাহাড়ের বুকে। চারদিকে নিরন্তর সবুজ বনরাশি। পতঙ্গের দল মুখর তাদের নানান শব্দের লহরী তুলে। এখানে শহুরে আলোর দাপট নেই, ভেবেছিলাম রাতের আকাশের তারাদের সঙ্গে সখ্য হবে, দেখব ছায়াপথ, আকাশগঙ্গা। কিন্তু বিধি বাম, আকাশ ছেয়েছে কালো মেঘে। হোমস্টের ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই মনে হল, রাতের সব তারাই বোধহয় আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে সামনের পেডং-এর পাহাড়ের আনাচে-কানাচে।

আয় মন বেড়াতে যাবি

সময়ের দিনলিপি মেনে আরেকটা সকাল আসে। ঘুম ভাঙে অনভ্যস্ত পাখির কুজনে। ঘরের কাচের জানলায় লেগে আছে বৃষ্টির জলছাপ। খুলে দিই জানলা, এক ঝাঁক মেঘ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। সকালের কাগের স্পর্শ নিতে বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে, সঙ্গী হয় পাহাড়ি সাদা কুকুর।

আকাশে সাদা-কালো দুই মেঘেরই সহাবস্থান। তবু তাদের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে সূর্যের মোলায়েম রশ্মি। পাহাড়ের মাথাগুলো মেখে নেয় রোদের দীপ্ত আভা, সরিয়ে দেয় পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা মলিন মেঘের আবরণ। এইসব দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে যায়, বেলা বাড়ে, ফিরতে হবে আবার শহরে। কী ছিল কাগের মায়াবী স্পর্শে!!! এক রাতে এত মন খারাপের বেদনা। কথা দিই আবার আসব বলে, তখনও তুমি এমনই থাকবে তো? তোমাকে পাব তো এমন নিবিড় করে, 'উন্নয়ন' এর কাছে দাসখত লিখে দেবে না তো? সব উত্তর তো নিহিত থাকে কালের গর্ভে। এটাও তোলা থাকল সেইভাবেই ....

যাওয়ার উপায় : দুইভাবে পৌঁছোনো যেতে পারে ১. শিলিগুড়ি থেকে লাভা রিশপ হয়ে ২. শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং পেডং হয়ে দূরত্ব : ৯০ কিমি (আনুমানিক)

সময় : দুই ক্ষেত্রেই সাড়ে চার ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা (যদি সরাসরি যাওয়া হয়)

খরচ : যদি শিলিগুড়ি থেকে কাগে সরাসরি যাওয়া হয় তাহলে ৫০০০ থেকে ৫৫০০ টাকা (আনুমানিক হিসাব আর কী ধরনের গাড়ি নেওয়া হচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল)

সাশ্রয়ী ভ্রমণ : শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাল অথবা পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে বাসে কালিম্পং, কালিম্পং থেকে শেয়ার গাড়িতে পেডং তারপর পেডং থেকে শেয়ার গাড়িতে কাগে।

আদর্শ সময় : অক্টোবর থেকে মার্চ, যাঁরা বর্ষার পাহাড় উপভোগ করতে চান জুলাই-অগাস্ট যেতে পারেন অবশ্যই রাস্তার অবস্থা মাথায় রেখে।

উচ্চতা : ৪০০০ ফুট (প্রায়)

থাকার ব্যবস্থাপনা : একাধিক হোমস্টে আছে।

দ্রুত লাইমলাইটে

পনেরোর পাতার পর

বহুকাল আগে আমার প্রয়াত পিতামহ মজা করে একটা কথা বলতেন, 'মুণ্ডমালার দাঁত খামটি সার', সে বয়েসে আপাত অর্থ অনুধাবন করলেও এই চালু শব্দবন্ধের সোর্স জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে বলতেন– কালীমূর্তির গলায় মুণ্ডমালার দিকে তাকাও, দেখবে কাটা মুণ্ডুগুলো দাঁত খিচোচ্ছে...! সময়ের সঙ্গে পিতামহের সেই অমোঘ প্রবাদটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ করেছি। কিঞ্চিৎ অতীতবিলাসী আমি, তাই ফের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক দৃশ্য। সেও বহুকাল আগের এক অস্থির সময়ের কথা। আমার ফেলে আসা স্কুলবেলার শহরে যে ফ্ল্যাটবাড়িটিতে আমরা থাকতাম, ঠিক তার উলটোদিকেই ছিল ভারতীয় রেলের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ডিভিশনের সদর দপ্তর। আটের দশকের শুরুর দিকে এক অস্থির আন্দোলন চলছিল সেই অঞ্চলে, যার দীর্ঘসময়ের সাক্ষী আমি। সব আন্দোলনের মতো, সে আন্দোলনেও ছিল বনধ, পিকেটিং, রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসাত্মক নানা ঘটনা। তো সেদিনও চলছিল রেলের সদর দপ্তরের চারটে গেটে আন্দোলনকারীদের পিকেটিং। কর্মীদের অফিসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। টানা ক'দিনের অবরোধে কর্মীদের মধ্যে অস্থিরতা দানা বাঁধছিল, ধৈর্যের বাঁধও ভাঙছিল। যেদিনের কথা বলছি, সেদিনও সকাল থেকে চলছিল পিকেটিং, সকাল ১০টা নাগাদ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে পূর্বপরিকল্পনামতো রেলের কর্মচারীরা মিছিল করে অবরোধ ভেঙে অফিসে ঢোকার চেষ্টা করতেই শুরু হল ধুন্ধুমার। অবরোধকারী এবং কর্মচারীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ, আহত বহু। আন্দোলনকারীরা প্রায় সবাই ছাত্র-যুব, ফলত কর্মচারীদের একটা অংশ অবরোধ ভেঙে অফিসে ঢুকে যেতে পারলেও, বড় অংশই কিন্তু পিছু হটে যেতে বাধ্য হল। দোতলার জানলা দিয়ে ভয়ার্ত, আতঙ্কিত চোখে সেদিনের সদ্য কৈশোর পেরোনো আমি দেখেছিলাম রেলের কর্মচারীদের অসহায়ত্ব এবং সেই অসহায়ত্ব, অক্ষমতা থেকে খিস্তি এবং কুকথার পার্গেশন।

ওই যে বলছিলাম সময়ের সঙ্গে কুকথা সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তনের যোগ, তো সেই পরিবর্তনের স্রোতে আজও স্যোশাল মিডিয়া থেকে দূরদর্শনের নানান চ্যানেলের খেউড়-সন্ধে, পাড়ার অলিগলিপথ থেকে সুদূর ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম, কোথাও কোনও ছেদ নেই, অবিশ্রান্ত কুকথার কার্পেট বোম্বিংয়ে আমরা দিব্য উত্তরাধুনিক এক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কিছুকাল আগে একটি বৃটিশ ট্যাবলয়েডে সাংবাদিক জেরেমি ক্লার্কসন এক উত্তর সম্পাদকীয়তে চার্লস ও তাঁর প্রয়াত স্ত্রী ডায়ানার ছোট ছেলে হ্যারির অভিনেত্রী স্ত্রী মেগান সম্পর্কে অশ্রাব্য কথা লেখেন। সেই কুকথার বিরুদ্ধে নিন্দায় ফেটে পড়েছিল অভিজাত বৃটিশ পাঠককুল। বাধ্য হয়ে ট্যাবলয়েডটির তরফে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া হয়। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়, এরপর 'ডাচেস অব সাসেক্স' মেগান বলেন, প্রথমে কুকথা বলে পরে ক্ষমা চাওয়া ওই ট্যাবলয়েডের এক পাঠক টানার কৌশল মাত্র। এদেশেও এসব কলাকৌশলে আমরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। দ্রুত লাইমলাইটে আসার এক সহজ পথ বিতর্কিত কথা বলা, যার অধিকাংশই কুকথা।

তবে এই খিস্তিখেউড়, তথাকথিত অশোভন শব্দচয়ন কখনো-কখনো অস্ত্র হয়েও ওঠে সৃজনের আঙিনায়। সেই অস্ত্র ব্যবহৃত হয় এত নিখুঁত, বুদ্ধিদীপ্তভাবে, যা শিল্পের ভিন্ন এক জগতের সন্ধান দেয়। সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন যুগে তথাকথিত অশ্লীল, অশোভন শব্দের ব্যবহার আমরা দেখেছি। একদা সাড়া জাগানো হাংরি আন্দোলনের লেখকরাও কিন্তু অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। জীবনমুখী গায়ক যখন 'শুয়োরের বাচ্চা' শব্দটির তীব্র উচ্চারণে আমাদের ঝাঁকুনি দেন, আমরা অনুভব করি এক প্রতিবাদী সত্ত্বাকেই। আর যার কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তিনি এক এবং অদ্বিতীয় নবারুণ ভট্টাচার্য, থুড়ি 'পুরন্দর ভাট'...! পুরন্দর ভাটের কলমে নবারুণ ভট্টাচার্যর ছোট ছোট কবিতা আসলে এক অদ্ভুত পরিসর তৈরি করেছে যেখানে আপাত অ-সংসদীয় বা তথাকথিত অশোভন কিংবা আরেকটু সরাসরি বললে খিস্তির আড়ালে কোথাও এক প্রতিবাদের কথাই শোনা যায়, ঠিক যে ভাবনায় ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই করে ফ্যাঁতাড়ুদের আকাশে উড়িয়েছেন নবারুণ ভিন্ন এক নির্মাণে। কুকথার বহুস্তরীয় ব্যবহারের উল্লেখ করেছি, আসলে কুকথা কখনো-কখনো অস্ত্র হয়ে এক নান্দনিক অভিঘাত তোলে আমাদের মনে, আমরা অনুভব করি এক তীব্র যন্ত্রণা, আর এই যন্ত্রণাই জরুরি শুশ্রূষা হয়ে ওঠে দুঃসময়ে। মানুষ এগিয়ে চলে সুসময়ের সন্ধানে...!

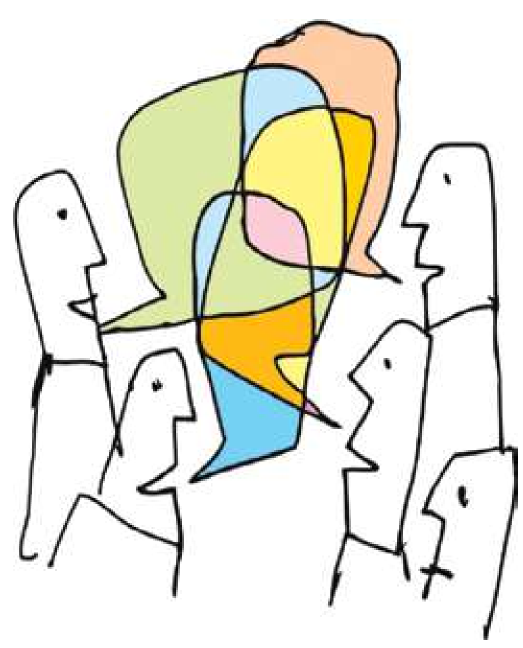

ইউটিউব চ্যানেল

পনেরোর পাতার পর

এমন সময় টুংটাং শব্দে মোবাইলে মেসেজ এল। তড়িঘড়ি মেসেজ পড়েই ছেলেটি কেমন যেন দমে গেল। পরে জানতে পারি, তার বান্ধবী জানতে চেয়ে লিখেছে, 'তোর বাপ তোকে কী কী খিস্তি শিখিয়েছে?' এখন ঠিকঠাক খিস্তি-খেউড় করাই নাকি সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি। ভাবুন পরিস্থিতি!

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কুকথা আমাদের সমাজ, সামাজিক বন্ধন, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনবরত কোন অধঃপতনে নিয়ে চলেছে।

তবে কুকথার কি কোনও ভালো দিক নেই? আলবাত রয়েছে। কারও কাছ থেকে পাওনা টাকা ভদ্র ভাষায় আদায় হচ্ছে না, তার বাড়িতে গিয়ে বৌ-বাচ্চার সামনে, পাড়ার লোককে শুনিয়ে কুকথায় গালাগালি দিন, দেখবেন আদায় হয়ে যাবে। কোনও কাজ দীর্ঘদিন ধরে সমাধান করতে পারছেন না, নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে খিস্তি দিন, দেখবেন কাজ হয়ে গিয়েছে। দোকানদার আপনাকে খারাপ জিনিস দিয়েছে, খিস্তি দিন। দেখবেন আপনি ভালো জিনিস পাচ্ছেন। আবার এটাও দেখবেন, কেউ কেউ ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনবরত খিস্তি-খেউড় করে প্রচুর টাকা উপার্জন করে চলেছেন। আবার ভালো বা সজ্জন ব্যক্তিকে তাড়াতে হবে, তাঁকে বেমক্কা খিস্তি দিন, দেখবেন তিনি ভদ্রভাবে সরে পড়েছেন। এভাবেই খিস্তি দিয়ে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কুকথা পোস্ট করে আজকাল অনেকে ফায়দা লুটছেন। হয়তো তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই নবীনরা কুকথায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন।

আজকের এই আলোচনাচক্রে অমিয়বাবু এসব কথা বলতে পারবেন না।

একসময় ছিল রাজারা তাঁর প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। আজ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা তাঁর জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-সমর্থকরা প্রকাশ্যে খিস্তি-খেউড়, গালিগালাজ করেন। আপনারা দেখে থাকবেন। রাজনৈতিক দলগুলো নাকি বড় বড় সংস্থাকে দিয়ে সার্ভে করে দেখেছেন যে, প্রকাশ্য কথায় কুকথায় বর্তমানে পাবলিক ডিমান্ড বেশি। আজ আপনারা টিভি খুললেই দেখবেন, অধিকাংশ সিরিয়ালে পিএনপিসি একটা বড় উপজীব্য বিষয়। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে কুদৃশ্য ও কুকথা থাকলেই রেটিং সবচেয়ে ভালো।

আপনারা যাঁরা আজ এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের ভাববার সময় এসেছে। আপনাদের ভাবতে হবে আপনার আমার অস্তিত্ব আজ কতখানি সংকটে। আমাদের ভাষা হল আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ভাষা ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে অথচ আজ তা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। পৃথিবীর এই মিষ্টতম ভাষাকে কুকথায় ভরিয়ে দিয়ে ভাষাকে নষ্ট করে দেবার এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত চলছে বলে আমার ধারণা। আমার মনে হয় আমরা সবাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি। মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কুকথা বর্জন করা আমাদের আশু কর্তব্য।

বক্তব্য শেষে হলঘরজুড়ে বেশ খানিক্ষণ করতালির রেশ থাকল। মঞ্চ থেকে নামার সময় অমিয়বাবু দর্শকদের মধ্যে একজনকে বলতে শুনলেন, মাস্টার তো খুব দামি কথাই বললেন। কিন্তু তাঁর ছেলে যে এত কুকথা বলে, খিস্তি-খেউড় করে, মেয়েদের এত বাজে বাজে মেসেজ পাঠায়, সেসব বোধহয় মাস্টার জানেন না।

নিরাপদ দূরত্বে

পনেরোর পাতার পর

কেন করলেন আপনাদের দাদা, এরম?

কেন আবার কী? দাদার এটাই কাজ। সবাই কত প্রশংসা করল জানেন। আমাদের পুরো কমিউনিটি দাদাকে সেলাম জানিয়েছে।

আর সেই মহিলা?

কপালজোরে বেঁচে গিয়েছেন। তবে দাদাকে দেখে আমাদের আরেক ভাই বন্ধু, এক ফিল্ম এডিটরকে খিস্তি করেছিল। ত্যাঁদড় লোক। উলটে বলল, ভালো কিছু শিখে আয়। কদ্দিন আর এক মা-বাপের গালাগালি চালাবি। ছোকরা সেদিন ভাত অবধি মুখে তোলেনি। এত মুষড়ে পড়েছিল।

আপনাদের বন্ধু মুষড়ে পড়ল। গালি দিয়ে?

গালি দিয়ে কোনও রেসপন্স না পেয়ে।

অদ্ভুত তো!

অদ্ভুত কেন বলুন তো! আপনি একটা কাজ করলেন, অথচ কাজের স্বীকৃতিটা পেলেন না। কেমন লাগবে?

কাজ?

কাজ না? একটা নামকরা মানুষকে অনলাইনে গালাগালি দিলেন। অথচ আপনার টিকিটি কেউ ধরতে পারল না। পুরো কাজটা নিঃশব্দে সেরে ফেলে, আবার মানুষের ভিড়ে মিশে গেলেন।

সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর মানুষ ভেবেছিল, 'আহা, এ তো এক নতুন মুক্তমঞ্চ! এখানে মানুষ নিজের মতামত জানাবে, জ্ঞানের আলো ছড়াবে, বন্ধুত্ব গড়বে।' আমরা পুরো অ্যাড্রিনালিন রিলিজের প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে দিলাম। এটা কাজ না? বিনে পয়সার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। বাঞ্জি জাম্পিঙের মতো। খাদের অতলে ঝাঁপ মেরে একজন মানুষকে নোংরা নোংরা গালি দিয়ে, নিরাপদে ফিরে চলে আসা।

আপনাদের পরিবারের লোকেরা জানে, আপনাদের চেহারার থেকেও আপনাদের মুখটা বেশি নোংরা?

সবার না। কয়েকজনের জানে। আমরা গালি দিচ্ছি কারণ আমরা সত্যি বলি। সত্যি মানেই নোংরা। মিথ্যে কথা শুনতে সুন্দর। মেহনতি মানুষের মুখের ভাষা ভদ্দরলোকদের রোচে না।

এটাই আপনাদের যুক্তি?

কেন আমাদের যুক্তি থাকতে নেই। অযথা দা কী বলে জানেন? 'গালি হল প্রতিবাদের ভাষা।'

কীসের প্রতিবাদ? কোন মত, কোন দলের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিবাদ?

আপনি কি আমাদের পার্টির লোক ভাবলেন নাকি! আমাদের কোনও দল নেই, কোনও মত নেই। আমরা ওসব ডান-বাম কিছু নই। আমরা নিরপেক্ষ। লোডশেডিং ছাড়া কাউকে ভয় করি না।

লোডশেডিং কোত্থেকে এল?

লোডশেডিং হলে মোবাইলে চার্জ করা যায় না। গত বছর ঝড়ের সময় কী যে অসুবিধেই পড়েছিলাম। তিনদিন ধরে কারেন্ট ছিল না। অশ্রাব্য সব গালাগালি পেটের মধ্যে কিলবিল করছিল। গ্যাসের মতো জমে উঠছিল। কিন্তু সামনাসামনি যে কাউকে গালি দেব, সেই মুরোদ নেই। শেষে ওই ফুস করে একটা ছাড়তে গেছিলাম, একটা কলেজের বাচ্চা মেয়ে, ঠাসিয়ে চড় মারল। সেই প্রথম টের পেলাম, গালি না খেয়ে, গালে খেলেও কান লাল হয়ে যায়।

আফসোস হয় না। অনুতাপ?

একবার হয়েছিল। ওই অনুতাপ। তবে খুব একটা তাপউত্তাপ কিছু ছিল না। জলদি সামলে উঠেছিলাম।

কীরম শুনি।

একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে কুৎসিত কুৎসিত গালি দিলাম। মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে জ্ঞান ঝাড়ছিল। গালি দিয়ে বললাম – 'প্রধাননগরে আয়, তোকে ...।' মহিলা শান্ত হয়ে উত্তর দিল, 'এটুকু করলে কি আপনি নারী স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন? তাহলে আসছি। বলুন প্রধাননগরের কোন জায়গায়, কটায় আসতে হবে।'

অপ্রত্যাশিত উত্তরটা আসার পর খেয়াল করলাম, ভদ্রমহিলা আমার মায়ের বয়সি। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল জানেন? চুপ করে ছিলাম। উনি আবার কমেন্ট করলেন, 'কী হল বললেন না, কখন আসতে হবে?'

আমতা-আমতা করে লিখেছিলাম- 'আমি তো এমনিই বলেছিলাম। সত্যি সত্যি কি আর ও'রম কিছু করব।'

কেন বলেন তাহলে?

কেন বলব না বলুন তো। আমরা না ভালো গায়ক, না ভালো শ্রোতা। না ভালো লেখক না পাঠক। না অভিনেতা না দর্শক। আমরা জাস্ট অ্যানোনিমাস। আমরা এইভাবেই ভ্যালিডেশন জোগাড় করি। এই যে আপনি এতক্ষণ ধরে আমাকে বুঝতে চাইছেন, তার একটাই কারণ। আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নোংরা গালাগালি করি। নইলে জানতেও চাইতেন না, আমি কে? এটাও তো একরকম ফিয়ার অফ মিসিং আউট সিনড্রোম। আপনারা যাকে ফোমো বলেন। মানুষের মতো দেখতে হলেও আমরা হোমো সেপিয়েন্স না, ফোমো সেপিয়েন্স। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের মুক্তমঞ্চ। ওই যে বললাম, আমরা জাস্ট অ্যানোনিমাস। অ্যানোনিমিটিই আমাদের হাতিয়ার।

গহন বনের পুষ্প পরাগ

ছোটগল্প

বিমল দেবনাথ

পাশের বাড়ি থেকে পারুল ডাকে, 'চিনু, ও চিনু! কী করিস? সমরের চিঠি আইচ্চে।'

খবর নয় যেন দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টি নেমেছে। সবিস্তারে জানার পর আনন্দের বন্যায় সব দুঃখ-কষ্ট যেন ভেসে গেল। ছেলে যে বংশের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সমরের এই জার্নিটা অবশ্য সহজ ছিল না। কালো, ডানপিটে ছেলেটা ছিল বাবার একদম অপছন্দের। হবে না-ই বা কেন! পাড়াপ্রতিবেশীর তূণে ছিল নানা নালিশের তির। সেগুলো শচীন্দ্রকে বিদ্ধ করত। মায়ের চেষ্টায় সমর কোনও রকমে মাধ্যমিকে উতরে যায়। তারপরই উৎপাত চরমে ওঠে। পড়শির আম, জাম গাছে আর মন জমে না। হাসি, কৌতুক, গল্পে পাড়ার কিশোরীদের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। সে অবাধে বন্ধু হয়ে ওঠে সবার। যখন যে যেতে চায়, তাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায় বাজারে, মেলায়। একবার সমরের বিরুদ্ধে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ব্যাপারটা বাবা হিসেবে শচীন্দ্রর মনে ব্যাপক ধাক্কা মারে। অভিযোগ প্রমাণিত হবার আগেই ছেলের নতুন সাইকেলটা ফেলে দেয় পুকুরে। এই ধরনের বিষয়ে কাদা ছোড়াছুড়িতে গন্ধ ছড়ায়। একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে ছেলেকে তাড়িয়ে দেয়। সমরও বাবার মতো একরোখা। শোনেনি বন্ধু বসন্তর কথা। তাকে দুর্বল করতে পারেনি মায়ের কান্না। সে বাড়ি ছেড়ে দেয়।

শিলিগুড়ি শহরে একটা গ্যারাজে পেটচুক্তিতে কাজ শুরু করে। সারাদিন ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে, লেদে কাজ করে রাতে যখন শুয়ে পড়ত, শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যেত। মায়ের কথা খুব মনে পড়ত সমরের। ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি খেলার পর শরীরে ব্যথা হলে মা তেল মালিশ করে দিত। রাতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত গ্যারাজে বিছানো ত্রিপলে। ভেজা চোখে কখন যে ঘুম নেমে আসত, টের পেত না সমর। সকালে ব্যথা নিয়েই আবার শুরু হত লোহা পেটানোর কাজ। এক বছরে শরীরের সব ব্যথা শক্তিতে পরিণত হল। সুশৃঙ্খল যাপনের জন্য কম সময়েই গ্যারাজের অন্য কর্মীদের তুলনায় সমরের বেশ নামডাক হয়। ওই সময় তাঁর পরিচয় হয় এক সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে। রাস্তা খুলে যায় আইটিআই-তে ভর্তি হবার। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে সে কলেজে ভর্তি হয়। পড়াশোনা করেও রাত ন'টা পর্যন্ত গ্যারাজে কাজ করতে হত। পরিবারের কেউ কোনও দিন খোঁজ করেনি। মায়ের কথা ভুলে সে দিনরাত ডুবে থাকত কাজে ও পড়াশোনায়। আইটিআই পাশ করে আর ফেরেনি বন সন্নিহিত গ্রাম-মধুপল্লিতে। বুকে এক পাহাড় অভিমান নিয়ে শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে যায় জামশেদপুরে।

দুপুরে উনুনের ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে হুড়দ্দুম বেরিয়ে আসে চিনুবালা। ছুটে আসে বসন্তদের বাড়ি। 'কী বললি, সমরের খবর পাইছিস?' কোমরের গোঁজা আঁচল খুলে মুখ পুঁছে জিজ্ঞাসা করে চিনুবালা। রান্নাঘরের বারান্দায় বসন্তর মা পেতে দেয় পিঁড়ি।

> **শিলিগুড়ি শহরে একটা গ্যারাজে পেটচুক্তিতে কাজ শুরু করে। সারাদিন ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে, লেদে কাজ করে রাতে যখন শুয়ে পড়ত, শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যেত। মায়ের কথা খুব মনে পড়ত সমরের।**

বাড়ির সঙ্গে সমরের যোগাযোগ না থাকলেও বসন্তর সঙ্গে ছিল। তবে নিয়মিত নয়। জীবনের বিশেষ বিশেষ মোড়ে ওদের যোগাযোগ হত। চিনুবালা বসন্তের মুখোমুখি হলেই জিজ্ঞাসা করত সমরের কথা। বসন্ত বলত, 'কোনও খবর নেই কাকি। কেন অযথা চিন্তা করেন? ও ভালো আছে। আপনি এত ভাবেন, কাকা তো কোনও দিন সমরের কথা জিজ্ঞাসা করেন না।'

-'তুমি বুঝবে না বাবা, মায়ের কষ্ট কী!'

গত কুড়ি বছরে চিনুবালার শরীরে অনেক রোগ বাসা বেঁধেছে। পায়ে জল জমেছে। খেতে পারে না। রাতে ঘুম আসে না। গাঁটে গাঁটে জমেছে-- একমাত্র সন্তান হারানোর ব্যথা। শিশুসুখ পয়োধর মিশে গেছে বুকে। এখন আর ব্লাউজও পরে না সে।

পিঁড়িতে বসে চিনু পারুলকে জিজ্ঞাসা করে, 'কীরে বল, কী খবর পাইছিস?' পারুল বলে, 'বসেক, বসন্তকে ডেকাও। চিঠিটা উয়াই পড়ুক। তোর মনে শান্তি আসিবে।' পারুল উঠে ডেকে আনে বসন্তকে। বসন্ত রান্নাঘরের বারান্দায় বসে পড়তে থাকে সমরের দীর্ঘ চিঠি। সমর এতদিন যে ক'টা চিঠি লিখেছিল সেগুলো ছিল খুব সংক্ষিপ্ত, পোস্ট কার্ডে। এবারে চিঠি এসেছে খামে। সমর লিখেছে... 'আজ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারে প্রোমোশন পেয়ে চোখে জল এসে গেছিল। এত দিন পেছনে ফিরে তাকাইনি। আজ খুব মনে পড়ছে অতীতকে, বন্ধু ......' বসন্ত পড়তে থাকে সমরের চিঠি। চিনুবালার চোখের কোণ ভিজে ওঠে। তারপর কেঁদে ওঠে হাউমাউ করে। কেঁদে ওঠে পারুলও। বসন্ত বুঝতে পারে মাঝেমধ্যে গলা কেঁপে যাচ্ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'কাকি কেন শুধু শুধু কাঁদছেন। সমরের খবর তো পেলেন। বিয়ে করবে বলেছে। এবার মেয়ে দেখতে শুরু করুন।'

এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি, শচীন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে বসন্তর পেছনে। শচীন্দ্র কেঁপে ওঠা ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে রেখে ঘাড়ের গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে কথা বলতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেলে। কাঁপা গলায় বলে, 'বসন্ত, হারামজাদাটাকে বাড়িতে আসতে বল। ওকে বিয়া দিব। মেয়ে দেখা আছে।' চিনুবালা তাকায় সমরের বাবার দিকে। পারুলকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'সমরের বাবা সমরকে বাড়িতে আসতে বলছে পারুল, সমরের বাবা সমরকে বাড়িতে আসতে বলছে।' শচীন্দ্র বাড়ি ফিরে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দুই সই গল্প করে আনন্দে।

২

'শুনলাম বৌমার পা ভারী হইচে?' চিনু জিজ্ঞাসা করে।

পারুল বলে, 'ঠিক শুনিসিস। এই তো বৌমার তিন মাস হলেক, বসন্তের নগত গভীর জঙ্গলে থাকি আসিল। কিন্তুক উয়ার কুন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তুলসীর শরীল খারাপ শুনিয়াও বাড়িত না আইসে। দুই মাস পরে আইচ্চে। তা-ও আবার সমরের খরবখান দিবার নাগি। সমরের চিঠি না আসিলে, এই বারও বাড়িত না আসিত। না বুঝি বাপ উয়ার কাজের ব্যাপার-সেপার। এলায় নাকি বিট অফিসার হইসে। কাজের নাকি খিব চাপ। ছুটিই না পায়। ইয়ার থাকি চাপরাশির কাজ ভাল আছিল। মাঝে মাঝে বাড়িত আইসত। এলায় তো দুই মাস তিন মাস পর বাড়িত আইসে।'

'কী বলিস পারুল, ঘরে এমন সুন্দরী পোয়াতি বৌ থাকতেও ছেলে বাড়ি আসে না। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। জঙ্গলের মেয়ে-বৌগুলা নাকি খুব বেহায়া। লজ্জাশরম কম। দেখিস বাবা, ভালো করে খোঁজখবর রাখিস।'

'না না, তেমন কুনো কিছু না হয়। উয়ার বাপ তো মাঝেমধ্যে যায় বসন্তর অফিসত। গেল মাসে গেইসিল, টাকা আনির। যায়া দেখে ছেলেটা কোয়াটারত নাই। বিড়াই গেইসে জঙ্গলত। দিন যায়া আতি হয়য়া গেইল, ছেলেটা আইসে না। পাশের কোয়াটারের ইস্টাফের বৌ দুই বেলা খাওয়া দিলেক। জঙ্গল হোলে কী হবেক। উদের খিব মিল, মায়া মমতা আছে। পরের দিন আসিল ছাওয়াটা।'

চিনু অবাক হয়। 'কী বলিস! এত কাজের চাপ? কী হইছিল?'

-'আর না কইস। ডিউটি করিবার সময় একটা হাতি নাকি গন্ডারের গুঁতা খায়া পালাই গেসিল জঙ্গলত। সেইটাক খুঁজিয়া আনিতে হিমসিম অবস্থা।'

-'যাক বাবা ভালো হইলে ভালো। আজকে দিনটা খুব ভালো। সমরের খবর পাইলাম আবার তুইও ঠাকুমা হবি।'

-'বসেক, একটা ঠাকুরের বাতাসা দেও, খা।'

বসন্ত ও সমর অ-ইজেরের বন্ধু। বসন্তর স্বভাব সমরের বিপরীত। শান্ত, ভদ্র। গ্রামের মানুষ ভাবত ওদের বন্ধুত্ব হয় কী করে? সমর উধাও হয়ে যাবার পর বসন্তর মন মাঝেমধ্যে কেমন করত। মন খারাপের বিষয়টা গাছের পাতার মতো। ঝরে গেলে আবার গজিয়ে ওঠে। টানাপোড়েনে পড়াশোনা আর এগোয় না। বনের এক বাবুর বাড়িতে ফাইফরমাশের কাজে ঢোকে। বনবাবুর গিন্নি মাঝেমধ্যে বাড়ি গেলে রান্না করে দিত। ছোটবেলা থেকে রান্নার হাতটা ভালো ছিল বসন্তর। বাবুর খুব ভালো লেগে যায়। পেটের শান্তি মনে আসতে বেশিদিন লাগে না। বসন্ত তরতর করে উন্নতি করতে থাকে। প্রথমে ঠিকা শ্রমিক, তারপর চাপরাশি। চাপরাশি থেকে গার্ড, তারপর বিট অফিসার। একদম নীচুতলা থেকে কাজ করার জন্য বনের ও বন্যজন্তুর বিষয়ে খুঁটিনাটি সব জানত। অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। হাতি, গন্ডার ইত্যাদির হাবভাব বুঝত জলের মতো। অন্তত সবাই এই রকম বিশ্বাস করে। বিট অফিসার হবার পর বসন্তর কদর বেড়ে যায়। বন্যপ্রাণীর যে কোনও বিষয়ে ডাক পড়ত সবার আগে।

সমর লিখেছিল, 'দ্যাখ আমরা দুইজন কত কষ্ট করে বড় হলাম। আমি ইঞ্জিনিয়ার তুই বিট অফিসার। আমাদের সম্পদ হল অভিজ্ঞতা ও একনিষ্ঠতা। তাই আর ভয় নাই। জীবন মোটামুটি সেটল। এইবার বিয়ে করব।'

> **এরকম নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বসন্তর নার্ভ বেশ শক্ত। তবুও শেষরক্ষা হল না। এক শীতের বিকালে ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। দূরে দেখা যায় একটা গন্ডার। প্রায় প্রতিদিন এরকম গন্ডার চরে বেড়ায় বিটের কাছে।**

উত্তরে বসন্ত কিছু বলতে পারেনি। জঙ্গল যে পায়ে পায়ে ভয়, জানে না অনেকে। জানে না বসন্তর বাবা-মা ও পাড়াপ্রতিবেশী। সই পারুলকে দেখলে কষ্টের মধ্যেও শান্তি পেত চিনু। বনে-জঙ্গলে যেখানেই থাকুক মাসে দুই মাসে ছেলের মুখ তো দেখতে পায়। চিনুর তো সেটুকুও নেই। সইয়ের জন্য মন খারাপ হত পারুলের।

পরিবারে চিন্তা বাড়বে বলে বসন্ত কোনওদিন বলেনি পায়ে পায়ে বিপদের কথা। জঙ্গলে বন্যপশু ও দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে ওদের সব সময় যুদ্ধ চলে। খুব সাবধানে থাকলেও কয়েকবার ফিরে এসেছে মৃত্যুর মুখ থেকে। একবার তো গন্ডারের আক্রমণ থেকে বেঁচেছে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। গন্ডারকে তাড়া করে আসতে দেখে সাইকেলটা শরীরের উপরে দিয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে। প্রাণপণে হাফ-প্যাডেল করে গেছে অনবরত। সাইকেলের পেছনের চাকা ঘুরে গেছে সুদর্শনচক্রের মতো। বোকা গন্ডার ঘুরন্ত চাকা দেখে পালিয়ে গেছে ভেত ভেত করে।

একবার রাতে কালাচ সাপ ওঠে বিছানাতে। অভিজ্ঞতায় বুঝে গেছিল সাপের শীতলতা। চট করে সরিয়ে নিয়েছিল পা। পা সরাতে গিয়ে সাপকে চাপ দিলে আর কোনও দিন ঘুম ভাঙত না। কেউ কোনও দিন জানতে পারত না মারা যাবার কারণ। কালাচ সাপের কামড় প্রথমে বোঝা যায় না। জ্বালাযন্ত্রণা হয় না। ঘুমের মধ্যে মারা যায়! নাম হয় অজানা ভূতের।

এরকম নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বসন্তর নার্ভ বেশ শক্ত। তবুও শেষরক্ষা হল না। এক শীতের বিকালে ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। শিকারি ধরতে গিয়ে সারারাত কেটে যায় জঙ্গলে। সকালে এসে ঘুমিয়েছে, উঠেছে বিকালে। দুপুরের ঠান্ডা ভাত খেয়ে লুঙ্গি পরে অলসভাবে হাঁটছিল বিটের সামনে বনের রাস্তায়। দূরে দেখা যায় একটা গন্ডার। প্রায় প্রতিদিন এরকম গন্ডার চরে বেড়ায় বিটের কাছে।

বসন্ত আলস্য ভাঙার হাই তোলে শব্দ করে; চোখ বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে শরীর টানটান করে আড়ষ্টতা ভাঙে। কিছু বোঝার আগে গন্ডারটা বসন্তকে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বনের ভিতরে। কামড় দিয়ে বের করে নেয় নাড়িভুঁড়ি। তীক্ষ্ণ খুরের চাপে ফেটে যায় বুক। গার্ডের মুখে কথাগুলো শুনে মূর্ছা যায় বসন্তর মা।

৩

চিনুবালাকে শ্রাদ্ধ বাসরে দেখে আবার বিলাপ শুরু করে পারুল, 'তোর ছাওয়াটা দূরে থাকিলেও বাঁচিয়া আছে। মোর ছাওয়াটা কাছে থাকিয়াও মরিয়া গেইল গন্ডারের কামড়ে। ও চিনুরে!!! সমরের নগত চলিয়া গেলেক আজি মোরও ছাওয়াটা বাঁচিয়া থাকিত... কেনে গেলেক জঙ্গলত রে...। তুলসীটার কী হইবে রে... বসন্তর ছাওয়াটার কী হইবে রে, না জন্মিতে অনাথ হইল রে...'

পারুলকে বুকে চেপে ধরে চিনু। তুলসী পাথরের মতো বসে থাকে তুলসীতলায়। সমর দাঁড়িয়ে আছে পাশে। গহন বনের পুষ্প পরাগ উতলা করে প্রাণ। দু'হাত বাড়ায় তুলসীতলায়।

উত্তরের কবিমুখ

সেবন্তী ঘোষ

বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গের মানুষ। জন্ম শিলিগুড়িতে। এখানকার পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা। শ্রেষ্ঠ কবিতা সহ ১২টি কাব্যগ্রন্থ আছে। ৩টি নভেলা, ২টি অনুবাদ গ্রন্থ, একটি গল্প সংকলনও। সাহিত্য আকাদেমির ট্রাভেল গ্র্যান্ট, দু'বছরের সিনিয়ার ফেলোশিপ (মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক) কৃত্তিবাস পুরস্কার, অনিতা সুনীল কুমার বাংলা আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত। সাহিত্য আকাদেমির তরফে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাইমন ফ্রেজারে কবিতা, গল্প পাঠের আমন্ত্রণ। সার্ক ফেস্টিভাল ঢাকা ও ভুবনেশ্বর, লিট ফেস্ট ঢাকা, সাহিত্য আকাদেমির তরফে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও ফেস্টিভাল অফ লেটার্সে সিমলা, ভোপাল, দিল্লি সহ লুধিয়ানা, আন্দামান, কোকরাঝাড়, গুয়াহাটিতে অংশগ্রহণ। প্রকাশিত একটি নভেলা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা স্নাতকোত্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি অনুবাদে কবিতা নামী কয়েকটি প্রকাশনার সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে।

জীবন মশাই

জীবন তোমাকে বেকুব বানাবে বলেই
ফুলে ভরা মাঠের কাছে ঠেলে দিল,
বকুল কুড়ালে,
ভেজা শিউলির ভেতর রেখে এলে
ক্লিপ, রঙিন ফিতে, অঙ্ক খাতা,
মায়ের ডাক মিলিয়ে গেল শেষ সন্ধ্যায়,
বাবার হাত ছেড়ে চলে গেল ছাই নদীতে,
আর কোথাও কোনও আশ্বাস নেই বলে
ফালতুই বকে গেল সহযাত্রী -
আরেকটু কাছে এনে ঠেলে দিল বন্ধু,
ভোরের সবজির বদলে পেলে ধ্বস্ত টমেটো,
ঘুলঘুলির চড়াই মৃত ছানাটিকে ফেলে
উড়ে চলে গেল পড়শির বাড়ি,
জীবন তোমাকে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে বলেই,
এক ঝুড়ি জ্যান্ত কমলার বদলে
কমলা লজেন্স পাঠিয়ে দিল।

কবিতা

পূর্বপুরুষ

সুশীল মণ্ডল

পূর্বপুরুষের পায়ের ছাপ
গায়ের গন্ধ খুঁজে পেতে
আজ আমি বেলুড় মঠে ধ্যানে বসেছি। এসেছি দক্ষিণেশ্বরেও।

আমার নিজের পূর্বপুরুষ বলতে
আমি মুক্তমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝি
যিনি ভাতকাপড়ের সঙ্গে মুণ্ডমালার মাহাত্ম্য বোঝাতেন।
আর এবড়োখেবড়ো রাস্তার খানাখন্দে খুঁজে দিতেন আলোভর্তি আকাশ।

আমার সর্বদা পতনের দিকে পলায়মান মনটাকে
লম্বা রজ্জু দিয়ে বেঁধে
রামপ্রসাদের বেড়ার কাছে নিয়ে যায়
আমি দূরে দেখতে পাই সারাক্ষণ প্রোজ্জ্বল যত মত তত পথ।

সইতে দাও

প্রাণজি বসাক

কেউ ভেসে উঠলে জেগে উঠলেই নৈঃশব্দ্য দর্শক আসন পায়
মাঠে মাঠে অক্ষর
হাওয়াবাতাসে শব্দাবলি

কালির দোয়াত রেখে জয়দেব চলেছেন প্রেমনগরী
অদ্ভুত বাক্যবন্ধে বাক্যালাপে প্রণয়সংবাদ যেন অমৃতবাণী
ভেসে উঠলে জেগে ওঠে নির্বিকল্প শব্দের ভুবনেশ্বরী

ভূলুণ্ঠিত যতসব অশব্দের কারিগর সম্মিলিত আর্তি
বেদনা ভাষাহীন... বিতৃষ্ণাও তাই
সইতে দাও প্রভু- জীবন যে অন্যরকম শব্দে ভারসাম্যহীন।

আবহমান

প্রীতিলতা চাকী নন্দী

শব্দ হোক নীরবতার ভেতর
উল্লাস জেগে থাক প্রতিবিম্বে
বেঁধে রাখা মানে
আরও জড়িয়ে পড়া
রুদ্ধ বাতাসের আগলহীনতা
এলোমেলো জীবনের প্রতিচ্ছবি

কেবল মননের গভীরতায়
সশব্দ জালের বুনন
সাংকেতিকতায় জিইয়ে রাখে
নিপাট সংসারের মায়াপথ
অদৃশ্য মোহের অপত্যস্নেহ
ছড়িয়ে যায় বেহিসাবি কালপ্রবাহে।

মায়ের আঁচল

মুহাম্মদ ইব্রাহিম

রোজ সকালে
মা পরনের ছেঁড়া আঁচল সেলাই করতেন
প্রতিটা ফোঁড়ে আহত সাপের ছোবল যন্ত্রণা
এই আঁচলই ছিল আমাদের পরম আশ্রয়।

ঘেমে নেয়ে ক্লান্ত হলে
মা পরম আদরে সেই আঁচলেই
মুছিয়ে দিতেন আমাদের মুখ, চোখ আর নাক।

আমাদের ক্ষুধার জ্বালায়
আঁচলের খুঁটেই বাঁধা থাকত মুড়ি
আমাদের বেঁচে থাকার খাদ্য,
মায়ের সারাজীবনের চেনা-অচেনা দুঃখের থলে।
আজ মায়ের কাশি হলে
তিনি মুখ আড়াল করেন
রক্তে ভরে যায় আঁচলটি,
এখন বহুবর্ণিল এই আঁচল গাজার প্রান্তর।

সেই রক্তে দেখা যায়
ফিলিস্তিনের মা-হারা শিশুদের রক্তাক্ত মুখ,
গাজার আকাশে চাঁদের নৌকায় মৃত মায়ের
স্বপ্ন জায়নামাজ পাতে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দুনিয়ায়
আমরাও এক-একটি মাতৃহীন শিশু হয়ে পড়ছি।

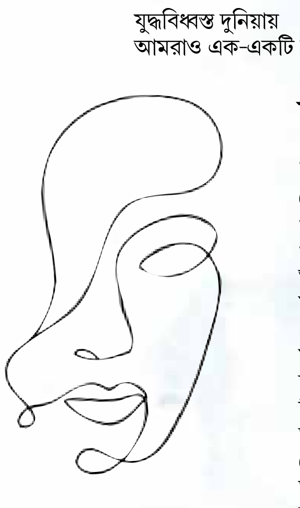

নির্বিকল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার
পথ চেয়ে থাকে অস্তগামী সূর্য।
পড়ন্ত ছটায় ধানখেতের
অপূর্ব রং উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,
মায়ের উজ্জ্বল মুখের মতো।

মুহূর্তে ঢাকা পড়ে বলিরেখা,
চাপা পড়ে কতশত কষ্ট!
বিস্তীর্ণ ভূমিজুড়ে শুধু-
উদাত্ত আহ্বান, আলপথ ধরে
হেঁটে যায় কত অঙ্গীকার।
উঠোনে পড়ে থাকে-
কত না-পাওয়া, কত অভিমান!

তবু সব কিছু ছাপিয়ে যায়
সোনালি ধান, মায়ের আদুরে গান!

কান্না ও বিস্ময়

শ্রেয়সী সরকার

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু নুয়ে পড়ে
আরশোলার পায়ে পায়ে শ্মশানের জীবাণু,
ফাঁকা বোতলের চারপাশে ঘুরপাক খায় সমাধির পিঁপড়ে...
নীলের চোখে তখন শ্রাবণের কুয়াশা,
একটানা বৃষ্টিতে তীর্থের ভেজা কাকের অসাড় দেহ
মোমবাতির আলোয় মায়া পুড়ছে এবার-
নয়তো মাটি তেষ্টা মেটাবে অস্থিরসে,
নাচঘর আঁধার হলে বুক চিরে বেরিয়ে আসে কান্না ও বিস্ময়...

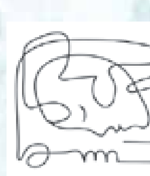

সপ্তাহের সেরা ছবি

অপেক্ষা।। রোমানিয়ার বুখারেস্টে এক অনুষ্ঠান চত্বরে। -পিটিআই

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

কৈশোরের কেরামতি

সম্বিত গোবিন্দানি ও শৌর্য শর্মা, গুরুগ্রামের দুই কিশোর দূষণ মোকাবিলায় বর্জ্য প্লাস্টিককে দৈনন্দিন পণ্যে রূপান্তরিত করছে। প্রকল্পের নাম 'রিফ্লেক্স'। আর তাদের এই অভিনব ভাবনাই এখন 'সহজ শক্তি ফাউন্ডেশন'-এর পঞ্চাশজন মহিলার আয়ের উৎস। সম্বিত ও শৌর্য স্কুল পড়ুয়া। গরমের ছুটিতে তারা এই প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্লাস্টিকের পিভিসি ব্যানার দিয়ে যে স্টাইলিশ ল্যাপটপ কভার, টোট ব্যাগ, মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছে দুই নাবালক।

বলিহারি আবদার

পুলিশে ফোন করে সাঁতার ও ফুটবল শেখার আবদার মাইকা ও মিচ নামে দুই ভাইয়ের। একজনের বয়স চার, অন্যজনের ছয়। তাদের বাড়ি মিশিগানের ফার্মিংটন হিলে। থানায় বসে খুদেদের আবদার শুনেছিলেন মিশেল এল-হেগ নামে এক অফিসার। ঘটনার কয়েকদিন পর ছিল মাইকার জন্মদিন। সদলবলে তাদের বাড়িতে এসে হাজির মিশেল। হাতে উপহারের ঝুলি। খুলতেই আনন্দে আত্মহারা দুই ভাই। ঝুলিতে ছিল ফুটবল, সাঁতারের জামাকাপড়, পুলিশের টুপি ও ব্যাচ। দেখা গেল, কেক আর বেলুন আনতেও ভোলেননি মাইকা ও মিচের পুলিশকাকুরা।

চর্চায় চালকল

ডিজেলচালিত চালকলে ধান ভাঙাতে গিয়ে প্রান্তিক চাষিদের কপর্দকশূন্য হওয়ার দিন শেষ। 'সেমা অল্টো' নামে একটি সংস্থা চাষিদের সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করে সৌরচালিত চালকল তৈরি করেছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ইতিমধ্যেই দেড়শোটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কলে ধান ভাঙালে আগের চেয়ে ত্রিশ শতাংশ বেশি চাল পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি। চাষিরাও বলছেন, তাঁদের আয় অনেকটাই বেড়েছে।

গন্ধ-বিচার

মস্তিষ্কে গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে বা আঘাত পেলে অনেকে ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসকরা কড়া ডোজের ওষুধ দেন। কাজ না দিলে শেষ ভরসা জটিল অস্ত্রোপচার। এরপরও যে ঘ্রাণশক্তি পুনরুদ্ধার হবেই, নিশ্চয়তা নেই। দক্ষিণ কোরিয়ার একদল গবেষক বলছেন, অস্ত্রোপচার বা ওষুধ কোনওটাই প্রয়োজন পড়বে না। রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সমস্যা মিটবে। গবেষণাগারে কয়েকজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা সফল হয়েছেন বলে দাবি।

কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কণ্টকাকীর্ণ

মাঝে আর মাত্র ৩৭ দিন, দুর্গাষ্টমীর দিন ভারতের মাটিতে বোধন হতে চলেছে ২০২৫ মহিলা বিশ্বকাপের। এই বিশ্বকাপে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে হরমন-স্মৃতি-রিচাদের দিকে। কিন্তু শুরু থেকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের যাত্রাপথটা ঠিক কেমন? নির্বাচিত ভারতীয় দলের শক্তি ও দুর্বলতা কোন জায়গায়? এই সমস্ত কিছু আজ থেকে ধারাবাহিকভাবে ‘খেলতে খেলতে’-র পাতায় তূণীরের কলমে।

২৩ জুলাই ২০১৭, লর্ডসের ময়দান। বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-ইংল্যান্ড। ২২৯ রান তাড়া করতে নেমে একসময় জেতার জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল ৪৩ বলে ৩৮ রানের, হাতে সাতটি উইকেট। ক্রিজে পুনম রাউত এবং বেদা কৃষ্ণমূর্তি। সামনে প্রথমবার বিশ্বজয়ের হাতছানি। হঠাৎই অ্যানা স্রাবসোলের বলে ৮৬ রানে আউট হলেন পুনম। এরপর স্নায়ুর চাপ সামলাতে ব্যর্থ ভারতের ব্যাটিং অর্ডার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, নয় রানে পরাজিত হল ভারত।

সেদিন হেরে গেলেও ভারতীয় কন্যারা কিন্তু দেশবাসীর হৃদয় জিততে পেরেছিলেন। সেই প্রথম দেশবাসী বিশ্বাস করেছিল ‘দঙ্গল’ সিনেমার সেই বিখ্যাত সংলাপে- ‘হামারি ছোড়িয়া ছোড়ো সে কাম হ্যা কে’। এরপর ক্রিকেট অনুরাগীদের আশা বাড়ল, সকলে ভাবলেন ভারতের মহিলা ক্রিকেটের রেখাচিত্র এখান থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখীই হবে। ২০২০ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে ভারতের কন্যারা সেই আশার পালে আরও দখিনা বাতাস এনে দিলেন। যদিও ভারত সেবার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হয়। তারপর বিগত পাঁচ বছরে দুনিয়াজুড়ে মহিলা ক্রিকেটে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ভারতেও ডব্লিউপিএলের সূচনা হয়েছে। এখন ম্যাচ প্রতি পুরুষদের সমান বেতন পাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কৌররা। কিন্তু বিশ্বকাপ আজও অধরা। ২০২০ পরবর্তী একদিন কিংবা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় কন্যাদের প্রদর্শনী প্রত্যাশামাফিক হয়নি। এই অবস্থায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ত্রয়োদশ একদিনের বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়বে। ঘরের মাঠে অধরা খেতাবের আশায় আরেকবার নামবেন হরমনপ্রীত বাহিনী। বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একটা সিরিজ কেবল বাকি। এই মুহূর্তে ঠিক

লক্ষ্য বিশ্বকাপ- প্রথম পর্ব

কতটা প্রস্তুত ভারতের কন্যারা?

সমকালকে বিশ্লেষণের পূর্বে ভারতের মহিলা ক্রিকেটের বিবর্তন বুঝতে ২০১৭ বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে একযুগ পিছিয়ে যেতে হবে। ২০০৫ সালে বিশ্বকাপের আসর বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। তরুণী অধিনায়ক মিতালি রাজের নেতৃত্বে ফাইনালে উঠে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দেয় ভারত। যদিও একতরফা ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত অসহায় আত্মসমর্পণ করে। এই বিশ্বকাপের পর মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আমূল বদলে যায়। ‘ইন্টারন্যাশানাল উইমেন্স ক্রিকেট কাউন্সিল’-এর থেকে আইসিসি মহিলা ক্রিকেটের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সময়ের দাবি মেনে ২০০৭ সালে ‘উইমেন্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া’-র থেকে মহিলা ক্রিকেট সরাসরি বিসিসিআই-এর নিয়ন্ত্রণে আসে। সেইসময় বিসিসিআই-এর ছত্রছায়ায় মহিলা ক্রিকেটের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ফল হল বিপরীত। এইসময়ে এন. শ্রীনিবাসনের মতো গোঁড়া রক্ষণশীল কর্তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে বিসিসিআই-এর অলিন্দে। যাঁরা মনে করতেন, মেয়েদের খেলাধুলার প্রয়োজন নেই। ফলে মিতালিদের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা কমতে থাকে। অনিয়মিত সূচি, ঘরোয়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের অনীহা এবং চূড়ান্ত প্রশাসনিক অব্যবস্থার প্রভাব পড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটেও। ভারতের মতো দেশে এমনিতেই মেয়েদের মাঠে এসে খেলার প্রবণতা কম। প্রশাসনিক অবহেলা এদেশে মহিলা ক্রিকেট প্রসারের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ করে দেয়। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নতি করে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতের মহিলা বাহিনী পড়ে রয়েছে সেই ২০০৫ সালের আবর্তে। অথচ ভারতের পুরুষ ক্রিকেটে তখন রীতিমতো স্বর্ণযুগ।

এরপর স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসায় বিসিসিআই-এ প্রশাসনিক অচলাবস্থার শুরু হয়। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত বিশেষ পর্যবেক্ষক দলও মহিলা ক্রিকেটের সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। তাঁরা তখন পুরুষদের ক্রিকেটের সংকট মেটাতে ব্যস্ত। এমনকি ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের মেয়েরা দীর্ঘ সাতবছর কোনও আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেনি। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে কোনও ক্রীড়ার সংকটে সর্বাগ্রে কোপ পড়ে মেয়েদের খেলায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ২০১৭ সালের বিশ্বকাপে ভারতীয় কন্যাদের ফলাফলের গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

(চলবে)

মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাস পুরুষদের থেকেও পুরোনো। ১৯৭৩ সালে প্রথম মহিলাদের বিশ্বকাপ আয়োজনের ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। ১৯৭১ সালে ইংরেজ অধিনায়ক র‍্যাচেল হেহো ফ্লিন্ট মহিলা দলের জামাইকা সফরের জন্য ধনকুবের চার্লস হেওয়ার্ডের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। ঘটনাচক্রে সেই চিঠি চার্লসের পুত্র জ্যাক হেওয়ার্ডের নজরে আসে। জ্যাক মহিলা ক্রিকেটের প্রসারের মাধ্যমে আত্মপ্রচারের সম্ভাবনা দেখতে পান। অন্যদিকে ফ্লিন্ট দীর্ঘদিন মহিলাদের ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ‘I love cricket, I love women, why shouldn't I sponsor women cricket? ’ - ক্রিকেট ও মহিলা সম্বন্ধে জ্যাকের মনোভাব বুঝলেও ফ্লিন্ট এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। ১৯৭৩ সালে বিশ্বকাপের সূচনাকালে ‘ইন্টারন্যাশানাল উইমেন্স ক্রিকেট কাউন্সিল’ গঠিত হয়। জ্যাকের অর্থ ও ফ্লিন্টের পরিকল্পনায় প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ অয়োজিত হয়।

কবে হবে ‘সেন’দৃষ্টিতে ‘লক্ষ্য’পূরণ?

সৃজনী ঘোষ

একজন যিনি জুনিয়ার পর্যায়ে প্রাক্তন এক নম্বর, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন ব্রোঞ্জ, জিতেছেন থমাস কাপ, প্রথমবার অংশ নিয়েই কমনওয়েলথ গেমসে পেয়েছেন সোনা, এমনকি অলিম্পিকেও পৌঁছে গিয়েছিলেন পদকের বেশ কাছে। এরকম যাঁর অর্জন তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর প্রত্যাশাও থাকে গগনচুম্বী। কিন্তু অলিম্পিকের পর থেকে অচিরেই ফর্ম পড়েছে সেই লক্ষ্য সেনের। একসময়ে যিনি সবুজ কোর্টে ঝড় তুলতেন, অলিম্পিকের পর থেকে সেই তিনিই কোনও টুর্নামেন্টেই নিজের বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেননি। কিন্তু হঠাৎ কী কারণে এই ‘লক্ষ্য’চ্যুতি?

গত ডিসেম্বরে সঈদ মোদি ইন্টারন্যাশানাল টুর্নামেন্ট জয়লাভ (যদিও সেখানে তিনি ছিলেন শীর্ষবাছাই এবং পুরো প্রতিযোগিতায় সেরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েননি) ছাড়া বাকি প্রতিযোগিতায় তাঁর পারফরমেন্স যথাক্রমে এরকম- ফিনল্যান্ড ওপেনে প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পাওয়ার পর প্রি-কোয়ার্টারে বিদায়, ডেনমার্ক ওপেনে প্রথম রাউন্ড, জাপান মাস্টার্সে প্রথম রাউন্ড, চায়না মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনাল, মালয়েশিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্ডিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের প্রি-কোয়ার্টার, অল ইংল্যান্ড ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম রাউন্ড, থাইল্যান্ড ওপেনের প্রথম রাউন্ড, সিঙ্গাপুর ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্দোনেশিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, জাপান ওপেনের প্রি কোয়ার্টার, চায়না ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ম্যাকাউ ওপেনের সেমিফাইনাল।

প্রতিটি খেলোয়াড়েরই একটা নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যেমন-লিন ড্যানের ডিসেপ্টিভ ব্যাকহ্যান্ড, লি চং ওয়ের ক্রস কোর্ট স্ম্যাশ। তেমনি লক্ষ্যর রয়েছে হার্ড স্ম্যাশ, প্রতিপক্ষের কাছে যা প্রতিহত করা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু বিগত প্রতিযোগিতাগুলোয় দেখা গিয়েছে, সেই স্ম্যাশ তার আগের গতি হারিয়েছে। ফলে অনেক সময়ে সহজ পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে কেবল স্ম্যাশের কার্যকারিতার অভাবে। ব্যাডমিন্টনে খুব গুরুত্বপূর্ণ নেট প্লেয়িং। অথচ গত টুর্নামেন্টগুলোয় লক্ষ্যর সেই নেট প্লেয়িং দক্ষতাও ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর কোচ বিমল কুমারের যুক্তি, ‘ড্রিবল অথবা টাম্বলের সময় শাটল ঠিকমতো স্পিন করছিল না, যা সমস্যা তৈরি করেছে এবং লিফটগুলোও ঠিকঠাক হয়নি।’ জাপান ওপেনে পয়েন্ট নষ্টের মূলেই ছিল এই অদক্ষ নেট প্লে।

প্রথম সেটে জয় অথবা দ্বিতীয় সেটে প্রত্যাবর্তন করলেও প্রতিবার ডিসাইডার সেটে পরাজয়ের কারণে লক্ষ্যকে কোর্ট ছাড়তে হয়েছে একরাশ শূন্যতা নিয়ে। যাঁরা লক্ষ্যর খেলার সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কাছে অবশ্য এই দোলাচল নতুন কিছু নয়। কিন্তু অতীতে তিনি ওই ধরনের পরিস্থিতি থেকে ম্যাচে ফিরে আসতেন, যেমন কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালেই এসেছিলেন। কিন্তু থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া অথবা সিঙ্গাপুর ওপেনে কোথাও সেটা হয়নি। অন্তিম মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রবণতা, ফিটনেসের খামতি আর বুদ্ধিমত্তার অভাবে এই মরশুমের বেশিরভাগ সময়ে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় হয়েছে লক্ষ্যর।

তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল এবারের ম্যাকাও ওপেন ঘিরে। লক্ষ্যর কামব্যাক আর তরুণের দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স দেখে দাবায় দিব্যা এবং কোনেরুর পর আরও একটা অল ইন্ডিয়া ফাইনালের প্রত্যাশা করেছিলেন সকলে। কিন্তু দুজনেই সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায় সেই স্বপ্নও ভঙ্গ হয়েছে। অপ্রত্যাশিত শট তৈরির অক্ষমতা, প্রতিপক্ষের গেম অ্যান্টিসিপেট করার ব্যর্থতার কারণে স্ট্রেট গেমে বিদায় নিয়েছেন লক্ষ্য। এমনকি দ্বিতীয় গেমে ১১-৫ পিছিয়ে যাওয়ার পর সেনের বেশিরভাগ পয়েন্টই এসেছে প্রতিপক্ষ ফারহানের আনফোর্সড এরর থেকে।

ভারতবর্ষে ক্রিকেট, ফুটবল ছাড়া অধিকাংশ খেলাই থেকে যায় আলোকবৃত্তের বাইরে। তবু মাঝেমাঝে এক একজন তারকার উদয় হয় যাঁরা নিজেদের খেলাকে আবার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনেন। লক্ষ্য তাঁদেরই একজন। একথা ঠিক যে এই মরশুমে এখনও তাঁকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। বারবর কাপ এবং ঠোঁটের দূরত্ব থেকে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চাই নিজস্ব চিন্তা ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধির প্রয়োগ। কোচ বিমল কুমারের মতে ‘এ ব্যাপারে ওকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। ও নিজেও জানে ওর কী করা উচিত। ওকে সেটাই করতে হবে, কোর্টে চিন্তাভাবনার রূপান্তর ঘটিয়ে নিজেকে আরও ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আমি ওকে সবসময় বলি ও যেন নির্ভীকভাবে খেলে। ওটাই ওর অন্যতম শক্তি।’

আগামীকাল থেকে প্যারিসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে। প্রথম ম্যাচেই এই মরশুমে দুরন্ত ফর্মে থাকা শি য়ু কির মুখোমুখি হবেন লক্ষ্য। অতীতে তিনবার শি-র বিরুদ্ধে খেলে প্রত্যেকবার হারতে হয়েছে লক্ষ্যকে। এবার কি স্ট্রেংথ ও বুদ্ধির জোরে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন তিনি? নাকি আরও একটা টুর্নামেন্ট শেষ হবে কেবলই হতাশাকে সঙ্গী করে? সকলের চোখ থাকবে সেদিকেই।

লর্ডসে কোহলির ব্যাটিং অনুশীলন

লন্ডন, ২৩ অগাস্ট : পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনে।

লন্ডনের রাস্তায় স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে বিরাট কোহলির ঘুরে বেড়ানোর ছবিও গত কয়েকদিনে বারবার ভাইরাল হয়েছে। শুধু ছুটির মেজাজে নয়, তার ফাঁকে চলছে ব্যাটিং অনুশীলনও। ১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনটি ওডিআই ম্যাচ রয়েছে ভারতের। কোহলির চোখ সেই অজি সিরিজে। তাই সুযোগ পেলেই ব্যাট নিয়ে নেমে পড়ছেন অনুশীলনে।

এবার প্রস্তুতি সারলেন ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে। অবসর জল্পনাকে আপাতত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে জোরকদমে লর্ডসের ইন্ডোর নেটে ব্যাটিং প্রস্তুতি সারলেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক নেট সেশন। পেসার ও স্পিনারদের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ব্যাটিং ঝালিয়ে নেন কিং কোহলি। রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক মেজাজকেও পরখ করে নিলেন। নেটে বাহারি শটের ফুলঝুরি। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে হাতে লম্বা সময়। অথচ বিরাট অনুশীলনে সারাক্ষণ যে রকম তাগিদ দেখালেন, উপস্থিত সকলে অবাক।

কয়েকদিন আগে গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচ নঈম আমিনের লন্ডনস্থিত ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও অনুশীলন সারেন বিরাট। সেই ছবি পোস্টও করেন। অভিনন্দন জানান অনুশীলনে সাহায্য করার জন্য। এবার ব্যাটিং প্র্যাকটিস খোদ লর্ডসে। ইঙ্গিত পরিষ্কার, এখনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর মেজাজে নেই। সরছেন না ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলে অবসরের ভাবনা থেকে।

এদিকে বিরাট, রোহিত শর্মার অবসর, ফেয়ারওয়েল সিরিজ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। এক পডকাস্ট শোয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ২০১৩-য় শচীন তেন্ডুলকারের জন্য বিশেষ ফেয়ারওয়েল সিরিজের ব্যবস্থা করেছিল বোর্ড। বিরাটদের জন্যও কি সেই রকম কোনও ভাবনাচিন্তা রয়েছে?

জবাবে রাজীব শুক্লা বলেছেন, 'বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এখনও

চোখ অস্ট্রেলিয়া সফরে

জানাব। বিরাট এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ফিট। রোহিতও ভালো খেলছে। কেনই বা ওদের ফেয়ারওয়েল নিয়ে চিন্তা করছেন?'

গত আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ট্রফি দেওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে এখনই আইপিএল থেকে ছুটি নিচ্ছেন না কোহলি। টিম সতীর্থদের কাছে তা নাকি পরিষ্কারভাবে জানিয়েও দিয়েছেন।

অনুশীলন সেরে ফেরার পথে ভক্তের সঙ্গে ছবি তুললেন বিরাট কোহলি।

ওডিআইয়ে খেলছে। আর যখন ওরা খেলছে, তখন ফেয়ারওয়েলের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? দুইটি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছে ওরা। কিন্তু ওডিআইয়ে খেলছে। এখনই এত কিছু ভাবার প্রয়োজন আছে কি? বিসিসিআইয়ের পলিসি পরিষ্কার, কোনও ক্রিকেটারকে অবসর নিতে বলব না আমরা। সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের। আমরা যার প্রতি সবসময় সম্মান

বিরাটকে নিয়ে সেই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের ব্যাটার স্বস্তিক চিকারা। তিনি বলেছেন, 'বিরাটভাইয়ের কথায়, যতদিন ফিট থাকবেন, ততদিন খেলবেন। তবে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নয়। কুড়ি ওভার ফিল্ডিং করবেন এবং তারপর ব্যাটিং- কোনও শর্টকাট নয়। যেদিন ইমপ্যাক্ট হিসেবে খেলার পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেদিনই ক্রিকেট ছেড়ে দেবেন।'

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে আলাদিন আজারেই। ছবি : ডি মণ্ডল

আলাদিন ম্যাজিকে ভ্যানিশ ডায়মন্ড

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-৬
(আশির, পার্থিব, থোই, জাইরো, আন্দ্রে ও আলাদিন-পেনাল্টি)
ডায়মন্ড হারবার এফসি- ১ (লুকা)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : প্রথম

ফের ডুরান্ড নর্থইস্টের

গোলের পরও গুরুগম্ভীর মুখটাই বদলে গেল পার্থিব গগোইয়ের দুরন্ত বাঁ পায়ের শট দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে গোলে ঢোকার পর। আর তারপর তো তাঁর দল গোলের সুনামি বইয়ে দিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

নিজের ব্যস্ত শুটিং শিডিউল সামলে ক্লাব কর্ণধার আসবেন কী আসবেন না, জানা ছিল না কারও। কিন্তু যাবতীয় কাজ সামলে আসা জন আব্রাহামকে রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে এদিন ৬-১ গোলে জিতে ফের ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-ই। এর আগে মোহনবাগানকে ২০০৯ সালে চার্চিল ব্রাদার্স ফাইনালে ৫-১ গোলে হারানোর পর ডায়মন্ড হারবারই প্রথম এত বড় ব্যবধানে ডুরান্ড ফাইনালে হারল। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়েই দ্বিতীয় গোল করে পার্থিব মুখে হাসি ফোটালেন জনের মুখে। তাঁর একা বল টেনে নিয়ে গিয়ে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া শট মির্শাদ মিচুকে দাঁড় করিয়ে গোলে ঢোকে। তিন নম্বর গোলটা যাকে ক্রিকেটের ভাষায় কপিবুক বলে, তাই। আলাদিন আজারেইয়ের মাইনাস ধরে পিছন থেকে উঠে আসা থোই সিং সুন্দর প্লেসিংয়ে ৩-০ করেন। টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠে বক্সের অতিথিদের সঙ্গে হাসিমুখে হাত মেলাচ্ছেন জন। অথচ এই হাসিটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসবেন বলে ভাবা হয়েছিল। হল না কারণ, অভিজ্ঞতা, তারুণ্য ও শক্তির বিচারে নর্থইস্টের এগিয়ে থাকা।

বল পজেশন থেকে আক্রমণ, সবেতেই এগিয়ে থাকা ডায়মন্ড হারবারের ভবিতব্য যে এই রকম হবে, ম্যাচের শুরু দেখে তা বোঝা যায়নি। পল রামফাংজুয়াভার শট, জবি জাস্টিনের হেড, সবই একে একে গোলে ঢোকার পরিবর্তে গুরমিত সিংয়ের বিশ্বস্ত হাতে জমা পড়াই হয়তো অশনিসংকেত ছিল। ৩০ মিনিটেই এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। ম্যানুয়েল নুনেজের কর্নার থেকে মুথু মায়াকাননের শট মির্শাদের বুকে লেগে বেরিয়ে এলে সামনে থাকা আশির আখতার গোলে ঠেলে দিতে ভুল করেননি। শুরু থেকেই আলাদিনকে বোতলবন্দি করে ফেলার চেষ্টা দেখেই তিনি নিজের খেলার স্টাইল বদলে গোলের বল বাড়ানো শুরু করেন। তিনটি গোল হল তাঁর অ্যাসিস্টে এবং একটা নিজে করলেন। আলাদিনেই মাত ডায়মন্ড। ৮১ মিনিটে চার নম্বর গোলের সময় মাঝমাঠ থেকে পাওয়া থ্রু জাইরো বুস্তারা থামিয়ে ঘুরে যখন শট নিলেন তখন ডায়মন্ড ডিফেন্স দর্শকের ভূমিকায়। ৮৬ মিনিটে পাঁচ নম্বর গোল করলেন আন্দ্রেস রডরিগেজ। এই বলও আলাদিনেরই বাড়ানো। এত বল বাড়িয়ে তিনি নিজে গোল পাবেন না, এটাও কি হয়? তাঁকে বক্সের মধ্যে ফেলে দিলে পেনাল্টি দেন রেফারি ভেঙ্কটেশ আর। পেনাল্টি থেকে কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার কাজটা করলেন আলাদিনই। ৬৮ মিনিটে লুকা মাজসেনের করা গোলটা সান্ত্বনা।

বহু দলই আবির্ভাবে ডুরান্ড কাপ জিতেছে। কিন্তু বাংলা থেকে ইউনাইটেড স্পোর্টসের করা কৃতিত্ব ছোঁয়া হল না ডায়মন্ড হারবারের।

নর্থইস্ট : গুরমিত, সামতে, জাবাকো, আশির, রিদিম, পার্থিব (ম্যাকার্টন), অ্যান্ডি, মায়া, থোই (জিথিন), আলাদিন ও ম্যানুয়েল (জাইরো)।

ডায়মন্ড হারবার : মির্শাদ, অজিতকুমার (মিরান্ডা), মিকেল, সাইরুয়াত, রবিলাল, জবি (থারপুইয়া), স্যামুয়েল (নরহরি), পল, লালিয়ানসাঙ্গা, গিরিক (নরেশ) ও লুকা।

চ্যাম্পিয়ন
নর্থইস্ট ইউনাইটেড (ডুরান্ড কাপ, সিমলা কাপ ও প্রেসিডেন্টস কাপ)
রানার্স আপ
ডায়মন্ড হারবার
গোল্ডেন বল-গোল্ডেন বুট
আলাদিন আজারেই (৮ গোল)
গোল্ডেন গ্লাভস
গুরমিত সিং

দলের সাফল্যেই তৃপ্তি আলাদিনের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : আলাদিন আজারেইয়ের জাদুতে ধরাশায়ী ডায়মন্ড হারবার এফসি। শেষ বেলায় নিজে একটা মাত্র গোল করলেন। তার আগে তিনটি গোলে অবদান রেখে ম্যাচের রং বদলে দিলেন তিনিই। বলা চলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জয়ের নায়ক আলাদিনই। ম্যাচ শেষে অকপটে সেইকথা স্বীকার করে নিলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি কোচ কিবু ভিকুনাও।

গত আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। এক মরশুমেই ২৩ গোল করে সারা ফেলে দিয়েছিলেন। এবারও শুরুটা দারুণ হল। এই ডুরান্ডে সবমিলিয়ে তাঁর গোলের সংখ্যা ৮। অ্যাসিস্ট ৫টা। একইসঙ্গে গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বল জেতার পরও মাটিতে পা রাখছেন আলাদিন। ম্যাচ শেষে মরক্কান তারকাকে দেখা গেল যুবভারতীর মাঠে বসেই পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে আনন্দ ভাগ করে নিতে। তারমাঝেই আলাদিন বললেন, 'টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড জয় দারুণ অনুভূতি। এমন মুহূর্ত উপভোগ করার সুযোগ একেবারেই হাতছাড়া করতে চাই না।'

উচ্ছ্বসিত জন আব্রাহাম

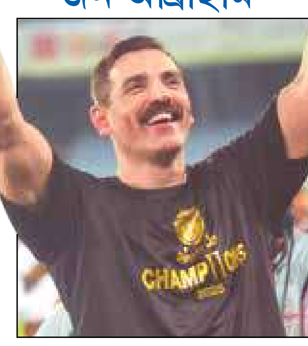

তিনটি অ্যাসিস্ট, নাকি গোল কোনটাকে এগিয়ে রাখছেন? আলাদিনের স্পষ্ট উত্তর, 'আমার কাছে সবই সমান। দলের জয়ে অবদান রাখতে পারাটাই আমার কাছে সবকিছু।' এই সাফল্য পরিবার ও নর্থইস্ট সমর্থকদের উৎসর্গ করছেন আলাদিন। ডুরান্ড জয় তো হল, এরপর? লক্ষ্য কী? আলাদিন আইএসএল নিয়ে আশাবাদী। বললেন, 'আইএসএল নিয়ে ভালো খবরের অপেক্ষায় আছি। এবার দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।'

অসুস্থ, দলীপে নেই শুভমান

চণ্ডীগড়, ২৩ অগাস্ট : তিনি অসুস্থ। তাঁর ভাইরাল জ্বর হয়েছে। আপাতত তিনি চণ্ডীগড়ের বাড়িতে বিশ্রামে। চিকিৎসকরা ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমান গিলকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, অন্তত দিন দশেক বিশ্রামে থাকতে হবে তাঁকে। সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে আজ এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ২৮ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফিতে নেই শুভমান। দলীপে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন শুভমান। আজ তাঁর অসুস্থতার খবর সামনে আসার পর শুভমানের পরিবর্ত হিসেবে উত্তরাঞ্চল স্কোয়াডে শুভম রোহিল্লার নাম ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে কি খেলতে পারবেন শুভমান?

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ রাতের দিকে ইঙ্গিত মিলেছে, শুভমানের এশিয়া কাপ খেলতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আপাতত তাঁকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার চিকিৎসক, ফিজিওরাও শুভমানের শরীরের অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এশিয়া কাপে শুভমানের প্রত্যাবর্তনের খবর সামনে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়েছেন। অনেকেই দুটো বিষয়ের মধ্যে মিল খুঁজতে চাইছেন। যদিও সেই সব বিষয়কে পাত্তা দিচ্ছে না বিসিসিআই ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিলেত সফরে প্রথমবার ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই চমকে দিয়েছেন শুভমান। ব্যাট হাতে ৭৫৪ রান করার পাশে টিম ইন্ডিয়াকে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফিতে দারুণভাবে নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের মাটিতে সাফল্যের পুরস্কার হিসেবেই এক বছর পর টি২০ স্কোয়াডে ফিরেছেন শুভমান। শুধু এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ফেরাই নয়, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে চাপে ফেলে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডের সহ অধিনায়কও হয়েছেন তিনি। এহেন শুভমানের আচমকা অসুস্থতার খবর নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে হইচই ফেলে দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত কবে সুস্থ হয়ে শুভমান বাইশ গজে ফিরতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

মোলিনার কোচিংয়ে খেলতেই বাগানে মেহতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়। সঙ্গে ডার্বি হার। এই দুইয়ের ধাক্কায় দলের শক্তি বাড়াতে নেমে পড়লেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কর্তারা। প্রত্যাশামতোই সবুজ-মেরুন জার্সি পরতে চলেছেন মেহতাব সিং।

দিনকয়েক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, অবশেষে মুম্বই সিটি এফসি থেকে মোহনবাগানে আসতে রাজি হয়েছেন মেহতাব। তাঁর চাহিদা অনুযায়ী ট্রান্সফার ফিস সহ মুম্বই সিটির সঙ্গে বাকি বিষয়েও ঐক্যমত হতেই এই ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি হয়ে যায় গত মরশুমের আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ী দলের। এদিন সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে মেহতাবের যোগদানের কথা ঘোষণা করা হয়। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ক্লাবের সামাজিক মাধ্যমে মেহতাব বলেছেন, 'ভারতবর্ষের সব ফুটবলারের স্বপ্ন মোহনবাগানে খেলা। আমারও ছিল। কলকাতার

মুম্বই সিটি এফসি থেকে মেহতাব সিং এলেন মোহনবাগানে।

অন্য একটি ক্লাবের থেকেও আমার কাছে প্রস্তাব ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, (হোসে ফ্রান্সিসকো) মোলিনার দল আমার কেরিয়ারের জন্য ভালো হবে এবং আমাকে অনেক বেশি পরিচিতি দেবে।' নাম না করে বলাই বাহুল্য যে, কলকাতার অন্য ক্লাব বলতে তিনি ইস্টবেঙ্গল এফসি-র কথাই বুঝিয়েছেন। এদিন মুম্বই সিটির তরফ থেকেও সামাজিক মাধ্যমে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানানো হয়ে তাদের এই প্রাক্তনীকে।

মরশুমের শুরু থেকেই এবার মোহনবাগানের চেষ্টা ছিল মেহতাবকে নেওয়ার। রাইট ব্যাক ও সেন্টার ব্যাক, দুই পজিশনেই খেলতে পারেন এই পঞ্জাবি ডিফেন্ডার। আক্রমণে বিদেশি বাড়াতে গেলে তাঁর মতো একজনকে যেমন স্টপার পজিশনে প্রয়োজন, তেমনি আবার ডানদিকে বহুদিন ধরেই আহামরি কিছু খেলছেন না আশিস রাই। তাই তাঁর পরিবর্ত হিসাবেও মেহতাবকে মাথায় রাখা হচ্ছে। মেহতাবের যোগদানের পর আশা করা হচ্ছে, দলের ষষ্ঠ বিদেশি হিসাবে দ্রুতই কলকাতায় নিয়ে আসা হবে রবসন রোবিনহোকেও।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতা নিয়ে নস্টালজিক বেনালি

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : তখন সাংবাদিক সম্মেলন চলছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি ও অধিনায়ক মিগুয়েল জাবাকো উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে জল এনে কোচ ও অধিনায়কের মাথায় ঢেলে দিলেন বাকি ফুটবলাররা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মিডিয়া রুমেই চলল আরও একদফা সেলিব্রেশন।

রক্ষণকে দূষছেন কিবু

কলকাতার মাটিতে পরপর দুইবার ডুরান্ড কাপ জয়। দুইবারই বাংলার দলকে হারিয়ে। উচ্ছ্বসিত নর্থইস্ট কোচ বলেছেন, 'কলকাতা আমার খুব পছন্দের জায়গা। এখানে আমাদের ডুরান্ডে ৯০ মিনিট খেলে কেউ হারাতে পারেনি। কেবল একবার ইস্টবেঙ্গলের কাছে টাইব্রেকারে হেরেছি। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে ভালো লাগছে।'

৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতেও ডায়মন্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেনালি। বলেছেন, 'ম্যাচের রেজাল্ট বলে দিচ্ছে দুই দলের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে। ম্যাচের রেজাল্ট ৩-১ হলে ভালো হত। তবে ডায়মন্ড হারবার দারুণ লড়াই করেছে। ওদের কোচও দুর্দান্ত। আশা করছি ডায়মন্ডকে আইএসএলে দেখতে পাব।'

ফাইনালে ৬ গোল হজমে হতাশ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র জবি জাস্টিনরা। ছবি : ডি মণ্ডল

এদিকে ডুরান্ড ফাইনালে বিধ্বস্ত হলেও দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সে খুশি কিবু ভিকুনা। বলেছেন, 'রক্ষণের ভুলেই এই রেজাল্ট। তবে ডুরান্ড অভিষেকেই রানার্স হওয়াটাও কম কৃতিত্বের নয়। হারলেও এদিন কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের থেকে ভালো খেলেছি। আগামীদিনে রক্ষণের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে।'

ডেভেলপমেন্টে চোখ সবুজ-মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : এবার কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সে খেলা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন।

আজ কলকাতা লিগে
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম বেহালা এসএস
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম

রবিবার ঘরোয়া লিগে বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন। বিএসএস এই মুহূর্তে ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে পয়েন্ট টেবিলে ৮ নম্বরে রয়েছে। ৭ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান ছয় নম্বরে। মাঝে মেসারার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলতে পারলে এখনও সুপার সিক্সের দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে থাকত দল। মাঠে নামার আগে এই ভেবে মনে মনে আক্ষেপ করতেই পারেন মোহনবাগান রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো।

যদিও মাঠে নামার আগে ডেগির মুখে একেবারে অন্য কথা। জানিয়ে

সুপার সিক্সের অঙ্ক কঠিন

দিলেন, সুপার সিক্স নিয়ে ভাবছেন না। বরং বললেন, 'আমাদের জন্য কলকাতা লিগে তরুণ ফুটবলার তুলে আনার মঞ্চ। তবে জয়ের মানসিকতা নিয়েই খেলব।' প্রায় ২৪ দিন পর সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে আটকে গিয়েছিল ডেগির মোহনবাগান। তবে বিএসএস-কে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন রিজার্ভ দলের কোচ।

উঠে যাওয়ার আগে হ্যাটট্রিক করার জন্য হ্যারি কেনকে অভিনন্দন সতীর্থের।

শুরুতেই হ্যাটট্রিক কেনের

মিউনিখ, ২৩ অগাস্ট : উদ্বোধনী ম্যাচেই বড় জয়। বুন্দেশলিগার প্রথম ম্যাচেই আরবি লিপজিগকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। দুরন্ত হ্যাটট্রিক ইংলিশ তারকা হ্যারি কেনের।

ম্যাচের ২৭ মিনিটে বাভারিয়ানদের হয়ে গোলের খাতা খোলেন মিচেল ওলিসে। ৩২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লুইস দিয়াজ। ৪২ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান ওলিসে।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটের পর থেকেই 'হ্যারি কেন' ঝড়। ৬৪ মিনিটে প্রথম গোল ইংল্যান্ড অধিনায়কের। ৭৪ ও ৭৭ মিনিটে আরও দুইটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। ম্যাচের পর কেন বলেছেন, 'বিরতিতে আমরা ৩-০ ফলে এগিয়ে ছিলাম। তখন আমার মনে হল, এবার স্কোরশিটে নাম তুলতে হবে।'

ছাঁটাই টিম ইন্ডিয়ার ফিজিও

ক্রীড়া বিল মেনে বোর্ডের এজিএম চায় ক্রীড়ামন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটে এখন ঘটনার ঘনঘটা!

লোকসভা, রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে ক্রীড়া বিল। রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মুও সেই বিলে ইতিমধ্যেই স্বাক্ষর করেছেন। ফলে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিল এখন দেশের আইন।

কিন্তু কবে, কীভাবে এই আইন কার্যকর হবে, স্পষ্ট নয় এখনও। ক্রীড়া বিল সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে। কারণ, ক্রীড়া বিল এসে যাওয়ার পর সেই বিল অনুসরণ করে, নাকি আগের লোধা সুপারিশ অনুয়ায়ী বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা হবে, এখনও জানা নেই কারও। ছবিটা ঠিক কবে স্পষ্ট হবে, তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। তার মধ্যেই আজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে বিসিসিআই-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা চাইছেন ক্রীড়া বিল মেনেই হোক এজিএম। আজ এমন নির্দেশ আসার পর বিসিসিআই শীর্ষ কর্তাদের অস্বস্তি বেড়েছে।

২৯ অথবা ৩০ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বোর্ডের এজিএম হওয়ার কথা ছিল। তার আগে ২২ সেপ্টেম্বর রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। এমন অবস্থায় আজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নির্দেশিকা এসে যাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, বোর্ড ও দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা পিছিয়ে যেতে চলেছে। কিন্তু কতদিনের জন্য পিছিয়ে যাবে এজিএম? জবাব নেই কোথাও। বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, অন্তত তিন থেকে চার মাসের জন্য এজিএম পিছিয়ে যেতে পারে। তেমন হলে আপাতত বোর্ড ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পদাধিকারীরাই তাঁদের দায়িত্ব সামলাবেন। আচমকা কেন বোর্ড রাজনীতির পরিস্থিতির এমন ভোল বদল? জানা গিয়েছে, ক্রীড়া বিলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক চাইছে, ক্রীড়া বিল মেনেই হোক বোর্ডের এজিএম। বাস্তবে এমনটা হলে বোর্ড রাজনীতির পাশে দেশের নানা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার সমীকরণ ও অঙ্কও বদলে যাবে। বোর্ডে যেমন সভাপতি পদে রজার বিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, ঠিক তেমনই বাংলা ক্রিকেট সংস্থার এজিএমের অঙ্কও বদলে যাবে।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত কী হয়, কবে বোর্ডের এজিএম হয়, সেটাই দেখার। এদিকে, আজ টিম ইন্ডিয়ার দীর্ঘদিনের ফিজিও রাজীব কুমারকে ছাঁটাই করল বোর্ড। ইংল্যান্ড সিরিজের পরই তাঁর চুক্তি শেষ হয়েছিল। সেই চুক্তি আর নবীকরণ হচ্ছে না, রাজীবকে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই।

কোচিং ক্যাম্প

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৮ ছেলেদের কোচিং ক্যাম্প শনিবার শুরু হয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থায়। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে শিবির চলবে ২৯ অগাস্ট পর্যন্ত। সিএবি থেকে কোচ হিসেবে পাঠানো হয়েছে শিবনাথ রায়কে। প্রথম দিন জেলার প্রায় ২০০ জন ছেলে নাম নথিভুক্ত করেছে। মেয়েদের ক্রিকেট কোচিং এদিন শেষ হয়েছে।

টটেনহামের কাছে হার সিটির

পিছিয়ে থেকেও বড় জয় চেলসির

লন্ডন, ২৩ অগাস্ট : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে পিছিয়ে থেকে জয় পেল চেলসি। তারা ৫-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডকে।

ম্যাচের ৬ মিনিটে লুকাস পাকুয়েতা গোল করে হ্যামার্সদের এগিয়ে দেন। এরপরেই শুরু হয় চেলসি ঝড়। ১৫ মিনিটে গোল শোধ করেন জোয়াও পেদ্রো। ২৩ মিনিটে চেলসিকে এগিয়ে দেন পেদ্রো নেটো। ৩৪ মিনিটে তাদের তৃতীয় গোল আর্জেন্টাইন তারকা এনজো ফার্নান্ডেজের। প্রথমার্ধে ৩-১ ফলেই এগিয়ে ছিল চেলসি।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪ মিনিটে চেলসির হয়ে চতুর্থ গোলটি করে যান মোয়েস কাইসেদো। মিনিট চারেক পরে ওয়েস্ট হ্যামের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ট্রেভহ চালোভা।

শনিবার প্রিমিয়ার লিগে হারের মুখ দেখল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে তারা ০-২ গোলে হেরে গেল টটেনহাম হটস্পারের কাছে। ৩৫ মিনিটে টটেনহামকে এগিয়ে দেন ব্রেনান জনসন। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ২-০ করেন জোয়াও পালিনহা। এই নিয়ে টানা দুই বছর সিটির ডেরা থেকে জিতে ফিরল টটেনহাম। পরের ম্যাচে সিটির সামনে শক্ত প্রতিপক্ষ ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের **দেবারতি**, তোমার নবম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। - **বাবা, মা, ঠাকুমা, রাইমা, মানা মানি ও বাবিন**। প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

সিএবি-র বিশেষ পুরস্কার প্রদুন্য ও গৌতমকে

গঙ্গারামপুর, ২৩ অগাস্ট : সিএবি-র দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেট লিগ ও জুনিয়ার নকআউট প্রতিযোগিতায় ২০২৪-'২৫ মরশুমে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে বিশেষ পুরস্কার পাচ্ছেন গঙ্গারামপুরের ক্রিকেটার প্রদুন্য সরকার। ৩০ অগাস্ট কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে। এই নিয়ে টানা দুই মরশুমে সিএবি-র বিশেষ পুরস্কার পেতে চলেছেন প্রদুন্য। ২০২৪-'২৫ ক্রিকেট মরশুমে তিনি ৭১৮ রান করার পাশাপাশি ২৮ উইকেট নিয়েছেন। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর ২০৩ রান। সেরা বোলিং ৪৫ রানে ৪ উইকেট।

গঙ্গারামপুরের গৌতম রায়ও পাচ্ছেন সিএবি-র বিশেষ পুরস্কার। ২০২৪-'২৫ মরশুমে ছেলেদের আন্তঃ জেলা সিনিয়ার ওয়ানডে প্রতিযোগিতায় তিনি সর্বাধিক ১০টি উইকেট নিয়েছেন। তাঁর সেরা বোলিং ছিল ৪০ রানে ৫ উইকেট।

দুই ছাত্রের সাফল্যে গর্বিত গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের প্রধান কোচ অতনু সরকার।

গৌতম রায়

প্রদুন্য সরকার।

কোয়ার্টার ফাইনালে কিং কোবরা, মামা ভাগ্নে

গঙ্গারামপুর, ২৩ অগাস্ট : ঠ্যাঙ্গাপাড়া ফুটবল ক্লাবের অল বেঙ্গল ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল গাজোলের কিং কোবরা এফসি, মালদার জগজীবনপুর ইলেভেন ও গঙ্গারামপুরের মামা ভাগ্নে। শনিবার ঠ্যাঙ্গাপাড়া ফুটবল ময়দানে প্রথম প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে কিং কোবরা ২-১ গোলে হারিয়েছে মহাকাল ইলেভেনকে। জগজীবনপুর ২-১ গোলে জয় পেয়েছে মেহেরপুর অহিংস ক্লাবের বিরুদ্ধে। পরে মামা ভাগ্নে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দেয় সুরজিৎ ঝাড়খণ্ড অ্যাকাডেমিকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল দুই দলই দুটো করে গোল করেছিল।

জিতল রানিং, হাতিমারি

মালদা, ২৩ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে হাটিন্ডা রানিং সংঘ ১-০ গোলে হারিয়েছে টিএসকেএসএস ক্লাবকে। গোল করেন শৈলেন সোরেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন সুরজিৎ হাঁসদা। দ্বিতীয় ম্যাচে গাজোল হাতিমারি হাইস্কুল টাইব্রেকারে ৩-৪ গোলে জিতেছে পোপরা গাপটোলির বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন শিবা সোরেন।

চ্যাম্পিয়ন কুড়ালডাঙা

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : ডুবাপাড়ায় আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুড়ালডাঙা। রানার্স তাজপুর। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার পেয়েছে।

বিয়ের আসর মাতাবেন শাহরুখ

গম্ভীরও মজা করেন! অবাক দাবি রিঙ্কুর

লখনউ, ২৩ অগাস্ট : গৌতম গম্ভীর কেন সবসময় রেগে থাকেন?

নামের সঙ্গে সংগতি রেখে যেন গৌতম সবসময় গম্ভীর! রাগি, গুরুগম্ভীর মেজাজ, বিতর্কিত চরিত্র—শব্দগুলি অনায়াসে বসানো যায় শুভমান গিলদের হেডস্যারের নামের পাশে। যদিও এদিন গম্ভীরের আরেক প্রিয় ছাত্র রিঙ্কু সিং অন্যরকম গল্পই শোনালেন। তুলে ধরলেন গৌতম গম্ভীরের ফুরফুরে মেজাজ, হাসিঠাট্টার অন্য দিকের কথা।

২০২৪-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে পেয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে গম্ভীরের অজানা দিক তুলে ধরে রিঙ্কু বলেছেন, 'সবসময় সিরিয়াস থাকতেন না। সাজঘরে গান শুনতে ভালোবাসেন গৌতমভাই। কেকেআর ড্রেসিংরুমে সর্বদা ডিজের ভূমিকায় রামনদীপ সিং। গান তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন। প্রায়শই দেখতাম দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতেও।'

কোচ-মেন্টর গম্ভীরকে প্রশংসায় ভরিয়ে রিঙ্কু বলেছেন, 'নাইট রাইডার্সে দেখেছি সবসময় প্লেয়ারদের পাশে থাকতে। সবাইকে স্বাধীনতা দিতে। বরাবর বলতেন, নিজের মতো করে খেলো। আমরা সবাই জানি, ও অত্যন্ত আগ্রাসী। কিন্তু আসল কথা হল সবসময় জিততে চায়। ম্যাচের সময় সারাক্ষণ বসে থেকে জয়ের প্রার্থনা করে।'

গম্ভীরের সমর্থনের পাশাপাশি রিঙ্কুর সঙ্গী বিরাট কোহলির ব্যাটও। ২০২৪ আইপিএলে সুযোগ বুঝে ব্যাটের জন্য আবদার করেন।

> বাগদানের আগে শাহরুখ স্যারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখনও আমন্ত্রণ জানাই। শুটিংয়ের ব্যস্ততার জন্য আসতে পারেননি। তবে আমাদের সিইও ভেঙ্কি স্যর (কেকেআর) এসেছিলেন। বিয়েতেও শাহরুখ স্যরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। দেখা যাক কী হয়। আশা করি, এই বছরের শেষদিকে বা আগামী মরশুমের শুরুতে দিন চূড়ান্ত করবে দুই পরিবার মিলিতভাবে।
>
> **রিঙ্কু সিং**

বিরাট কোহলির থেকে ব্যাট নিতে গিয়ে ক্যামেরাম্যানের জন্য বেশ কিছুটা বদনামেরও ভাগিদার হতে হয়েছে রিঙ্কু সিংকে। নিজেই সেই কথা ফাঁস করলেন তিনি।

তবে বিরাটের পিছন পিছন রিঙ্কুর দৌড়ঝাঁপ, ব্যাট নেওয়া—সবটুকুই ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যা ভাইরালও। রিঙ্কুর কথায়, বিরাটভাইয়ের থেকে ব্যাট নিতে গিয়ে কিছুটা 'বদনাম'-ও হতে হয়েছে। রিঙ্কু বলেছেন, 'ক্যামেরাম্যান আমাদের পিছু নিয়েছিল। ফলে পুরোটাই প্রকাশ্যে চলে আসে, বিরাটভাই ও আমার জন্য যা ঠিক ছিল না। এবার মাহিভাই, রোহিতভাইয়ের ব্যাট পেয়েছি। ওদের মতো মহান ক্রিকেটারের ব্যাট সংগ্রহ আমার জন্য বড় প্রাপ্তি।'

নিজের বিয়ে, হবু স্ত্রী প্রিয়া সরোজের সঙ্গে প্রেম পর্বের কথাও তুলে ধরেন। জানালেন, বিয়েতে (দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি) শাহরুখ খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আশাবাদী, বলিউড বাদশার উপস্থিতি রং ছড়াবে বিয়েতে। রিঙ্কুর মন্তব্য, 'বাগদানের আগে শাহরুখ স্যরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখনও আমন্ত্রণ জানাই। শুটিংয়ের ব্যস্ততার জন্য আসতে পারেননি। তবে আমাদের সিইও ভেঙ্কি স্যর (কেকেআর) এসেছিলেন। বিয়েতেও শাহরুখ স্যরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। দেখা যাক কী হয়। আশা করি, এই বছরের শেষদিকে বা আগামী মরশুমের শুরুতে দিন চূড়ান্ত করবে দুই পরিবার মিলিতভাবে।'

নিজেদের প্রেম পর্ব সম্পর্কে রিঙ্কু বলেন, 'কোভিডের সময় ২০২২-এ মুম্বইয়ে আইপিএল হয়েছিল। সেইসময় আমার ফ্যান পেজে প্রিয়া তার গ্রামের কিছু ছবি পোস্ট করেছিল। আমি লাইক করি। তারপর আমার কিছু ফোটোতে ও লাইক করে। এরপর নিয়মিত মেসেজ আদানপ্রদান, কথা বলা শুরু। ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা।'